বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বুধবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-৩০৮ ॥ ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ॥ ১৩ ফাল্গুন ১৪৩১ বাংলা ॥ ২৬ শাবান ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

শিক্ষার মানের ভয়াবহ অবনতি, বেড়েছে রমরমা বাণিজ্য: শিক্ষা উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটলেও মানের ভয়াবহ অবনতি হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। তিনি বলেন, দেশের শিক্ষায় অনেক কিছুই হয়েছে। অনেক প্রসার ঘটেছে। রমরমা অনেক বাণিজ্যও দেখা যাচ্ছে। *২-এর পাতায় দেখুন*

ইন্টারনেট শাটডাউন চিরতরে বন্ধে স্টারলিংককে আনা হচ্ছে: প্রেস সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানিয়েছেন, ইলন মাস্কের স্টারলিংককে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানানো ও তা চালু করার মূল কারণ হচ্ছে অনলাইন শাটডাউন চিরতরে বন্ধ করার জন্য। মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) তিনি নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে *২-এর পাতায় দেখুন*

নাহিদকে রাজপথে স্বাগত জানালেন সারজিস

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার এবং ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম পদত্যাগের পর তাকে রাজপথে স্বাগত জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক কমিটির মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে নিজের *২-এর পাতায় দেখুন*

পিলখানা হত্যাকাণ্ডের বিচার পেতে স্বজনরা অপেক্ষায় আছেন : প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : পিলখানা হত্যাকাণ্ডের শিকার শহীদ পরিবারের সদস্যগণ প্রিয়জন হারানোর এতগুলো বছর পরেও স্বজন হত্যার বিচার পেতে অপেক্ষায় আছেন বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। জাতীয় শহীদ সেনা দিবস উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) দেওয়া এক বাণীতে তিনি এ কথা বলেন। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আজ ২৫ ফেব্রুয়ারি, প্রথমবারের মতো পালিত হচ্ছে জাতীয় শহীদ সেনা দিবস। ২০০৯ সালের এই দিনে পিলখানায় সংঘটিত নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার সব শহীদের স্মরণে এখন থেকে প্রতি বছর এই দিনটিকে জাতীয় শহীদ সেনা দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। 'এই দিনে আমি গভীর বেদনার সঙ্গে স্মরণ করি ও বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই জাতির সূর্য সন্তান, শহীদ সেনা কর্মকর্তাদের। তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। একইসঙ্গে তাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের জানাই সমবেদনা ও সহমর্মিতা।'ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, শহীদ পরিবারের সদস্যরা একান্ত প্রিয়জন হারানোর

এতগুলো বছর পরও স্বজন হত্যার বিচার পেতে অপেক্ষা করে আছেন। পিলখানায় বীর সেনা সদস্যদের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর অনেকগুলো বছর ধরে জাতি হিসেবে আমাদের নানা বিভ্রান্তিতে রাখা হয়েছে। রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এই নির্মমতার সুবিচার নিশ্চিত করতে দায়বদ্ধ। আমরা সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। সমব্যথী হয়ে দেশ ও জনগণ শহীদ পরিবারও সব নিপীড়িতের পাশে দাঁড়াবে সেই আশাবাদ রাখছি একইসঙ্গে। 'এখন থেকে এই দিনটি আমাদের চেতনা ও অনুভূতির একটি নিয়ামক হয়ে দেশের জন্য যুদ্ধ করার ব্রত নিয়ে পথচলা একদল সাহসী মানুষের অনাকাঙ্ক্ষিত নির্মম মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেবে। তাদের এ আত্মত্যাগের স্মরণে আমরা জাতি হিসেবে যেন নিজেদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে সংকল্পবদ্ধ হই। দুঃশাসন, ষড়যন্ত্র ও আত্ম অহংকারে আর যেন কোনো প্রাণ না হারায়।

মানুষ যেন আত্মসম্মান ও মানবাধিকার নিয়ে নিজের যোগ্যতা ও মেধায় তার প্রাপ্য অবস্থানে পৌঁছাতে পারে এ প্রত্যাশা করি।' প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বেকারত্বমুক্ত পৃথিবী পড়ার পথে বাংলাদেশই যেন হয় আদর্শিক মাপকাঠি। জাতির শহীদ সেনাদের স্মরণে এ দিনে আমরা একটি স্বনির্ভর ও সুসভ্য বাংলাদেশ বিনির্মাণে অঙ্গীকারবদ্ধ হই। শহীদ সেনা দিবসে জাতির পক্ষ থেকে আমি আবারও সব শহীদের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

আবদুল্লাহ আল নোমানের মৃত্যুতে প্রধান উপদেষ্টার শোক

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান, সাবেক মন্ত্রী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল্লাহ আল নোমানের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) এক শোকবার্তায় প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আবদুল্লাহ আল নোমান বাংলাদেশের রাজনীতিতে একজন গুণী নেতা ছিলেন। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা। ষাটের দশকের শুরু থেকে জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত রাজনীতিতে সক্রিয় থেকেছেন আবদুল্লাহ আল নোমান। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে (বিএনপি) সক্রিয় থেকে তিনি চট্টগ্রাম-৯ আসন থেকে তিনবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। সাবেক এই মন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। রাজনৈতিক ঘরানার বাইরেও চট্টগ্রামে সব দলমতের মানুষের কাছে শ্রদ্ধার আসনে ছিলেন তিনি। প্রধান উপদেষ্টা আবদুল্লাহ আল নোমানের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। গতকাল সকাল *২-এর পাতায় দেখুন*

বিশেষ অভিযানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের গাফিলতি পেলে ব্যবস্থা : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশব্যাপী চলমান বিশেষ অভিযান পরিচালনায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের গাফিলতি পেলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। পিলখানায় শহীদ সেনা কর্মকর্তাদের শাহাদাৎবার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলবার সকালে বনানী সামরিক কবরস্থানে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে সাংবাদিকদের একথা বলেন তিনি। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, "এবার পিলখানা হত্যাকাণ্ডের স্মরণ হচ্ছে ব্যতিক্রমভাবে। এবার এটি শহীদ সেনা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সেই উপলক্ষে আমরা এখানে এসেছি।" তিনি বলেন, "২০০৯ সালের পিলখানা হত্যাকাণ্ডের বিচারের জন্য ইতোমধ্যে একটি কমিশন গঠন করা হয়েছে, যা ২৪ জানুয়ারি থেকে কাজ শুরু করেছে। তিন মাসের মধ্যে তারা প্রতিবেদন জমা দেবে, যার ভিত্তিতে দোষীদের বিচারের আওতায় আনা হবে।" দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে সোমবার সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হওয়া বিশেষ অভিযানের বিষয়ে জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, "অভিযানের সফলতা এবং ব্যর্থতা আপনারাই মূল্যায়ন করতে পারবেন। তবে আমাদের বাহিনীর কেউ যদি গাফিলতি করে, তাকে আইনের *২-এর পাতায় দেখুন*

পিলখানা হত্যাকাণ্ডে শহীদদের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

স্টাফ রিপোর্টার : ২০০৯ সালে পিলখানায় সংঘটিত বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডে শহীদ সেনা কর্মকর্তাদের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছেন রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি, প্রধান উপদেষ্টার প্রতিনিধি, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা, তিন বাহিনী প্রধান ও নিহতদের স্বজনরা। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টায় বনানী সামরিক কবরস্থানে শহীদ সেনা কর্মকর্তাদের শাহাদৎবার্ষিকী উপলক্ষে এই পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এসময় পিলখানায় সংঘটিত নির্মম হত্যাকাণ্ডে শাহাদাৎবরণকারী কর্মকর্তাদের স্মরণ করে দোয়া করা হয়। তৎকালীন বাংলাদেশ রাইফেলসের (বিডিআর) সদর দফতর পিলখানায় বিদ্রোহের সময় সেনা কর্মকর্তাদের হত্যার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় হাইকোর্টে রায় *২-এর পাতায় দেখুন*

যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া ২৯ মিলিয়ন ডলারের বিষয়ে যা জানালেন অর্থ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, বাংলাদেশে দুটি সংস্থাকে ২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেবার বিষয়ে ট্রাম্প যে বলেছেন তার হয়তো কিছুটা সত্যতা আছে। সেই টাকাটা যদি দেশের স্বার্থে কাজে লাগে তাহলে ভালো। কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহৃত হলে সরকার দেখবে। মূল বিষয় হলো, কি উদ্দেশ্যে টাকা খরচ হয়েছে। মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক শেষে তিনি এসব কথা বলেন। অর্থ উপদেষ্টা বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থের বিষয়টি এনজিও ব্যুরো খতিয়ে দেখতে পারে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিষয় না হওয়ায়, এটি সরাসরি খতিয়ে দেখবে না। এনজিও ব্যুরো খতিয়ে দেখে যদি প্রমাণ পায় তাহলে অর্থ মন্ত্রণালয় বিষয়টি নিয়ে ব্যবস্থা নেবে। তিনি বলেন, দেশের স্বার্থে যেকোনো উন্নয়নের ক্ষেত্রে ফান্ড আসতেই পারে। বড় বিষয় হলো কোন উদ্দেশ্যে সেই টাকাটি নিয়ে আসা হয়েছে, সেটি খতিয়ে দেখা দরকার।

ভবিষ্যতে যাতে দেশের স্বার্থবিরোধী কোনো কাজে ব্যবহারের জন্য অর্থ না আসে, এটি নিয়ন্ত্রণ করা হবে। তিনি আরও বলেন, মূল্যস্ফীতি কমাতে সরকার চেষ্টা করছে। এ বিষয়ে দ্রুত নীতি গ্রহণ অনেকসময় সহজ নয়। আসছে বাজেটের আগে বিষয়গুলো দেখা হবে। অর্থ উপদেষ্টা বলেন, আগামী জুনেই বাজেট হবে। তার আগে স্টেকহোল্ডার *২-এর পাতায় দেখুন*

গুমের ঘটনায় ট্রাইব্যুনালে ১০০ অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে গুমের শিকার হওয়া ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ১০০টি অভিযোগ দাখিল করেছেন। ২০০৯ থেকে ২৪ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এসব গুমের ঘটনা ঘটে বলে দাবি করা হয়। এসব ঘটনার শিকার ৯৫ জন এখনও পরিবারের কাছে ফেরত আসেনি। মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনে অভিযোগ জমা দেয় সংস্থাটি। জোরপূর্বক গুমের শিকার ভুক্তভোগী পরিবারের সংগঠন 'মায়ের ডাক' ১০০টি অভিযোগ দাখিল করে। এর মধ্যে রয়েছেন বিএনপি নেতা চৌধুরী আলম, তেজগাঁওয়ের বিএনপি নেতা সাজেদুল ইসলাম সুমনের গুমের ঘটনা। এসব গুমের ঘটনায় আসামি করা হয়েছে সাবেক *২-এর পাতায় দেখুন*

আবদুল্লাহ আল নোমানের মৃত্যুতে তারেক রহমানের শোক

স্টাফ রিপোর্টার : মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান, সাবেক মন্ত্রী, সাবেক সাংসদ ও দেশের বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ আবদুল্লাহ আল নোমানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। গতকাল মঙ্গলবার এক শোকবার্তায় তিনি বলেন, 'মরহুম আবদুল্লাহ আল নোমান একজন দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ হিসেবে দেশের সকল ক্রান্তিকালে জনগণের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি একজন জাতীয় রাজনীতিবিদ হিসেবে দেশবাসীর নিকট অত্যন্ত সমাদৃত ছিলেন। সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান বীর উত্তমের নীতি ও আদর্শে গভীরভাবে আস্থাশীল এবং বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী দর্শনে বিশ্বাসী মরহুম আবদুল্লাহ আল নোমান *২-এর পাতায় দেখুন*

সাবেক মন্ত্রী ও বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল নোমানের ইন্তেকাল

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক মন্ত্রী, বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল নোমান ইন্তেকাল করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার ভোরে তিনি রাজধানীর ধানমন্ডিতে নিজ বাসভবনে মারা যান। তার বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। মৃত্যুকালে তিনি তার সহধর্মিণী, এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানসহ বহু আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। বিএনপি চেয়ারপারসনের প্রেস উইং কর্মকর্তা ?শামসুদ্দিন দিদার জানান, আব্দুল্লাহ আল নোমান গতকাল মঙ্গলবার ভোর ৬টার দিকে ধানমন্ডিতে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরবর্তী সময়ে স্কয়ার হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকরাও তার মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেন। গতকাল *২-এর পাতায় দেখুন*

দ্রুত সময়ের মধ্যে সিটি ও পৌর নির্বাচন দিতে চায় সরকার: আসিফ মাহমুদ

স্টাফ রিপোর্টার : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার স্থানীয় সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে চায়। সরকার জনগণের সমস্যা নিরসনে দ্রুত সময়ের মধ্যে অন্তত সিটি করপোরেশন ও পৌরসভাগুলোর নির্বাচন দিতে চায়। মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস ২০২৫ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। এক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতিতে নানা চ্যালেঞ্জ রয়েছে উল্লেখ করে দ্রুত সময়ে পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনের নির্বাচন হয়ে যাওয়া উচিত বলে মন্তব্য *২-এর পাতায় দেখুন*

স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূইয়া মঙ্গলবার ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস-২০২৫' উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। -পিআইডি

পিলখানায় এক শহীদের স্ত্রী আশায় বেঁচে আছি বিচার হবে মানুষ জানবে নেপথ্যে কারা ছিল

স্টাফ রিপোর্টার : ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি পুরান ঢাকার পিলখানায় সেনা সদস্যদের হত্যার ঘটনা ঘটে। সেখানে ৫৭ সেনা কর্মকর্তাসহ মারা যান ৭৪ জন। হত্যার এই ঘটনাকে 'জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি' ও 'শহীদ সেনা দিবস' হিসেবে পালনের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল শহীদ সেনা পরিবারের। সেটি বিগত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার কর্ণপাত করেনি। তবে অন্তর্বর্তী সরকার ২৫ ফেব্রুয়ারিকে 'জাতীয় শহীদ সেনা দিবস' ঘোষণা করে। ফলে এর মধ্য দিয়ে শহীদ সেনা পরিবারের দীর্ঘদিনের দাবি আর আক্ষেপ ঘুচল। একই সঙ্গে তাদের মনে নতুন করে আশা জাগল হত্যার ঘটনায় জড়িতদের সঠিক বিচার পাওয়ার। সেই আশা নিয়েই *২-এর পাতায় দেখুন*

নিজেরা ভেদাভেদ সৃষ্টি না করি ঐক্যবদ্ধ থাকি: সেনাপ্রধান

স্টাফ রিপোর্টার : সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেছেন, সেনাবাহিনী ডিসিপ্লিনড ফোর্স। এটাকে, ডিসিপ্লিনড থাকতে দিন। নিজেরা ভেদাভেদ সৃষ্টি না করি, ঐক্যবদ্ধ থাকি। মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে জাতীয় শহীদ সেনা দিবস উপলক্ষে 'পিলখানায় সংঘটিত নির্মম হত্যাকাণ্ডে শাহাদাত বরণকারী শহীদ অফিসারদের স্মরণে' এক বিশেষ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। সেনাবাহিনী প্রধান বলেন, আজকে একটা বেদনাবিধুর দিবস। ২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ৫৭ জন চৌকস অফিসার শুধু তাই নয়, আমরা কিছু পরিবারের সদস্যদের হারিয়েছি। অনেকে ছবিতে দেখেছেন, তবে আমি এই বর্বরতার চাক্ষুষ সাক্ষী। একটা জিনিস আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে এই বর্বরতা কোনো সেনা সদস্য করেনি। সম্পূর্ণটাই তদন্তাধীন

আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে একটা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রত্যাশা করছি

বিডিআর সদস্য দ্বারা সংগঠিত। ফুল স্টপ, এখানে কোনো 'ইফ এবং বাট' নেই। এখানে যদি ইফ এবং বাট আনেন এই যে বিচারিক কার্যক্রম এতদিন ধরে হয়েছে, ১৬-১৭ বছর ধরে যারা জেলে আছে, যারা সাজাপ্রাপ্ত সেই বিচারিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে। এই জিনিসটা আমাদের খুব পরিষ্কার করে মনে রাখা প্রয়োজন। এই বিচারিক প্রক্রিয়াকে নষ্ট করবে না। তিনি বলেন, যেসব সদস্য শাস্তি পেয়েছে, তারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। এখানে কোনো রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে জড়িত ছিল কি না, বাইরের কোনো শক্তি জড়িত ছিল কি না সেটা কমিশন বের করবেন এবং আপনাদের জানাবেন। তিনি আরও বলেন, আমাদের এই চৌকস সেনাসদস্যরা যারা প্রাণ হারিয়েছেন, তারা প্রাণ হারিয়েছেন তদানীন্তন বিডিআর সদস্যদের গুলিতে। *২-এর পাতায় দেখুন*

৯ মন্ত্রণালয় ও বিভাগে নতুন সচিব নিয়োগ

স্টাফ রিপোর্টার : নয় মন্ত্রণালয় ও বিভাগে নতুন সচিব নিয়োগ দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। গতকাল মঙ্গলবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে পৃথক প্রজ্ঞাপনে তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মোহাম্মদ মাহমুদুল হোসাইন খানকে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সচিব) করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জাহেদা পারভীনকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) নিয়োগ পেয়েছেন। ঢাকা ম্যাস রিপিট ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুর রউফকে সেতু বিভাগের সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মোস্তাফিজুর রহমানকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব, জনপ্রশাসন *২-এর পাতায় দেখুন*

দেশের সরকারি ক্রয় খাত একচেটিয়া ঠিকাদারের হাতে জিম্মি: টিআইবি

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের সরকারি ক্রয় খাত একচেটিয়া ঠিকাদারদের হাতে জিম্মি বলে জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে টিআইবির কার্যালয়ে 'বাংলাদেশে সরকারি ই-কেনাকাটায় বাজার দখল, যোগসাজশ এবং রাজনৈতিক প্রভাব' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, পৃথিবীর সব দেশেই ক্রয় খাত সবচেয়ে দুর্নীতিপ্রবণ খাত। তবে সব দেশেই সেটি নিয়ন্ত্রণ হয়। কিন্তু আমাদের দেশে নিয়ন্ত্রণ হয় না, বরং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছি আমরা। তারই একটি চিত্র আমরা আজকে তুলে ধরলাম। তিনি আরও বলেন, আমাদের গবেষণায় তিনটি বিষয় ছিল। প্রথমত, ২০১২-২০২৪ পর্যন্ত ই-জিপির মাধ্যমে ৫ লাখ ৯৬ হাজার ৯৯১ কোটি টাকা কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে শীর্ষ ১০ মন্ত্রণালয় প্রায় ৯২ শতাংশ অর্থ ব্যয় করেছে। যা ৫ লাখ ৪০ হাজার ৯৫০ কোটি টাকা। সরকারি এই কেনাকাটায় বাজার দখল হয়েছে জানিয়ে ইফতেখারুজ্জামান বলেন, দশটি মন্ত্রণালয়ের গড়ে ৬১ শতাংশ কার্যাদেশ ৫ শতাংশ ঠিকাদার নিয়ন্ত্রণ করেন। মন্ত্রণালয় ভেদে এই নিয়ন্ত্রণের হার ৭৪-৮৪ শতাংশ। অন্যদিক থেকে নিম্নপর্যায়ের ১০ শতাংশ ঠিকাদার গড়ে ১ শতাংশের কম কার্যাদেশ পান। তিনি আরও বলেন, একক নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি নীতিমালার ফাঁক ফোকর দিয়ে যৌথ মালিকানার ঠিকাদারি এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। যে কারণে যৌথ মালিকানার *২-এর পাতায় দেখুন*

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

পৃথিবীর সব দেশেই ক্রয় খাত সবচেয়ে দুর্নীতিপ্রবণ খাত। তবে সব দেশেই সেটি নিয়ন্ত্রণ হয়। কিন্তু আমাদের দেশে নিয়ন্ত্রণ হয় না

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত করতে ৯ সিদ্ধান্ত

স্টাফ রিপোর্টার : সারাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং সার্বিক পরিস্থিতি আরও উন্নত করতে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোর কমিটি। গতকাল মঙ্গলবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এসব সিদ্ধান্তের কথা জানায়। গত সোমবার স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে কোর কমিটির এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৯টি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত করতে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো হলো-

১. রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে তল্লাশিচৌকি বাড়াতে হবে। অপরাধ প্রবণ এলাকায় টহল সংখ্যা বাড়ানো হবে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, পুলিশের বিভিন্ন *২-এর পাতায় দেখুন*

পদত্যাগের পর নাহিদ ইসলাম

সরকারের থেকে রাজপথে আমার ভূমিকা বেশি থাকবে

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করার পর মো. নাহিদ ইসলাম বলেছেন, গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে মাঠে থেকে কাজ করার লক্ষ্যে পদত্যাগ করেছি। মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি এসব কথা বলেন। নাহিদ ইসলাম বলেন, গণ-অভুত্থানে অংশগ্রহণকারী শক্তিকে সংহত করতে আমি মনে করেছি সরকারের থেকে সরকারের বাইরে রাজপথে আমার ভূমিকা বেশি হবে। তিনি বলেন, ছয় মাসে দুটি মন্ত্রণালয়ের বাইরেও অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছি। ছয় মাস খুবই কম সময়। তারপরও আমি চেষ্টা করেছি। আমার কাজের মূল্যায়ন জনগণ করবে। নাহিদ ইসলাম সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, নতুন যে রাজনৈতিক দল গঠন হচ্ছে সেখানে অংশগ্রহণ করার অভিপ্রায় আছে। মঙ্গলবার দুপুরে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন মো. নাহিদ ইসলাম। আজ দুপুরে যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি পদত্যাগের *২-এর পাতায় দেখুন*

রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভূমিকম্প

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ভোর ৬টা ৪০ মিনিট ২৫ সেকেন্ডে এই কম্পন অনুভূত হয়। যার মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ১। তবে এর উৎপত্তিস্থল বঙ্গোপসাগর ও ভারতের কাছাকাছি এলাকায় হওয়ায় বাংলাদেশে খুব বেশি কম্পন অনুভূত হয়নি বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর। আবহাওয়া অধিদফতরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাকেন্দ্রের এক কর্মকর্তা বলেন, এটি মাঝারি ধরনের ভূমিকম্প ছিল। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা-সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরই এর উৎসস্থল। আর উৎপত্তিস্থল পানিতে হওয়ার ফলে বেশি প্রভাব পড়েছে উপকূলের *২-এর পাতায় দেখুন*

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বুধবার ॥ ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ॥ ১৩ ফাল্গুন ১৪৩১ বাংলা

এখনও স্মার্টকার্ড পাননি সাড়ে পাঁচ কোটি ভোটার

স্টাফ রিপোর্টার : বিতরণ কর্মসূচি শুরুর পর দীর্ঘ প্রায় সাড়ে আট বছর পেরিয়ে গেলেও উন্নতমানের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) বা স্মার্টকার্ড পাননি সাড়ে পাঁচ কোটির মতো ভোটার। কবে তারা এই কার্ড পাবেন তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। ইসি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, হালনাগাদ অনুযায়ী দেশে ভোটার সংখ্যা ১২ কোটি ১৮ লাখ ৫০ হাজার ১৬০ জন। এদের মধ্যে স্মার্টকার্ড হাতে পেয়েছেন ছয় কোটি ৯১ লাখ ৪৯ হাজার ৩৪৯ জন। অর্থাৎ পাঁচ কোটি ২৭ লাখ ৮১১ জন এখনো এই কার্ডের জন্য অপেক্ষা করছেন। ২০১৬ সালের ৩ অক্টোবর স্মার্টকার্ড বিতরণ কার্যক্রম শুরু করে সংস্থাটি। সে হিসাবে আট বছর চার মাস পেরিয়ে গেছে। দিন দিন ভোটার বাড়লেও সে অনুপাতে কার্ড বিতরণ এগোয়নি। আর এই দীর্ঘসূত্রতার পেছনে আর্থিক সংকটসহ নানা কারণকে দায়ী করা হচ্ছে। জানা গেছে, ভোটার তালিকার ভিত্তিতে নাগরিকদের উন্নতমানের জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়ার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ২০১১ সালে আইডিইএ (স্মার্টকার্ড) প্রকল্পটি হাতে নেয় কমিশন। তারপর দীর্ঘ চার বছর নানা চড়াই-উতড়াই পেরিয়ে স্মার্টকার্ড তৈরির দিকে এগোয় সংস্থাটি। এক্ষেত্রে ফ্রান্সের প্রতিষ্ঠান অবার্থার টেকনোলজিসের সঙ্গে ওই সময়ের ৯ কোটি ভোটারের জন্য নয় কোটি ব্ল্যাংক স্মার্টকার্ড তৈরি করে দিতে ২০১৫ সালের ১৪ জানুয়ারি চুক্তি করে ইসি। যার মেয়াদ ছিল ১৮ মাস। কিন্তু মেয়াদ বাড়ানোর পরেও ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত চুক্তিতে উল্লেখিত কার্ড সরবরাহ করতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি। ফলে সে বছরের শেষের দিকে অবার্থারের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়। ইসি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, অবার্থার ১ দশমিক ৫১ ডলার দরে ৭ কোটি ৭৩ লাখ কার্ড সরবরাহ করতে পেরেছিল। সেই মোতাবেক পূর্বের ১ কোটি ২৭ লাখ নাগরিকের কার্ড ঘাটতি ছিল। এই

- হালনাগাদ অনুযায়ী দেশে ভোটার সংখ্যা ১২ কোটি ১৮ লাখ ৫০ হাজার ১৬০ জন
- এদের মধ্যে স্মার্টকার্ড হাতে পেয়েছেন ছয় কোটি ৯১ লাখ ৪৯ হাজার ৩৪৯ জন
- অর্থাৎ পাঁচ কোটি ২৭ লাখ ৮১১ জন এখনো এই কার্ডের জন্য অপেক্ষা করছেন

ক'বছরে ভোটার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২ কোটি ১৮ লাখ ৫০ হাজার ১৬০ জন। সব মিলিয়ে আরো প্রায় সাড়ে চার কোটির মতো ব্ল্যাংক কার্ড তৈরি এবং তাতে নাগরিকের তথ্য সংযুক্ত করে বিতরণে যেতে হবে। এজন্য ইতিমধ্যে আইডিইএ দ্বিতীয় প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। আর ১ হাজার ৮০৫ কোটি টাকার এই প্রকল্প থেকে তিন কোটি কার্ড দেওয়ার কথা থাকলেও ডলারের দাম বাড়ায় ২ কোটি ৩৬ লাখ ৩৩ হাজার ৭২০টি কার্ড দেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি-বিএমটিএফ। অবশিষ্ট কার্ডগুলো প্রকল্পের মেয়াদ শেষে রাজস্ব খাত হতে ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসি। তবে নতুন প্রকল্প থেকে কার্ড তৈরি ও বিতরণেও তেমন অগ্রগতি নেই। ১৪৩ উপজেলার ভোটারের স্মার্টকার্ড ছাপানোই হয়নি বলে জানিয়েছেন অনেক কর্মকর্তা। ইসি সূত্রগুলো জানিয়েছে, এ পর্যন্ত মোট স্মার্টকার্ড প্রিন্ট হয়েছে আট কোটি ৮৬ লাখ ৯২ হাজার ২৬৮টি। বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে ছয় কোটি ৯১ লাখ ৪৯ হাজার ৩৪৯টি কার্ড। বিতরণের অপেক্ষায় আছে এক কোটি ৯৫ লাখ ৪২ হাজার ৯১৯টি কার্ড। নির্বাচন কমিশনার ব্রি. জে. (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ এ বিষয়ে বলেন, এনআইডির (স্মার্টকার্ড) যে ব্লাংক কার্ড, এটা একটা ক্রাইসিস তৈরি হয়েছে বেশ কিছুদিন ধরে। তিন কোটি কার্ড কেনার জন্য সেনাবাহিনীর সঙ্গে চুক্তি হয়। কিন্তু ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে সেনাবাহিনী আমাদেরকে দিতে পারছে না মর্মে চিঠি দেয়। পরে এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়, এতে সিদ্ধান্ত হয়, তারা ১৭২ টাকা করে আমাদেরকে কার্ড দেবে। কিন্তু সে সময় সেনাবাহিনী রাজি ছিল না। পরে এটা নিয়ে একটা ওপেন টেন্ডারে যাওয়ার পরিকল্পনা হয়েছিল। এরপর সেনাবাহিনী ১৭২ টাকা করে দিতে রাজি হয়। সে অনুযায়ী

৮৫ নির্বাচন কর্মকর্তাকে চাকরি ফেরত দিতে নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : দেড় যুগ আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে চাকরিচ্যুত ৮৫ জন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে চাকরি ফেরত দিতে নির্দেশ দিয়েছেন আপিল বিভাগ। মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করেন। চাকরিতে বহাল করে তাদের সব সুযোগ সুবিধা দিতে বলা হয়েছে। এছাড়া ৮৫ কর্মকর্তার মধ্যে মারা যাওয়া তিন কর্মকর্তার পরিবারকে আইন অনুযায়ী সব সুবিধা দিতে বলেছেন আপিল বিভাগ। আদালতে আবেদনের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী প্রবীর নিয়োগী, ব্যারিস্টার সালাউদ্দিন দোলন, ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার অনীক আর হক। এর আগে গত ২০ ফেব্রুয়ারি দেড় যুগ আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে চাকরিচ্যুত ৮৫ জন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা চাকরিতে ফিরতে পারবেন কি না, সে বিষয়ে রায় ঘোষণার জন্য ২৫ ফেব্রুয়ারি দিন ধার্য করেন আপিল বিভাগ। এসংক্রান্ত আপিল ও পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) আবেদনের ওপর শুনানি শেষে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির আপিল বেঞ্চ রায়ের এই তারিখ দেন। আইনজীবীদের তথ্য মতে, ২০০৫ সালের ৩ সেপ্টেম্বর সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) মাধ্যমে ৩২৭ জনকে উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। পরে ২০০৭ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ৩২৭ জনের মূল্যায়ন পরীক্ষা নেওয়ার পর ওই বছরের ৩ সেপ্টেম্বর ৮৫ জনকে চাকরিচ্যুত করা হয়। এই ৮৫ জন চাকরি ফিরে পেতে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে মামলা করলে ২০০৯

৭-এর পাতায় দেখুন

আ.লীগের যোগসূত্রে দুইদিন ধরে পিলখানায় হত্যাযজ্ঞ চালানো হয় : মির্জা ফখরুল

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের যোগসূত্রে দুইদিন ধরে পিলখানায় হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) সকালে জাতীয় শহীদ সেনা দিবস উপলক্ষে রাজধানীর বনানীতে সামরিক কবরস্থানে পিলখানায় শহীদ সামরিক কর্মকর্তা ও সদস্যদের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে এ কথা জানান তিনি। ফখরুল বলেন, এ দিনটি সেনাবাহিনীর জন্য কালো দিন। সেনাবাহিনীর শত্রুরা সেদিন ৫৭ জন চৌকস সেনাকে হত্যা করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নষ্ট করে দেওয়া। তিনি বলেন, এ দিনটাকে জাতীয় দিবস করায় আমরা সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। নিহত সেনা সদস্যদের স্বজনদের প্রতি সমবেদনা জানাই।

রোহিঙ্গাদের জন্য জাপান-ইউএনএইচসিআরের ১৬ লাখ ডলারের চুক্তি স্বাক্ষর

স্টাফ রিপোর্টার : জাপান সরকার এবং জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) বাংলাদেশে অবস্থানরত মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জীবনমান উন্নয়ন, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালীকরণ এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে গতকাল মঙ্গলবার ১৬ লাখ মার্কিন ডলারের একটি অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। সহায়তার এই ১৬ লাখ মার্কিন ডলার (২৫০ মিলিয়ন জাপানি ইয়েন) কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে নিরাপদ আশ্রয় নির্মাণ, প্রয়োজনীয় ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ এবং শরণার্থীদের কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে কাজ করতে সহায়তা করবে। এছাড়া এই অর্থসহায়তা বাংলাদেশে বসবাসরত শরণার্থীদের জীবিকা নির্বাহের সুযোগ তৈরি করতে সাহায্য করবে। বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত সাইদা শিনইচি বলেন, জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার (ইউএনএইচসিআর) সঙ্গে জাপানের এই চুক্তি ও অর্থায়ন সংকটময় এক সময়ে এলো; যখন রোহিঙ্গাদের জন্য অর্থসহায়তার মাধ্যমে সাড়াদান অত্যন্ত জরুরি। প্রকল্পটি ভাসানচর ও কক্সবাজারে রোহিঙ্গাদের জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি, বাংলাদেশের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর চাপ কমাতে সহায়তা করবে। তিনি বলেন, জাপান এই মানবিক সংকটের টেকসই সমাধানের জন্য কাজ চালিয়ে যাবে এবং ইউএনএইচসিআরের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে। বাংলাদেশে নিযুক্ত জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার (ইউএনএইচসিআর) প্রতিনিধি সুম্বুল রিজভি বলেন, জাপান সরকার ও জনগণ রোহিঙ্গাদের জন্য আমাদের কাজকে নিরবচ্ছিন্ন সংহতি ও সমর্থন জানিয়েছেন। তাই ইউএনএইচসিআর তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি বলেন, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও পরিশ্রমী। বাংলাদেশের দেওয়া উদারতাপূর্ণ আশ্রয়ে তারা যাপন করতে সক্ষম। তাদের দরকার সামান্য সুযোগ। চুক্তি অনুযায়ী, ইউএনএইচসিআর শরণার্থীদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত করতে পারবে। যা এই অঞ্চলের প্রতিকূল আবহাওয়া মোকাবিলায় আরও সক্ষম হবে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালী করার মাধ্যমে সংক্রামক এবং অসংক্রামক রোগ, মানসিক স্বাস্থ্য ও মনোসামাজিক

৭-এর পাতায় দেখুন

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিজ উপজেলায় বদলির আবেদন শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিজ উপজেলায় বদলির জন্য অনলাইন আবেদন গতকাল মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চলবে এ আবেদন প্রক্রিয়া। গত রোববার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা জারি করেছে। নির্দেশনায় জানানো হয়, শূন্য পদ না থাকায় যে সব শিক্ষকদের নিজ উপজেলার বাইরের উপজেলায় পদায়ন করা হয়েছে, সেসব শিক্ষকদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে আন্তঃউপজেলা বদলির ক্ষেত্রে ২০২৩ সালের সমন্বিত অনলাইন বদলি নির্দেশিকার ৩ দশমিক ৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিজ উপজেলায় বদলির নির্দেশনা রয়েছে। ওই নির্দেশনার আলোকে বদলি কার্যক্রম চলবে। ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সহকারী শিক্ষকরা অনলাইনে আবেদন করবেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রধান শিক্ষক সহকারী শিক্ষকদের আবেদন যাচাই করবেন। ১ মার্চ সহকারী উপজেলা/থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার যাচাই সম্পূর্ণ করবেন। বদলি আবেদনের শর্তে বলা হয়েছে, শিক্ষকরা সর্বোচ্চ তিনটি বিদ্যালয় পছন্দের ক্রমানুসারে পছন্দ করবেন। তবে কোনও শিক্ষক একাধিক পছন্দ না থাকলে শুধু একটি বা দু'টি পছন্দ করতে পারবেন।

ফের ১২ দিনের রিমান্ডে সাবেক প্রতিমন্ত্রী পলক

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : নারায়ণগঞ্জ সদর থানার একটি ও সিদ্ধিরগঞ্জ থানার দুইটি হত্যা মামলায় সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলকের চার দিন করে ১২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) সকালে নারায়ণগঞ্জ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বেলায়েত হোসেনের আদালত এই রিমান্ড

৭-এর পাতায় দেখুন

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি শিল্প খাতে বিপর্যয় ডেকে আনবে

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের শিল্প খাত নানা কারণে গভীর সংকটে নিমজ্জিত। প্রধানতম প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট। গ্যাসের অভাবে ব্যাপকভাবে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। সুদের হার অনেক বেশি। রয়েছে ডলার সংকট। কমছে ঋণপত্র খোলা এবং নিষ্পত্তির হার। এর মধ্যে কয়েক শ কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। ধুঁকছে অনেক কারখানা। অনেক কারখানা নিয়মিত বেতন-ভাতা দিতে পারছে না। ফলে বাড়ছে শ্রম অসন্তোষ। এমন পরিস্থিতিতে সরকার গ্যাসের দাম বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। গত রবিবার রাজধানীতে বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশ ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, শিল্প খাতে ব্যবহৃত গ্যাসের দাম দ্বিগুণ করলে বিনিয়োগ কমবে, অন্যদিকে বাড়বে আমদানিনির্ভরতা। এতে চাপে পড়বে দেশের অর্থনীতি। প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, মূল প্রবন্ধে পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মাসরুর রিয়াজ বলেন, বর্তমান চ্যালেঞ্জিং সময়ে গ্যাসের দাম দ্বিগুণ বাড়ানো হলে উৎপাদনমুখী খাতে পণ্য উৎপাদনে ব্যয় বাড়বে। এতে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা কমবে। নতুন বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একই সঙ্গে সিমেন্ট, ইস্পাত ও সিরামিক খাতে নতুন করে আমদানিনির্ভরতা বাড়বে। আর্থিক খাতের ওপর চাপ পড়বে। অনেক শিল্প বন্ধ হয়ে যাবে। ব্যাংকে মন্দ ঋণ বাড়তে থাকবে। বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের (বিসিআই) সভাপতি আনোয়ার উল আলম চৌধুরী বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার শিল্পে নিরাপত্তা দিতে পারছে না। ব্যাংকে সুদের হার বেশি। গ্যাসের দামও বাড়তি। এর পরও চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস দিতে পারছে না সরকার। এ অবস্থায় 'সরকার নতুন শিল্পের জন্য ১৫০ শতাংশ এবং সম্প্রসারণ শিল্পের জন্য ৫০ শতাংশ গ্যাসের দাম বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। আমরা আর কেউ শিল্প করতে চাই না। তবে বর্তমান শিল্পকে সহায়তা করবেন না, এটা হতে পারে না। দেশের অর্থনীতি ধরে রাখতে হলে গ্যাসের দাম বর্তমানের চেয়ে কমানো দরকার।' প্রতিনিয়ত বাড়ছে জনসংখ্যা, বাড়ছে কর্মসংস্থানের চাহিদা। কিন্তু সেই অনুযায়ী বাড়ছে না শিল্প-কারখানা, বাড়ছে না কর্মসংস্থানের

৭-এর পাতায় দেখুন

এটিএম আজহারের রিভিউ আবেদনের পরবর্তী শুনানি আজ

স্টাফ রিপোর্টার : একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় জামায়াত নেতা এটিএম আজহারুল ইসলামের মৃত্যুদণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ আবেদনের প্রথম দিনের শুনানি গতকাল মঙ্গলবার শেষ হয়েছে। পরবর্তী শুনানির জন্য আজ বুধবার দিন ধার্য করেছেন আপিল বিভাগ। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির আপিল বেঞ্চ শুনানির জন্য এদিন ধার্য করেন। জামায়াত নেতা আজহারের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী ব্যারিস্টার এহসান আবদুল্লাহ সিদ্দিকী। তাকে সহযোগিতা করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এস এম শাহজাহান, অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শিশির মনির, ব্যারিস্টার নাজিব মোমেন। এরআগে, গত ২৩ জানুয়ারি

৭-এর পাতায় দেখুন

স্ত্রী-তিন মেয়েসহ নাঈমুল ইসলাম খানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রেস সচিব নাঈমুল ইসলাম খান, তার স্ত্রী নাসিমা খান মন্টি, তিন মেয়ে লাবিবা নাঈম খান, যুলিকা নাঈম খান এবং আদিভা নাঈম খানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. জাকির হোসেনের (গালিব) আদালত দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। মামলার অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা দুদকের উপপরিচালক আফরোজা হক খান এ আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়, নাঈমুল ইসলাম খানের বিরুদ্ধে ভিন্ন কোনও উৎস অর্থাৎ ঘুষ বা অবৈধ উপায়ে অর্থ অর্জনপূর্বক ওই অর্থের উৎস আড়াল করার জন্য তার নামীয়, তার স্ত্রী ও তার তিন মেয়ের নামীয় ১৬৩টি ব্যাংক হিসাবে ৩৮৬ কোটি টাকা জমা, ৩৭৯ কোটি টাকা উত্তোলন ও

৭-এর পাতায় দেখুন

কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী হাসপাতালে বর্জ্য পানি পরিশোধনাগার স্থাপন

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতালে দেশের প্রথম কম খরচে টেকসই হাসপাতাল বর্জ্য পানি পরিশোধন প্লান্ট (ডব্লিউডব্লিউটিপি) স্থাপন করা হয়েছে। এ পদক্ষেপকে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষায় একটি রূপান্তরমূলক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। গত সোমবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের এমআইএস ইউনিটে একটি সভায় 'ঢাকা শহরের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বল্প খরচে টেকসই হাসপাতাল বর্জ্য পানি পরিশোধন ও পুনঃব্যবহার' শীর্ষক গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ পরিবেশ

৭-এর পাতায় দেখুন

সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ রাজধানীর গুলশানে ব্র্যাক সেন্টার ইন-এ সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ আয়োজিত 'অর্থনীতির পুনর্বিন্যাস বিষয়ে টাস্ক ফোর্সের সুপারিশ' বিষয়ক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। -পিআইডি

কৃষি ও শিল্প-কারখানার যন্ত্রাংশের ওপর বর্ধিত ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : অত্যাবশকীয় কৃষি ও শিল্প-কারখানার ব্যবহৃত যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের সব পর্যায়ে আরোপিত বর্ধিত মূল্যসংযোজন কর (ভ্যাট) প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে বৈষম্যমূলক কর বৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটি। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি জানান তারা। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে সংগঠনের আহ্বায়ক সহিদুল হক মোল্লা বলেন, অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের অর্ন্তবর্তী সরকারের নির্দেশক্রমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের মাঝপথে এসে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত ডিজেল ইঞ্জিন মোটরপাম্প, অগভীর

৭-এর পাতায় দেখুন

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে র‍্যাবের ২১৮ টহল দল

স্টাফ রিপোর্টার : আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ও সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করতে দেশব্যাপী ২১৮টি টহল দল মোতায়েন এবং সাদা পোশাকে গোয়েন্দা নজরদারি বাড়িয়েছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) র‍্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া শাখা থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এতে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে সারাদেশের বিভিন্ন স্থানে কতিপয় দুষ্কৃতকারী ও স্বার্থান্বেষী মহল হামলা ও নাশকতার মাধ্যমে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি করে জনমনে আতঙ্ক

৭-এর পাতায় দেখুন

আনিসুল হকের ১৪০ কোটি টাকা অবরুদ্ধের আদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক এবং তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ২৭টি ব্যাংক হিসাবের ১৪০ কোটি ১৭ লাখ ৮ হাজার ৫০ টাকা অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত। দুদকের আবেদনের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ জাকির হোসেন গালিবের আদালত এ আদেশ দেন। দুদকের উপপরিচালক জাহাঙ্গীর আলম এই আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়েছে, ক্ষমতার অপব্যবহার ও অসাধু উপায়ে নিজ ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামে ২০১৪ সালের ১২ জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ১৪৬

৭-এর পাতায় দেখুন

দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন

ট্রাম্পের শুল্ক এড়াতে যে কৌশল নিতে পারে কোম্পানিগুলো

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ১৮৮১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কাস্টমস কর্মকর্তারা সন্দেহজনক একটি চিনির চালান আটক করেন। তারা মনে করেছিলেন, এর রং ইচ্ছা করে পরিবর্তন করা হয়েছে। তখনকার শুল্ক আইনে গাঢ় রঙের চিনি নিম্নমানের হিসেবে গণ্য হতো এবং এর ওপর কম শুল্ক ধার্য করা হতো। রাসায়নিক পরীক্ষায় কর্মকর্তাদের সন্দেহ সত্য প্রমাণিত হয়। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন, আমদানিকারক যদি পণ্য পরিবর্তন করে কম শুল্ক দেওয়ার উপায় বের করতে পারেন, তাহলে সেটি বেআইনি নয়। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রায় প্রতি সপ্তাহেই নতুন আমদানি শুল্ক বসানোর হুমকি দিচ্ছেন। আইনি প্রতিষ্ঠান স্যান্ডলার, ট্রাভিস অ্যান্ড রোজেনবার্গের এডওয়ার্ড স্টেইনারের মতে, এভাবে ব্যাপকহারে শুল্ক বসানো কোম্পানিগুলোর জন্য 'অস্তিত্বের সংকট' হয়ে উঠতে পারে। ট্রাম্পের লক্ষ্য অনুযায়ী উৎপাদন যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তর করা বেশিরভাগ কোম্পানির জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তাই তারা আরও সৃজনশীল কৌশল অবলম্বনের চেষ্টা করতে পারে। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের শুল্কনীতি অনুসরণ করে এবারও কিছু ছাড় পাওয়ার আশা করলে হয়তো হতাশ হতে হবে ব্যবসায়ীদের। ২০১৯ সালে অ্যাপল শুল্ক থেকে ছাড় পেলেও এবার ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছেন, 'কোনো ব্যতিক্রম থাকবে না।' চীন থেকে উৎপাদন সরিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিয়ে যাওয়ার কৌশলও ততটা কার্যকর নাও হতে পারে। কারণ, ট্রাম্প যদি প্রতিশোধমূলক শুল্ক আরোপ করেন, তাহলে থাইল্যান্ড বা মালয়েশিয়ায় কারখানা স্থানান্তর করেও কোম্পানিগুলো ১৮ মাস পর একই সমস্যায় পড়বে বলে মনে করেন আইনি প্রতিষ্ঠান ডোরসি

৭-এর পাতায় দেখুন

বিডিআর হত্যাকাণ্ডের পুনঃতদন্তে নিরপেক্ষতার প্রত্যাশা জাপা চেয়ারম্যানের

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের বলেছেন, ২০০৯ সালের বিডিআর হত্যাকাণ্ড নিয়ে শহীদ পরিবারের মাঝে দীর্ঘদিন ধরে আস্থার সংকট ছিল। বর্তমান সরকার পুনরায় তদন্ত করছে। তিনি বলেন, আমরা আশা করছি, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে তদন্ত ও বিচার কাজ সম্পন্ন হবে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে জাতীয় শহীদ সেনা দিবস উপলক্ষে বনানী সামরিক কবরস্থানে শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও দোয়া মুনাজাত শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। গোলাম মোহাম্মদ কাদের বলেন, সরকার শহীদ সেনা দিবস ঘোষণা করে আমাদের অন্তরের দাবি পূরণ করেছে। যথাযথ মর্যাদায় দিনটি পালিত হবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। তিনি বলেন, বর্তমানে একটি নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, যেখানে বিগত সরকারের ভালো সিদ্ধান্তকে খারাপ এবং খারাপ সিদ্ধান্তকে ভালো বলা হচ্ছে। বিগত সরকার যেটাকে হ্যাঁ বলেছে, এখন সেটাকে না বলছে এবং যেটাকে না

৭-এর পাতায় দেখুন

সুইজারল্যান্ড থেকে আসবে এক কার্গো এলএনজি

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের জ্বালানি চাহিদা মেটাতে সুইজারল্যান্ড থেকে এক কার্গো এলএনজি আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮' অনুযায়ী স্পট মার্কেট থেকে এই এক কার্গো এলএনজি আমদানিতে ব্যয় হবে প্রায় ৭৮৮ কোটি টাকা। সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অবলম্বন করে এই এলএনজি আমদানির অনুমোদন দিয়েছে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন

ইন্টারনেট শাটডাউন চিরতরে বন্ধে

দেওয়া এক পোস্টে একথা জানান। প্রেস সচিব শফিকুল আলম তার পোস্টে লেখেন, ইলন মাস্কের স্টারলিঙ্ক বাংলাদেশে ইনভাইট করে চালু হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে অনলাইন শাটডাউন ব্যবসা চিরতরে বন্ধ করা। তিনি লেখেন, শেখ হাসিনা একনায়কতন্ত্র ১৬ বছরের শাসনকালে অনেকবার ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়েছে। ইন্টারনেট শাটডাউন হচ্ছে স্বৈরশাসক ও স্বৈরাচারীদের একটি প্রিয় হাতিয়ার বিক্ষোভ দমন করতে বা কোন প্রধান বিরোধী আন্দোলন দমন করতে। তিনি আরও লেখেন, কিন্তু এই প্রক্রিয়ায়, হাজার হাজার ফ্রি ল্যান্সার আক্রান্ত হয়েছিল। কেউ কেউ তাদের চুক্তি এবং চাকরি চিরতরে হারিয়ে ফেলে। বাংলাদেশের বাজারে স্টারলিংকের আগমন মানে ভবিষ্যৎ কোন সরকারই ইন্টারনেট সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে পারবে না। অন্তত বিপিও প্রতিষ্ঠান, কল সেন্টার এবং ফ্রি ল্যান্সাররা নেট বন্ধ করার নতুন চেষ্টায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। স্টারলিংক স্যাটেলাইটভিত্তিক দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা। এই সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের মালিক বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ইলন মাস্ক। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপদেষ্টা।

নাহিদকে রাজপথে স্বাগত জানালেন

ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে নাহিদ ইসলামকে স্বাগত জানাত তিনি। ফেসবুকে সারজিস লেখেন, 'এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার। রাজপথে স্বাগতম, সহযোদ্ধা।' এর আগে দুপুরে পদত্যাগ করেন নাহিদ ইসলাম। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা হতে যাওয়া শিক্ষার্থীদের নতুন দলের আহ্বায়কের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন তিনি। ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক ছিলেন নাহিদ ইসলাম? তিনি অভ্যুত্থান পরবর্তীসময়ে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হলে উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেন। এর আগে নাহিদ 'গণতান্ত্রিক ছাত্রশক্তি' নামে একটি সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সচিব ছিলেন তিনি। এই সংগঠনের আহ্বায়ক ছিলেন জাতীয় নাগরিক কমিটির বর্তমান সদস্য সচিব আখতার হোসেন। নাহিদ ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী? থাকতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হলে? সরকারি বিজ্ঞান কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেন? তার বাবার নাম বদরুল ইসলাম জামির?

আবদুল্লাহ আল নোমানের মৃত্যুতে

৬টায় রাজধানীর একটি হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানিয়েন, ভোরে ধানমন্ডির বাসায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরে দ্রুত তাকে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তিনি বার্ধক্যজনিতসহ বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছিলেন।

আবদুল্লাহ আল নোমান ১৯৯১ সালে চট্টগ্রামের কোতোয়ালি থেকে প্রথম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং ২০০১ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বিশেষ অভিযানে আইনশৃঙ্খলা বাহি

আওতায় আনা হবে। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।"২০০৯ সালের পিলখানা হত্যাকাণ্ডে শহীদ সেনা কর্মকর্তাদের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টার প্রতিনিধি, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা, তিন বাহিনীর প্রধান এবং নিহতদের স্বজনরা।

গুমের ঘটনায় ট্রাইব্যুনালে ১০০

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিরাপত্তা উপদেষ্টা তারেক সিদ্দিকী, সাবেক আইজিপি বেনজির আহমেদসহ র‍্যাব, পুলিশ, ডিবি, সিটিটিসির সাবেক ঊর্ধ্বতন ৬০ কর্মকর্তাকে। এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন, মায়ের ডাক সংগঠনের আইনজীবী শিশির মনির ও সংগঠনটির সমন্বয়ক সানজিদা ইসলাম তুলি।

পিলখানা হত্যাকাণ্ডে শহীদদের

ঘোষিত হয়েছে। পরে নিয়ম অনুসারে রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আবেদন জানান সাজাপ্রাপ্ত আসামি ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা। ফলে এখনও শুনানির জন্য অপেক্ষমাণ রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ এই মামলার আপিল বিভাগের বিচার। ঘটনার শুরু ২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি। এদিন সকাল ৯টার পরপরই পিলখানা বিডিআর সদর দফতরে গুলির শব্দ শোনা যেতে থাকে। বিডিআর সপ্তাহ চলার কারণে প্রথমে অনেকেই ভেবেছিলেন কোনও কর্মসূচি চলছে। কিন্তু কিছু সময় পর জানা যায় বিদ্রোহ হয়েছে; পিলখানার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে জওয়ানরা। বিদ্রোহের পর সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন বাহিনীর প্রধানরা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠকে বসেন। এরই মধ্যে পিলখানার চারদিকে সেনাবাহিনী ভারী অস্ত্র নিয়ে অবস্থান নেয়। এদিকে পিলখানার পর দেশের বিভিন্ন জেলায় বিডিআর দফতরে বিদ্রোহের খবর আসতে থাকে। একপর্যায়ে সরকারের পক্ষ থেকে বিদ্রোহীদের সঙ্গে শুরু হয় আলোচনা। তখনকার স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক, হুইপ মীর্জা আজম ও সংসদ সদস্য শেখ ফজলে নূর তাপস এ আলোচনার নেতৃত্ব দেন। বিকালে শেখ হাসিনার সঙ্গেও বিদ্রোহীদের আলোচনা হয়। পরে পিলখানার প্রধান ফটকের পাশের একটি রেস্তোরাঁয় আলোচনায় অংশ নেন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীসহ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন। গভীর রাতে তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন পিলখানায় গেলে বিদ্রোহীরা তার কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বেরিয়ে আসার সময় বিদ্রোহীদের হাতে জিম্মি কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে করে বাইরে নিয়ে আসেন। তারা মুক্ত হন। কিন্তু এরপরও পিলখানা বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে থাকতে দেখা যায়। একপর্যায়ে ২৬ ফেব্রুয়ারি বিকাল থেকে পিলখানা শূন্য হয়ে পড়লে পুলিশ ও সেনাবাহিনী পিলখানার নিয়ন্ত্রণ নেয়। অবসান ঘটে প্রায় ৩৩ ঘণ্টার বিদ্রোহের। পরে ওই ঘটনায় হত্যা ও বিস্ফোরক আইনে দুটি পৃথক মামলা হয়। বিস্ফোরক মামলাটি এখনও বিচারিক আদালতে চলমান। তবে হত্যা মামলার বিচারিক কার্যক্রম শেষে ২০১৩ সালের ৫ নভেম্বর ঢাকার অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ মো. আখতারুজ্জামান বকশীবাজারের আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে স্থাপিত অস্থায়ী এজলাসে রায় ঘোষণা করেন। পিলখানা বিদ্রোহের ঘটনায় সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জনকে হত্যার দায়ে ১৫২ আসামির ফাঁসির রায় দেন এই বিচারক। এ সময় তিনি বলেন, দেশের সামরিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে পিলখানায় সেই বিদ্রোহ ঘটানো হয়েছিল। ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রির মতো কাজে বিডিআরকে জড়ানো ঠিক হয়নি বলেও রায়ের পর্যবেক্ষণ দিয়েছিলেন তিনি। এরপর নিয়ম অনুসারে মামলার রায়ের সব নথিসহ আসামিদের ডেথ রেফারেন্স ও আপিল হাইকোর্টে আসে। সেসব আবেদনের শুনানি শেষে ২০১৭ সালের ২৬ ও ২৭ নভেম্বর টানা দুই দিনে পিলখানা হত্যাকাণ্ডের মামলায় হাইকোর্ট রায় ঘোষণা করেন। হাইকোর্টের রায়ে বিচারিক আদালতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের ১৫২ আসামির মধ্যে ১৩৯ জনের ফাঁসির রায় বহাল রাখা হয়। একইসঙ্গে আট জনের মৃত্যুদণ্ডের সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন ও চার জনকে খালাস দেওয়া হয়। অপরদিকে এ মামলার অন্যতম আসামি বিএনপি নেতা নাসিরউদ্দিন পিন্টু হাইকোর্টে বিচার চলাকালীন সময়ে মারা যান। পাশাপাশি বিচারিক আদালতে যাবজ্জীবন পাওয়া ১৬০ জন আসামির মধ্যে ১৪৬ জনের সাজা বহাল রাখেন হাইকোর্ট। তাদের মধ্যে দুই আসামি মারা যান এবং ১২ জনকে খালাস দেওয়া হয়। এছাড়া জজ আদালতে খালাস পাওয়া ৬৯ আসামির মধ্যে রাষ্ট্রপক্ষের আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে ৩১ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিলেন হাইকোর্ট। তবে হাইকোর্টের রায়ের পর থেকে এ পর্যন্ত সাজাপ্রাপ্ত সব আসামি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল দায়ের করেছেন বলে জানিয়েছেন তাদের অন্যতম আইনজীবী মো. আমিনুল ইসলাম। তিনি বলেন, মামলাটি গত বছরে যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে। আমাদের (আসামিপক্ষে) ও রাষ্ট্রপক্ষের আপিলের সারসংক্ষেপ জমা দেওয়া আছে। শুনানির জন্য মামলাটি কার্যতালিকাতেও আছে। আমাদের দাবি ছিল, মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তি করার। বিগত সরকারের রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের সঙ্গে মামলাটি দ্রুত শুনানির বিষয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু এখন বর্তমান সরকার কী পদক্ষেপ নেবে তা নিয়ে কথা হয়নি। আমরা চাই, মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তি হোক। তারা প্রায় ১৬ বছর ধরে কারাগারে আছেন। হাইকোর্টের রায়ে আমরা ন্যায়বিচার পাইনি, তাই আপিল করা হয়েছে। এদিকে পিলখানায় সেনা অফিসারদের হত্যার ঘটনা তদন্তের জন্য চলতি বছর বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করতে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করা হয়। রিট আবেদনে বিডিআর বিদ্রোহের দিনকে 'সৈনিক শহীদ দিবস' এবং হতাহতদের ক্ষতিপূরণের নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. তানভীর আহমেদ ও বিপ্লব পোদ্দার এই রিট আবেদন করেন। আইনজীবী মো. তানভীর আহমেদ বলেন, গত বছরের ৫ আগস্টের পর যেহেতু ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন তথ্য উঠে এসেছে, অনেক প্রশ্ন উঠছে, সেহেতু আমরা মনে করিড়আগে দায়ের হওয়া মামলায় সবকিছু পুরোপুরি উঠে আসেনি। সে কারণেই উত্থাপিত সব প্রশ্নের উত্তর ও সার্বিক তদন্তের মাধ্যমে যেন পূর্ণাঙ্গ বিষয়টি তুলে ধরা হয়, সে জন্য আমরা রিট দায়ের করেছিলাম। আমাদের রিটের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট রুল জারি করেন। পাশাপাশি স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠিত হয়। আমরা কমিশনের প্রতিবেদনের অপেক্ষায় আছি। প্রতিবেদন পেলে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নেবো।

দ্রুত সময়ের মধ্যে সিটি ও পৌর

করেছেন তিনি। আসিফ মাহমুদ বলেন, এক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বর্তমান সরকার দুর্নীতির চক্র থেকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে বের করে আনার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে অত্যন্ত দ্রুত সময়ের মধ্যে পতিত ফ্যাসিস্ট দলের পালিয়ে যাওয়া প্রতিনিধিদের স্থলে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ খাত সংস্কারের লক্ষ্যে সংস্কার কমিশন গঠন করেছে। এ সময় রাজনৈতিক নেতাদের জুলাইয়ের স্পিরিট ধারণ করে রাজনীতির গুনগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিব্রতকর বক্তব্য দেওয়া থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান তিনি। আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের প্রধান ড. তোফায়েল আহমেদ বলেন, নির্বাচন গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত, একমাত্র শর্ত নয়। বিগত সরকার প্রথমবার অত্যন্ত জনপ্রিয় হিসেবেই নির্বাচিত হয়ে এসেছিল। পরে বিতর্কিত নির্বাচনে হলেও তারা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় এসেছিল। কিন্তু দুর্নীতি ও দুঃশাসনের কারণে তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনো দেশ নাই, যেখানে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বার পর্যন্ত পালিয়ে গেছে। এটি প্রমাণ করে দেশে গণতন্ত্র ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কতটুকু দুর্বল ছিল। তিনি বলেন, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ভয়াবহ দুর্নীতি ছিল। বর্তমান সময়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির পরিবর্তে সরকারি কর্মকর্তারা চালাচ্ছেন। এ অবস্থায় দুর্নীতি নেই তা বলার সুযোগ নেই। এমন পরিস্থিতিতে ড. ইউনূস সরকার এ খাতে সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। সংস্কার কমিশন তার রিপোর্ট জমা দিয়েছে। এখন ঐক্যমত কমিশন তা বিবেচনা করবে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয় ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নিজাম উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সিটি করপোরেশন, পৌরসভার প্রশাসকসহ স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

৯ মন্ত্রণালয় ও বিভাগে নতুন সচিব

মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আলেয়া আক্তারকে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. কামাল উদ্দিনকে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশনের চেয়ারম্যান মো. তাজুল ইসলামকে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব, যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয়ের নিবন্ধক মো. মিজানুর রহমানকে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মাহবুবুর রহমানকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

দেশের সরকারি ক্রয় খাত একচেটিয়া

নামে একক কতৃত্ব আরও গভীর হয়েছে। সরকারি কেনাকাটায় যোগসাজশে দুর্নীতি হয় উল্লেখ করে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, স্থানীয় সরকার বা মন্ত্রণালয়ে নেতৃত্বের পরিবর্তন হলে দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সব জায়গায় ঠিকাদারের হাতবদল হয়েছে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ সেই একই মাত্রায় রয়ে গেছে। সার্বিকভাবে সরকারি ক্রয় খাত নিয়ন্ত্রিত অবস্থা ও জিম্মিদশায় আছে। যখন হাতবদল হয়, তখন নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত থাকে, কিন্তু হাতবদল হয়।

এর আগে সংবাদ সম্মেলনে 'বাংলাদেশে সরকারি ই-কেনাকাটায় বাজার দখল, যোগসাজশ এবং রাজনৈতিক প্রভাব' শীর্ষক প্রতিবেদন তুলে ধরেন টিআইবির আউটরিচ ও কমিউনিকেশন বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম। তার সঙ্গে এই গবেষণায় অংশ নেন সংস্থাটির উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, ডাটা ভিজুয়ালাইজেশন বিভাগের সহকারী কো-অর্ডিনেটর রিফাত রহমান ও কে এম রফিকুল আলম। গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১১ সালে ই-জিপি চালুর পর থেকে এ ব্যবস্থার মাধ্যমে ৫,৯৬,৯২১ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। তবে, সর্বোচ্চ অনুমোদিত চুক্তির মূল্য ৮৮১ কোটি টাকা হলেও এর চেয়ে বড় চুক্তিগুলো এখনও এই প্ল্যাটফর্মের আওতায় আনা হয়নি। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ঠিকাদারদের মধ্যে অসম প্রতিযোগিতার প্রবণতা রয়েছে। শীর্ষ ৫ শতাংশ ঠিকাদার মোট প্রকল্পমূল্যের ৬১.৩১ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে, যেখানে সর্বনিম্ন ১০ শতাংশ ঠিকাদারদের দখলে রয়েছে মাত্র ১ শতাংশেরও কম বাজার। বিশেষ করে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে শীর্ষ ৫ শতাংশ ঠিকাদার মোট প্রকল্পমূল্যের ৭৪.৯৬ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। এ ছাড়া, গত এক দশকে শীর্ষ ঠিকাদারদের বাজার দখলের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (আরটিএইচডি): মাত্র ১১ শতাংশ ঠিকাদার ৯৩.৫৫ শতাংশ প্রকল্পমূল্য নিয়ন্ত্রণ করে। ১ শতাংশ ঠিকাদারই ৭২.৯ শতাংশ বাজার দখল করেছে। এই বিভাগে ৯টি বড় ঠিকাদারি নেটওয়ার্ক সক্রিয় রয়েছে। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়: ৯ শতাংশ ঠিকাদার মোট প্রকল্পমূল্যের ৯১.৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে। মাত্র ৩৮ জন ঠিকাদার ৩০.৯ শতাংশ বাজার দখল করেছে। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়: ৭.৪৫ শতাংশ ঠিকাদার ৭১ শতাংশ বাজার শেয়ার নিয়ন্ত্রণ করছে। ৮১ জন ঠিকাদার ৩২.৩২ শতাংশ বাজারের মালিক। স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি): ৯.৭৪ শতাংশ ঠিকাদার মোট প্রকল্পমূল্যের ৬২.৮৮ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে। মাত্র ১ শতাংশ ঠিকাদার (২৯৪ জন) ২৭.৭ শতাংশ বাজার দখল করেছে। টিআইবির গবেষণায় দেখা যায়, শীর্ষ ঠিকাদাররা যুগ্ম উদ্যোগ (জেভি) গঠন করে বড় প্রকল্প নিয়ন্ত্রণ করে, যার ফলে তাদের বাজার দখল আরও বেশি হয়। এ ছাড়া, রাজনৈতিক নেতৃত্ব পরিবর্তনের ফলে শীর্ষ ঠিকাদারদের আধিপত্য বদলে যায়। তবে নিয়ন্ত্রণ একই থাকে। গবেষণা প্রতিবেদনের সরকারি ই-প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটির (বিপিপিএ) কাছে বেশকিছু সুপারিশ জানায় টিআইবি। সেগুলো হলো- যুগ্ম উদ্যোগ (জেভি) ফার্মগুলোর কার্যক্রম কঠোরভাবে পর্যালোচনা করা: স্বাধীন পর্যালোচনা কমিটি গঠন করে ঠিকাদারদের যোগসাজশ ও বাজার দখলের প্রবণতা রোধ করা। একক ঠিকাদার সক্ষম হলে জেভি সীমিত করা: যে ঠিকাদার এককভাবে বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে সক্ষম, তাকে জেভি গঠনের অনুমতি না দেওয়া। বাজার দখলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া: ঠিকাদারদের জন্য বাজার শেয়ারের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করা: সরকারি ক্রয় ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক মানের নিয়মনীতি ও প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা। প্রকৃত মালিকানা তথ্য প্রকাশ করা: পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস সংশোধন করে সকল কোম্পানি ও জেভির প্রকৃত মালিকানা তথ্য উন্মুক্ত করা। উচ্চমূল্যের চুক্তি ই-প্রকিউরমেন্টের আওতায় আনা: ই-জিপি প্ল্যাটফর্মের বাইরে থাকা উচ্চমূল্যের প্রকল্পগুলোকে ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় আনা।

রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায়

জেলাগুলোতে। বাংলাদেশ থেকে উৎপত্তিস্থল ছিল ৫০১ কিলোমিটার দূরে উল্লেখ করে তিনি জানান, বাংলাদেশে এটি খুব কম মাত্রায় অনুভূত হয়েছে। তবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার উপকূলীয় এলাকায় বেশি অনুভূত হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে কোথাও কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত করতে

ইউনিট, বিজিবি সদস্যদের সমন্বয়ে যৌথবাহিনী গঠন করে টার্গেট এলাকায় জোরদার অপারেশন পরিচালনা করা হবে।

২. রাজধানীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কে নৌবাহিনীর একটি অতিরিক্ত পেট্রোল এবং কিছু এলাকায় কোস্ট গার্ডের একটি অতিরিক্ত পেট্রোল নিয়োজিত থাকবে।

৩. পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট প্রধান, উপ-পুলিশ কমিশনার, সেনাবাহিনীর মাঠে নিয়োজিত ব্রিগেড প্রধান ও অন্যান্য দায়িত্বশীল কর্মকর্তা প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে গণমাধ্যমকে ব্রিফ করবেন।

৪. ডিএমপির পুলিশ সদস্য, বিজিবি, আনসার ও বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সদস্যদের জন্য মোটরসাইকেল ক্রয় করা হবে, যাতে করে তাৎক্ষণিকভাবে অলিগলিতে টহল দিয়ে অপরাধীদের পাকড়াও করা যায়।

৫. ছিনতাইকারী ও ডাকাতরা অবস্থান করতে পারে এমন সম্ভাব্য স্থানগুলোতে কম্বাইন্ড অভিযান পরিচালনা করে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হবে।

৬. ঢাকা শহরের বাইরে, বিশেষ করে টঙ্গি, বসিলা, কেরানীগঞ্জ এবং মুন্সিগঞ্জ এলাকায়ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর টহল বাড়ানো হবে।

৭. ৫০০ এপিবিএন সদস্য ডিএমপিতে ন্যস্ত হয়ে পুলিশের সঙ্গে কাজ করবে।

৮. থানাভিত্তিক সন্ত্রাসীদের হালনাগাদ তালিকা করে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের আইনের আওতায় আনতে তড়িৎ পদক্ষেপ নেবে।

৯. মিথ্যা, গুজব ও প্রোপাগান্ডার বিপরীতে সত্য তথ্যগুলো প্রচারে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া, গৃহায়ন ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী খোদা বক্স চৌধুরীসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সরকারের থেকে রাজপথে

কথা জানান। এদিকে, গত কয়েকদিন ধরেই নাহিদ ইসলামের পদত্যাগ নিয়ে গুঞ্জন চলছিল। নতুন রাজনৈতিক দল গঠন এবং সেখানে তার নেতৃত্ব দেওয়া নিয়েই মূলত পদত্যাগের বিষয়টি সামনে আসতে থাকে। ইতোমধ্যে ২৮ ফেব্রুয়ারি নতুন রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সে জন্যই আজ পদত্যাগ করেছেন নাহিদ ইসলাম। নতুন এই দলের নাম না জানা গেলেও এর নেতৃত্বে থাকবেন নাহিদ ইসলাম ও সদস্য সচিব হবেন আকতার হোসেন।

নিজেরা ভেদাভেদ সৃষ্টি না করি

আমরা এসব জিনিস নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করছি কেউ কেউ। এই জিনিসটাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছি। সেটা আমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে না। সেনাপ্রধান বলেন, আমি আজকে কিছু উপদেশ দিয়ে যাব সেটা যদি আপনারা গ্রহণ করেন তাহলে লাভবান হবেন। আমরা নিজেরা ভেদাভেদ সৃষ্টি না করি। আমরা নিজেরা ঐক্যবদ্ধ থাকি। আমাদের মধ্যে যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে, কোনো ব্যত্যয় থেকে থাকে সেটা আমরা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করব। এটার জন্য ডানে-বামে দৌড়িয়ে কোনো লাভ হবে না, নিজের ক্ষতি ছাড়া কোনো লাভ হবে না আমি আপনাদের এই জিনিসটা নিশ্চিত করে দিচ্ছি। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেন, কিছু কিছু সদস্যদের দাবি, তারা ২০০৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত শাস্তি পেয়েছেন। কেউ কেউ দায়ী করছেন তারা অযাচিতভাবে শাস্তি পেয়েছেন। এটার জন্য আমি একটা বোর্ড করে দিয়েছি। একজন লেফটেন্যান্ট জেনারেল এই বোর্ডের সদস্য। প্রথম ধাপে ৫১ জন সদস্যের ব্যাপারে আমার কাছে রিকমেন্ডেশন নিয়ে এসেছে। রিকমেন্ডেশনের অধিকাংশ আমি গ্রহণ করেছি এবং আরও বেশি আমি দিয়েছি। নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীও তাদের এই কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যদি কেউ অপরাধ করে থাকে সেটার জন্য ছাড় হবে না, বিন্দুমাত্র ছাড় নাই। এটিইটি একটি ডিসিপ্লিনড ফোর্স, ডিসিপ্লিনড ফোর্সকে ডিসিপ্লিন থাকতে দিন বলেও উল্লেখ করেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।

আশায় বেঁচে আছি বিচার হবে মানুষ

এবার এক 'ভিন্ন আবহে' শহীদ পরিবারগুলো স্মরণ করছেন শহীদ সেনা সদস্যদের। প্রথমবারের মতো এবার পালন হওয়া এই দিবসের শুরুতে আজ (মঙ্গলবার) ঢাকার বনানীর সামরিক কবরস্থানে নিহত সেনাসদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে শহীদ মেজর মাহবুবুর রহমানের স্ত্রী রিতা রহমান জুলি বলেন, আমরা খুব বেশি কিছু চাইনি। চেয়েছি শহীদি মর্যাদা এবং বিচারটা সুষ্ঠুভাবে হোক। যারা দোষী তারা যেন সামনে আসে, যেন সুষ্ঠু বিচারটা হয়। তিনি বলেন, শহীদ সেনা দিবসের দাবি পূরণ হয়েছে। সুষ্ঠু তদন্তের জন্য যেহেতু কমিশন গঠন হয়েছে। আমরা আসলে আশার ওপরেই বেঁচে আছি, আশায় বেঁচে থাকতে হবে। আশ্বস্ত হচ্ছি বিচার হবে, মানুষ জানবে ঘটনার নেপথ্যে কারা ছিল। শহীদ মেজর হুমায়ুন হায়দারের (পিএসসি) স্ত্রী শামীমা পারভিন বলেন, আমাদের একটি দাবি পূরণ হয়েছে। এখন অপেক্ষা বিচারের। আমরা একটি সুষ্ঠু বিচার চাই। যারা এই ঘটনায় জড়িত তাদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় নিয়ে আসা হোক। তদন্তের মাধ্যমেই বেরিয়ে আসবে আসলে কারা দোষী। শহীদ কর্নেল কুদরত এলাহীর ছেলে অ্যাডভোকেট সাকিব রহমান বলেন, এতদিন ধরে আমাদের বাবারা আর্মির লিস্টে শহীদ ছিলেন। এই প্রথম বাংলাদেশের এনলিস্টে শহীদ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এজন্য এই সরকারকে ধন্যবাদ দিতেই হয়। তিনি বলেন, আমাদের (শহীদ পরিবার) প্রধানত দুটি দাবি ছিল, একটি স্বাধীন তদন্ত কমিশন, শহীদ সেনা দিবস হিসেবে ঘোষণা। এখন পর্যন্ত আমাদের যে আসল দাবি স্বাধীন তদন্ত সেটি কিন্তু এখন শেষ হয়নি। যদিও একটি স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে গিয়ে আমরা অভিযোগ করেছি। এর মূল কারণটা হচ্ছে যদিও তদন্ত কমিশন গঠন না করা হয় কিন্তু তদন্ত যেন চলমান থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা যেন তার (হাসিনা) বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারি। আমি আশা করব যে, এই তদন্ত কমিশন যেটা কি না তদন্ত হবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের অধীনে। প্রকৃত অর্থে যারা দোষী আমরা তাদেরকে যেন এখানে আনতে পারি।

বিচার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা ও এতোদিন পর্যন্ত কেন শহীদ সেনাদের ঘোষণা করা হয়নি, জানতে চাইলে এ শহীদ সেনা কর্মকর্তার ছেলে বলেন, পতিত আওয়ামী লীগ সরকার বিচার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে রেখেছিল। কারণ হচ্ছে তারা তো হত্যার ঘটনায় জড়িত। ইতোমধ্যে তিন

৮৫ নির্বাচন কর্মকর্তাকে চাকরি

সালের ২৩ মার্চ তা খারিজ হয়।

এই রায়ের বিরুদ্ধে তারা প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল করেন। ২০১০ সালের ১২ এপ্রিল প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল ৮৫ কর্মকর্তার আপিল মঞ্জুর করে তাদের চাকরিতে পুনর্বহালের আদেশ দেন। প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ চারটি আলাদা লিভ টু আপিল (আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন) করে। ২০১০ সালের ২৯ এপ্রিল আপিল ট্রাইব্যুনালের রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত করে চেম্বার আদালত আবেদন চারটি আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে শুনানির জন্য পাঠিয়ে দেন। পরে ২০১১ সালে সরকারপক্ষ আপিল করে। এসব আপিল মঞ্জুর করে ২০২২ সালের ১ সেপ্টেম্বর রায় দেন আপিল বিভাগ। এই রায়ে ৮৫ জনকে চাকরিতে পুনর্বহাল করতে প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের দেওয়া রায় বাতিল করা হয়। সর্বোচ্চ আদালতের এই রায় পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) চেয়ে ২০২৩ সালে আবেদন পাঁচটি আলাদা আবেদন করেন চাকরিচ্যুত ব্যক্তিরা। এসব রিভিউ আবেদনের মধ্যে একটি রিভিউ আবেদনে শুনানির পর আপিল বিভাগ গত বছরের ৬ নভেম্বর আগের লিভ টু আপিল (আপিলের অনুমতি) মঞ্জুর করে আপিলের অনুমতি দেন। এই আপিল ও আগের আরও চারটি রিভিউ আবেদনে শুনানির পর ২৫ ফেব্রুয়ারি রায় ঘোষণার জন্য রাখেন সর্বোচ্চ আদালত।

রোহিঙ্গাদের জন্য জাপান-

সহায়তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। শরণার্থীদের বিশেষ করে নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের নিজ জনগোষ্ঠীকে সহায়তার জন্য প্রস্তুত করা হবে, যাতে পরিস্থিতি অনুকূল হলে মিয়ানমারে নিরাপদ এবং টেকসই প্রত্যাবর্তনের জন্য তারা প্রস্তুতি নিতে পারেন। সংকটের ৮ বছর পর, জাপানের এই সহযোগিতা অত্যন্ত সময়োপযোগী। কারণ ইউএনএইচসিআর এবং এর সহযোগী সংস্থাগুলো বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে রোহিঙ্গা মানবিক সংকটের জন্য ২০২৫ সালের যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা (জয়েন্ট রেসপন্স প্ল্যান) ঘোষণার প্রস্তুতি নিচ্ছে। যা রোহিঙ্গা শরণার্থী ও বাংলাদেশের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করবে। ২০১৭ সালের আগস্টে সংকট শুরুর পর থেকে জাপান বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহায়তা করে যাচ্ছে এবং এখন পর্যন্ত ইউএনএইচসিআরসহ জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থা এবং এনজিওগুলোর মাধ্যমে ২৪ কোটি ৩ লাখ ডলারের (২৪৩ মিলিয়ন) বেশি অর্থসহায়তা প্রদান করেছে।

স্ত্রী-তিন মেয়েসহ নাঈমুল ইসলাম

বর্তমানে ৮ কোটি ৭৬ লাখ টাকা স্থিতি থাকাসহ অবৈধ অর্থ ব্যাংকিং চ্যানেলে আনয়ন করে মানিলন্ডারিং করারসহ নিজ ও পরিবারের সদস্যদের নামে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য দুই সদস্যবিশিষ্ট টিম গঠন করা হয়। অনুসন্ধানকালে গোপনসূত্রে জানা যায়, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তারা বিদেশে পালিয়ে গেলে অনুসন্ধান কাজ ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য তাদের বিদেশ গমন রহিত করা একান্ত প্রয়োজন।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, খুন, চাঁদাবাজিসহ সাধারণ মানুষের ওপর নৃশংস কায়দায় হামলা ও আক্রমণ চালাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায়, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ দিবাগত রাত থেকে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখাসহ যে কোন ধরনের নাশকতা ও সহিংসতা প্রতিরোধে সারা দেশব্যাপী র‍্যাব ফোর্সেস এর অভিযানিক কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হয়েছে। অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে ঢাকায় র‍্যাবের ৬৯টি টহল, ঢাকার বাহিরে ১৪৯টি টহলসহ সারাদেশে সর্বমোট ২১৮টি টহল মোতায়েন এবং সাদা পোশাকে র‍্যাবের গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়, সাইবার জগতে যেকোনো ধরনের গুজব বা মিথ্যা তথ্য ছড়ানো প্রতিরোধে র‍্যাব সাইবার মনিটরিং টিম অনলাইনে সার্বক্ষণিক নজরদারি অব্যাহত রেখেছে। যে সকল অপরাধ প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়েছে, সে সকল অপরাধের সত্যতা যাচাই করে প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেপ্তার অভিযান বৃদ্ধি করা হয়েছে।

যেকোনো সময় সহযোগিতা পেতে র‍্যাব কন্ট্রোল রুমের হটলাইন নাম্বারে মোবাইল (০১৭৭৭৭২০০২৯) জানানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।

এখনও স্মার্টকার্ড পাননি

কমিশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৪০৬ কোটি টাকায় যতগুলো কার্ড হয় সেগুলো তাদের কাছ থেকে নেওয়ার। এ ব্যাপারে এখন দাপ্তরিক কাজ এগিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। বর্তমানে স্মার্টকার্ডের পাশপাশি নাগরিকদের হাতে লেমিনেটিং করা কাগজের এনআইডি দিচ্ছে ইসি। তবে বিভিন্ন সেবা নিতে গেলে কাগজের কার্ড নিয়ে অনেকেই বিড়ম্বনায় পড়েন। এক্ষেত্রে স্মার্টকার্ড ছাড়া অন্য কোনো কার্ড আমলে নিতে চায় না অনেক প্রতিষ্ঠান। এ বিষয়ে এনআইডি মহাপরিচালক এএসএম হুমায়ুন কবীর বলেন, ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম চলমান থাকায় স্মার্টকার্ড বিতরণ কার্যক্রম সীমিত হয়ে আছে। তবে এই কার্যক্রম শেষ হলেই হাতে থাকা কার্ডগুলো দ্রুত বিতরণ করা হবে।

দুই মামলায় ব্যারিস্টার

চলাকালে গত ১৯ জুলাই যুবদল নেতা ও মিরপুরের বাঙালিয়ানা ভোজের বাবুর্চি হৃদয় মিয়া জুমার নামাজ আদায় করে মিরপুর-১০ নম্বরে সমাবেশে যান। সেখানে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা হামলা, ককটেল বোমা নিক্ষেপ করে ও গুলিও চালান। এতে গুলিবিদ্ধ হন হৃদয়। তিনি হবিগঞ্জের মাধবপুর ১০ নম্বর ছাতিয়াইন ইউনিয়ন যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি। এ ঘটনায় তিনি ২৩ সেপ্টেম্বর মিরপুর মডেল থানায় একটি হত্যাচেষ্টা মামলা করেন। মিরপুর থানার অপর মামলা সূত্রে জানা যায়, গত ১৯ জুলাই মিরপুর-১০ নম্বর মোড়ে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন করছিলেন আদহাম বিন আমিন। এ সময় পুলিশ ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা গুলিবর্ষণ করলে তার দুই হাঁটুতে গুলি লাগে। এ ঘটনায় গত ২২ অক্টোবর তার ভাই আকিবুন নূর হত্যাচেষ্টা মামলা দায়ের করেন। গত বছর ২১ অক্টোবর হবিগঞ্জ-৪ (চুনারুঘাট-মাধবপুর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দ সায়েদুল হককে (ব্যারিস্টার সুমন) গ্রেপ্তার করে মিরপুর মডেল থানা পুলিশ। এরপর কয়েক দফায় তাকে রিমান্ডে নেওয়া হয়।

ফের ১২ দিনের রিমান্ডে সাবেক

মঞ্জুর করেন। এদিন দুটি থানার হত্যা ও বিস্ফোরক মামলায় সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রীকে আদালতে হাজির করা হয়। শুনানি শেষে তাকে আবার কারাগারে পাঠানো হয়। আদালত পুলিশের পরিদর্শক আব্দুল কাইয়ুম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, নারায়ণগঞ্জ সদর থানায় হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে ৫ দিন এবং সিদ্ধিরগঞ্জ থানার আহসান কবির শরিফ ও হাফেজ সোলাইমান হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে ৭ দিন করে রিমান্ড চেয়ে আদালতে ওঠানো হয় তাকে। পরে প্রত্যেক মামলায় আদালত ৪ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। আদালতে তার পক্ষে কোনো আইনজীবী না থাকায় পলক নিজেই শুনানিতে অংশ নেন। এ সময় তিনি আদালতকে বলেন, ইন্টারনেট বন্ধের সঙ্গে আমার কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। এটা আইনের ভিত্তিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বন্ধ করেছিল। বরং ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনে আমার সমর্থন ছিল। সেইসময় কেবিনেট সভায় এটা সংস্কার করা হয়েছিল। আমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করা হচ্ছে এগুলো মিথ্যা। আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে অংশ নেন জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খান। তিনি বলেন, আদালতে সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের পক্ষে কোনো আইনজীবী ছিল না। তিনি নিজেই শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি আদালতে বলেছেন ইন্টারনেট বন্ধের সঙ্গে তার কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। আমরা আদালতকে বলেছি এটা তার জবানবন্দি হিসেবে গ্রহণ করার জন্য। যেহেতু আজ রিমান্ড শুনানি ছিল, আদালত তার এই বক্তব্য জবানবন্দি হিসেবে গ্রহণ করতে পারবেন।

এটিএম আজহারের রিভিউ

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় জামায়াত নেতা এটিএম আজহারুল ইসলামের মৃত্যুদণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ আবেদনের শুনানি পিছিয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি দিন ধার্য করেন আপিল বিভাগ। প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বে ৪ বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এ আদেশ দেন। বেঞ্চে এক বিচারপতি না থাকায় আদালত শুনানির দিন পিছিয়ে দেন। ২০১৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দেওয়া রায়ে ২, ৩ এবং ৪ নম্বর অভিযোগে আজহারকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। আর অপহরণ, নির্যাতন, ধর্ষণসহ বিভিন্ন অপরাধ সংক্রান্ত ৫ নম্বর অভিযোগে ২৫ বছর জেল ও ৬ নম্বর অভিযোগে নির্যাতনের দায়ে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এছাড়া ১ নম্বর অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি বলে রায়ে উল্লেখ করে ট্রাইব্যুনাল। পরে আজহারুল ইসলামের খালাস চেয়ে ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে ২০১৫ সালের ২৯ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় আপিল দায়ের করা হয়। ওই আপিলের ওপর ২০১৯ সালের ৩১ অক্টোবর রায় ঘোষণা করেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের আপিল বিভাগ। আপিলের রায়ে বিচারপতিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ২, ৩ এবং ৪ নম্বর অভিযোগে আজহারের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রাখা হয়। পাশাপাশি ৬ নম্বর অভিযোগের দণ্ড বহাল রাখেন আপিল বিভাগ। আর ৫ নম্বর অভিযোগ থেকে তাকে খালাস দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আজহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ৬টি। প্রথম অভিযোগে বলা হয়, ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ থেকে ২৭ মার্চের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, ভাসানী (ন্যাপ) নেতা ও রংপুর শহরের বিশিষ্ট আয়কর আইনজীবী এ ওয়াই মাহফুজ আলীসহ ১১ জনকে অপহরণ করে আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতন করা হয়। এরপর তাদের ৩ এপ্রিল রংপুর শহরের দখিগঞ্জ শ্মশানে নিয়ে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করা হয়। দ্বিতীয় অভিযোগে বলা হয়, আসামি একাত্তরের ১৬ এপ্রিল তার নিজ এলাকা রংপুরের বদরগঞ্জ থানার ধাপপাড়ায় ১৫ জন নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালিকে গুলি করে হত্যা করে তাদের বাড়িতে লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করেন। তৃতীয় অভিযোগে বলা হয়, আসামি একই বছরের ১৭ এপ্রিল নিজ এলাকা রংপুরের বদরগঞ্জের ঝাড়ুয়ারবিল এলাকায় ১২শ'র বেশি নিরীহ লোক ধরে নিয়ে হত্যা করে তাদের বাড়িতে লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করেন। চতুর্থ অভিযোগে বলা হয়, একাত্তরের ১৭ এপ্রিল কারমাইকেল কলেজের ৪ জন অধ্যাপক ও ১ জন অধ্যাপকের স্ত্রীকে কলেজ ক্যাম্পাস থেকে অপহরণ করে দমদম ব্রিজের কাছে নিয়ে গুলি করে হত্যা করেন। পঞ্চম অভিযোগে বলা হয়, ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে রংপুর শহর ও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মহিলাদের ধরে এনে টাউন হলে আটকে রেখে ধর্ষণসহ শারীরিক নির্যাতন চালান। একইসঙ্গে মহিলাসহ নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালিদের অপহরণ, আটক, নির্যাতন, গুরুতর জখম ও গণহত্যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন এ আসামি। ষষ্ঠ অভিযোগে বলা হয়, একাত্তরের নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে রংপুর শহরের গুপ্তপাড়ায় একজনকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়। একই বছরের ১ ডিসেম্বর রংপুর শহরের বেতপট্টি থেকে একজনকে অপহরণ করে রংপুর কলেজের মুসলিম ছাত্রাবাসে আটকে রেখে অমানুষিক নির্যাতন ও গুরুতর জখম করেন।

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি শিল্প খাতে

সুযোগ। বরং উল্টোটাই দেখা যাচ্ছে। বিদ্যমান শিল্পগুলোও ধুঁকতে ধুঁকতে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে দ্রুত বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার কর্মসংস্থান হবে কিভাবে? ব্যবসায়ীদের মতে, বর্তমানে শিল্পঘন এলাকাগুলোতে, বিশেষ করে গাজীপুর, ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ ও সাভারে অবস্থিত কারখানাগুলোতে গ্যাসসংকটের কারণে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ হারে উৎপাদন কমে গেছে। ফলে কারখানাগুলোর প্রডাকশন শিডিউল ও সরবরাহ চেইন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে গ্যাসের দাম এভাবে বাড়ানো হলে তা দেশের শিল্প খাতকে আরো বিপর্যস্ত করবে। আমরা মনে করি, দেশের শিল্প খাতের উন্নয়নে পরিকল্পিত উদ্যোগ নিতে হবে। এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না, যা শিল্প খাতে বিপর্যয় ডেকে আনে।

সুইজারল্যান্ড থেকে আসবে

এক কার্গো এলএনজি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৭৬(২) অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ক্রয়ের নীতিগত অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে প্রস্তাবটি উপস্থাপন করা হলে কমিটি তাতে অনুমোদন দেয়। সূত্র জানায়, জরুরি ভিত্তিতে এক কার্গো এলএনজি ক্রয় করা না হলে ১-৫ মার্চ সময়ে দেশে দৈনিক আরএলএনজি সরবরাহ ৯০০ এমএমসিএফ থেকে কমে ৬০০ এমএমসিএফ এবং ৬-১০ মার্চ পর্যন্ত সময়ে ৮০০ এমএমসিএফ থেকে কমে ৫০০ এমএমসিএফ হবে।

বিডিআর হত্যাকাণ্ডের পুনঃতদন্তে

বলেছে, এখন সেটাকে হ্যাঁ বলা হচ্ছে, ঢালাওভাবে। নিজের পরিবারের একজন সদস্যকে হারানোর ব্যথা উল্লেখ করে জাপার চেয়ারম্যান বলেন, আমিও শহীদ পরিবারের সদস্য বলা যায়। আমার ভাগ্নে, শহীদ কর্নেল কুদরত-ই-এলাহী রহমান শফিক, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে পদোন্নতির সময় হয়েছিল। কিন্তু সেই মর্মান্তিক হত্যাযজ্ঞে তিনি শহীদ হয়েছেন। তার জন্য সবসময় অন্তরে ব্যথা অনুভব করি। গোলাম মোহাম্মদ কাদের বলেন, শহীদ পরিবারের কষ্ট লাঘবে এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সবাই কাজ করবেন, এটাই তার প্রত্যাশা।

কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী হাসপাতালে

সংরক্ষণ বিধিমালা-২০২৩ অনুযায়ী ৫০ শয্যার বেশি হাসপাতালগুলিকে 'রেড' ক্যাটাগরি প্রকল্প হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। এই প্রকল্পগুলো পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের ওপর সবচেয়ে গুরুতর প্রভাব ফেলে এবং এর জন্য ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (ইটিপি) স্থাপন বাধ্যতামূলক। তবে, ঢাকার কোনও হাসপাতালই এখনও দ্বিতীয় স্তরের পরিশোধন ব্যবস্থা বা কার্যকরী ইটিপি পরিচালনা করছে না। অধিকাংশ হাসপাতাল এখনও সেপটিক ট্যাংক বা এনঅ্যারোবিক ব্যাফল রিঅ্যাক্টরের মতো পুরোনো ও অকার্যকর প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করছে, যা সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করায় নিয়ন্ত্রণ ও জনস্বাস্থ্যের মানদণ্ড পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে, অপরিশোধিত বর্জ্যপানি রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু, ওষুধ প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া এবং বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ বহন করে আশপাশের পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। এটি রোগ সংক্রমণ বৃদ্ধি ও পরিবেশগত ক্ষতির ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে তুলছে। সভায় জানানো হয়, কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতালে বর্তমানে ২৪ কিলোলিটার পার ডে (কেএলডি) ক্ষমতাসম্পন্ন মেমব্রেন বায়োরিঅ্যাক্টর (এমবিআর) ভিত্তিক হাসপাতালের বর্জ্য পানি পরিশোধন প্লান্ট সফলভাবে চালু করা হয়েছে। এই আধুনিক ছয়-ধাপ বিশিষ্ট পরিশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হাসপাতালের বর্জ্য পানি থেকে পুনঃব্যবহারযোগ্য পানি উৎপাদন করা হয়, যা বাগান পরিচর্যা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য অপানীয় কাজে ব্যবহারের উপযোগী। কঠোর পরীক্ষার মাধ্যমে গবেষকরা নিশ্চিত হয়েছেন যে প্লান্টটি ১০০ শতাংশ সফলতার সাথে হাসপাতালের বর্জ্য পানি থেকে মলের রোগজীবাণু (ই কোলাই), ওষুধ প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া (ইএসবিএল ই কোলাই), ভিব্রিও কলেরা, সালমোনেলা টাইফি অপসারণ করতে সক্ষম। পাশাপাশি, এটি রোটাভাইরাস এ-এর ৯৯ শতাংশ হ্রাস নিশ্চিত করেছে এবং বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা-২০২৩-এর মানদণ্ড সম্পূর্ণরূপে পূরণ করছে। এই পরিশোধনাগারের নকশাটি সংক্ষিপ্ত, পরিচালন ব্যয় স্বল্প, এবং একজন অপারেটরের দ্বারা সহজে পরিচালনা করা যায়। তাই এটি বাংলাদেশ ও অন্যান্য নিম্ন-আয়ের দেশের হাসপাতালগুলোর জন্য একটি টেকসই আদর্শ সমাধান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের হাসপাতাল সার্ভিস ম্যানেজমেন্টের লাইন ডিরেক্টর ডা. মো. জয়নাল আবেদিন টিটো এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার, আইসিডিডিআর,বি এবং ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি সিডনি এর যৌথ উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছে। আশা করি এর মাধ্যমে আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে, আমাদের পরিবেশে যেসব জীবাণু ব্যাপকভাবে ছড়ায়, মানুষের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিসট্যান্স তৈরি করে তা প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। এটা স্বল্প খরচের সহজ প্রযুক্তি হওয়ায় আশা করি বাংলাদেশের সব হাসপাতাল এটি ব্যবহার করতে পারবে এবং এর মাধ্যমে আমাদের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হবে। আইসিডিডিআর,বি-র এনভায়রনমেন্ট হেলথ অ্যান্ড ওয়াশ ইউনিটের সহযোগী বিজ্ঞানী এবং গবেষণার প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর ডা. মো. নুহু আমিন প্রকল্পটির ব্যাপক প্রভাব সম্পর্কে বলেন, এই প্লান্টটি এখন আর পরীক্ষামূলক মডেল নয়ড়একটি প্রমাণিত, স্বল্প খরচে কার্যকর প্রযুক্তি যা বিপজ্জনক দূষণ উপাদান সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করে পুনঃব্যবহারযোগ্য পানি উৎপাদন করতে সক্ষম। সফল বাস্তবায়নের পর আমরা এই মডেলটি দেশের অন্যান্য উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ হাসপাতালগুলোতে সম্প্রসারণের জন্য প্রস্তুত, যা রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং পানি সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এটি বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক এবং বিশ্বের নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোর জন্য একটি দৃষ্টান্ত। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বুয়েটের অধ্যাপক ড. তানভীর আহমেদ। তিনি বলেন, এই প্রমাণিত ও সহজ ব্যবস্থাটি একটি জাতীয়ভাবে সম্প্রসারণযোগ্য সমাধান। যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা এটি মূলধারায় নিয়ে আসতে পারি, যা দূষণ মোকাবিলা এবং দেশের জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি সিডনির অধ্যাপক জুলিয়েট উইলেটস বলেন, এই প্রকল্পটি বিশ্বব্যাপী নিম্ন সম্পদযুক্ত অঞ্চলের জন্য একটি দৃষ্টান্তমূলক উদ্যোগ। হাসপাতালের অপরিশোধিত বর্জ্য পানি ব্যবস্থাপনায় এই প্রযুক্তির কার্যকারিতা ইতোমধ্যে প্রমাণিত, এবং এর ছোট ও সহজ নকশা এটিকে অন্যান্য শহর ও দেশের জন্য সহজেই গ্রহণযোগ্য করে তোলে। স্থানীয় বিশেষজ্ঞতা ও আন্তর্জাতিক অংশীদারত্বকে একত্রিত করে আমরা এই মডেলটি পুনরুৎপাদন করতে পারি, যা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দেবে এবং স্বাস্থ্য ও ন্যায়বিচারের উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করবে। কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডা. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন, এই স্বল্প খরচে কার্যকর ও সহজে পরিচালনাযোগ্য বর্জ্য পানি পরিশোধন প্লান্টটি আমাদের হাসপাতালের জন্য একটি অনন্য সুযোগ। এটি শুধু পরিবেশগত নির্দেশনাগুলো মেনে চলা নিশ্চিত করছে না, বরং স্বাস্থ্যসেবায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি টেকসই মডেল হিসেবে কাজ করছে। পরিশোধিত পানি পুনরায় বাগান পরিচর্যা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যবহার করে আমরা পরিবেশগত প্রভাব হ্রাস করছি এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখছি। এই প্রকল্পটি প্রমাণ করেছে যে, স্বল্প খরচে পরিবেশবান্ধব সমাধান বাস্তবায়ন করা সম্ভব, যা দেশের অন্যান্য হাসপাতালগুলোর জন্য অনুকরণীয় উদাহরণ হতে পারে। সভায় নীতিনির্ধারক, অংশীদার এবং বিশেষজ্ঞরা গবেষণার ফলাফল পর্যালোচনা করেন ও এই প্রযুক্তির বিস্তৃত বাস্তবায়নের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা নিয়ে আলোচনা করেন। স্বাস্থ্য অধিদফতরের হসপিটাল সার্ভিস ম্যানেজমেন্টের নেতৃত্বে এ উদ্যোগের সঙ্গে রয়েছে আইসিডিডিআর,বি; ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি সিডনি (ইউটিএস) এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং নেটওয়ার্ক সেন্টার (আইটিএন-বুয়েট)। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ইন্টিগ্রেটেড হেলথ সায়েন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের অর্থায়নে নির্মিত এই উদ্ভাবনী প্লান্টটি বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (ইসিআর) ২০২৩-এর নির্ধারিত বর্জ্য পানি নির্গমনের মানদণ্ড পূরণ করে। পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে, দেশের হাসপাতালগুলোর জন্য বর্জ্য পানি পরিশোধন ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক।

কৃষি ও শিল্প-কারখানার যন্ত্রাংশের

ও গভীর পাম্প (সাবমারসিবল পাম্প) শিল্প-কলকারখানার ব্যবহৃত মেশিনারিজ ও যন্ত্রাংশের ওপর কর ও ভ্যাট বৃদ্ধি করায় আমরা ব্যবসায়ীরা এবং কৃষক সমাজ হতাশ ও উদ্বিগ্ন। সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে কোনও ধরনের আলাপ-আলোচনা ছাড়াই গত ৯ জানুয়ারি এই কর বৃদ্ধি সংক্রান্ত গেজেট নোটিফিকেশন করা হয়েছে। সরকার কর ও ভ্যাট ব্যাপক হারে বৃদ্ধি করায় ব্যবসা-বাণিজ্য স্থবির হয়ে পড়েছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, ক্রেতা সাধারণও পণ্য কিনতে আগ্রহ হারিয়েছেন। এ অবস্থা চলতে থাকলে অচিরেই ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। দেশের অর্থনীতি সচল রাখতে হলে কর-ভ্যাট সহনীয় পর্যায়ে রাখা একান্ত জরুরি। কর হার বৃদ্ধি হলে কর ফাঁকির প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এর সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করে আমলাতন্ত্র। সাধারণ জনগণের কোনও উপকার হয় না। বাংলাদেশের বাস্তবতায় সুনাগরিক ও সুশিক্ষিত জনসম্পদ গড়ে তোলা না গেলে শুধু করের হার বৃদ্ধি করলেই রাষ্ট্র তার সুফল পাবে না। ভ্যাট বৃদ্ধির পেছনে আইএমএফের হাত থাকতে পারে জানিয়ে তিনি বলেন, আমাদের ধারণা বিশ্বব্যাংক- আইএমএফের প্রেসক্রিপশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার কৃষিপণ্য উৎপাদনের মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি এবং শিল্প-কলকারখানার ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ ও হার্ডওয়ার মেশিনারিজের ওপর ৫ শতাংশের বদলে ৭.৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট বৃদ্ধির জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করেছেন। যা মরার ওপর খাড়ার ঘা এর মতো প্রভাব পড়তে শুরু করছে। খুচরা ও পাইকারি পর্যায়ে বিক্রির ওপর ৫ শতাংশ ভ্যাট বহাল রেখে পুনরায় প্রজ্ঞাপন জারি করার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি। আমাদের সব ব্যবসায়ীদের উল্লিখিত যৌক্তিক দাবি অনতিবিলম্বে বাস্তবায়ন না হলে সর্বস্তরের ব্যবসায়ীরা কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবে। এসময় সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ট্রাম্পের শুল্ক এড়াতে যে কৌশল

অ্যান্ড হুইটনির ডেভ টাউনসেন্ড। বিকল্প কৌশল: শুল্ক ইঞ্জিনিয়ারিং অনেক প্রতিষ্ঠান শুল্ক এড়ানোর জন্য 'শুল্ক ইঞ্জিনিয়ারিং' কৌশল অবলম্বন করতে পারে। এর মধ্যে পণ্যের শ্রেণিবিভাগ পরিবর্তন করা হতে পারে একটি উপায়। আইনি প্রতিষ্ঠান বার্নস, রিচার্ডসন অ্যান্ড কোলবার্নের লরেন্স ফ্রিডম্যান বলেন, শুল্ক একই ধরনের পণ্যের জন্য ভিন্ন হতে পারে এবং এখানেই সুযোগ তৈরি হয়। ফুটওয়্যার ব্র্যান্ড কনভার্স এক দশকেরও বেশি সময় আগে তাদের চাক টেইলর অল-স্টার জুতার ডিজাইন পরিবর্তন করে কম শুল্ক দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। জুতার ইনসোলে অতিরিক্ত ফেল্ট বসিয়ে এটি 'স্লিপার' হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়, যাতে মাত্র ৬ শতাংশ শুল্ক দিতে হয়, যেখানে অন্য জুতার ক্ষেত্রে শুল্ক হার হতো ৪৮ শতাংশ পর্যন্ত। একইভাবে, কলম্বিয়া স্পোর্টসওয়্যার কোম্পানি টি-শার্ট ও ব্লাউজে কোমরের নিচে পকেট যোগ করে কম শুল্কের ক্যাটাগরিতে ফেলার চেষ

সম্পাদকীয়

পাহাড়-টিলা রক্ষায় কঠোর পদক্ষেপ জরুরি

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার অন্তত ১০টি ইউনিয়ন ও পৌর এলাকায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের যে তা-ব চলছে, তা পরিবেশের জন্য চরম হুমকি হয়ে উঠেছে। পাহাড়, টিলা, নদী, ছড়া– সব জায়গায় নির্বিচারে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে। প্রশাসনের অভিযানও এই দৌরাত্ম্য থামাতে পারছে না, বরং দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। প্রভাবশালীদের ছত্রচ্ছায়ায় এই অবৈধ কর্মকা- চালিয়ে যাচ্ছে একাধিক চক্র, যা শুধু প্রাকৃতিক পরিবেশ নয়, বরং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনমানের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এ নিয়ে সংবাদ-এ বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। জানা গেছে, চক্রের সদস্যরা শক্তিশালী ড্রেজার মেশিন ব্যবহার করে নদী, খাল ও ছড়া থেকে বালু তুলছে, এমনকি টিলা ও পাহাড় ধসিয়ে দিচ্ছে। তারা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে প্রথমে টিলার নিচে পানি প্রবাহিত করে, পরে ধসিয়ে দিয়ে তা থেকে বালু সংগ্রহ করছে। এভাবে প্রতিদিন লক্ষাধিক টাকার বালু পাচার হচ্ছে, অথচ প্রশাসন মূলহোতাদের নাগাল পায় না। প্রশ্ন জাগে, কেন? অবৈধ বালু উত্তোলনের কারণে চুনারুঘাট উপজেলার প্রাকৃতিক ভারসাম্য ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফসলি জমির উর্বর টপসয়েল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বন্যার ঝুঁকি বাড়ছে, রাস্তা-ঘাট চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। চা বাগানের ছড়া ও নদী শুকিয়ে যাওয়ার ফলে কৃষি ও চাষাবাদেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো দীর্ঘদিন ধরেই এই বিষয়ে সরব, কিন্তু কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

এই সমস্যা সমাধানে কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করলেই হবে না, মূল চক্রকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে হবে। স্থানীয় প্রশাসনের পাশাপাশি পরিবেশ অধিদপ্তর ও বন বিভাগকে সমন্বিতভাবে অভিযান পরিচালনা করতে হবে। অবৈধ বালু ব্যবসায় যুক্ত ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক উৎস বন্ধ করার পাশাপাশি, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। প্রশাসন যদি এখনই কার্যকর ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে চুনারুঘাটের পাহাড়-টিলা একসময় পুরোপুরি বিলীন হয়ে যাবে। শুধু আইন প্রয়োগ করলেই হবে না, স্থানীয় জনগণকেও সচেতন ও সংগঠিত করতে হবে। প্রভাবশালী মহলের ছত্রচ্ছায়ায় এই পরিবেশ বিধ্বংসী কাজ চলতে দেয়া যায় না। এ বিষয়ে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও প্রশাসনিক কঠোরতা ছাড়া এই দুর্যোগ থামানো সম্ভব নয়। এখনই সময় দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়ার– না হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত পরিবেশের উত্তরাধিকারী হবে।

লুট হওয়া অস্ত্র ও আইনশৃঙ্খলার চরম বিপর্যয়

দেশের বিভিন্ন থানায় ও কারাগারে হামলা চালিয়ে গত বছরের আগস্টে লুট হওয়া ৫ হাজার ৭৫০টি অস্ত্রের মধ্যে এখনও ১ হাজার ৩৯২টি উদ্ধার হয়নি। এই বিপুল পরিমাণ অস্ত্র অপরাধীদের হাতে থেকে যাওয়ায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে, যা সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্য গুরুতর হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে সংঘবদ্ধ ডাকাত ও দস্যুদের তৎপরতা বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো এই লুট হওয়া অস্ত্রের অপরাধীদের হাতে চলে যাওয়া। ফলে দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা ক্ষুণ্ন হচ্ছে। কোস্ট গার্ডের অভিযানে আটক কুখ্যাত ডাকাত সর্দার জিয়াউর ও তাঁর বাহিনীর কাছে লুট হওয়া অস্ত্রের উপস্থিতি শুধু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর তথ্য বলছে, চট্টগ্রাম, ফেনীসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই অস্ত্র উদ্ধার হলেও এর পুরো উৎস এখনো শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। শুধু অস্ত্র উদ্ধারই যথেষ্ট নয় বরং এসব অস্ত্র কীভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, তা চিহ্নিত করাও অত্যন্ত জরুরি। অপরাধ বিশেষজ্ঞদের মতে, লুট হওয়া অস্ত্রের বেশির ভাগই ডাকাত, ছিনতাইকারী ও অন্যান্য সন্ত্রাসীদের হাতে চলে গেছে। পুলিশের পরিসংখ্যানও এই বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে। গত ছয় মাসে ডাকাতি ও দস্যুতার ঘটনা বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতির ইঙ্গিত দেয়। আগস্টে ৩৭টি ডাকাতির মামলা হলেও ডিসেম্বরে তা ৭১টিতে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে দস্যুতার মামলা বেড়েছে ১০৪ থেকে ১৫৯-এ। এসব ঘটনা শুধু আর্থিক ক্ষতি নয় বরং সাধারণ মানুষের জানমালের জন্যও ভয়ংকর হুমকি তৈরি করছে। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের জন্য পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনী সেপ্টেম্বর মাসে অভিযান শুরু করলেও এখন তার গতি অনেকটাই শ্লথ হয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মাঠপর্যায়ের পুলিশের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা ও চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়ায় অপরাধ দমন কঠিন হয়ে পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের হস্তক্ষেপের কারণেও পুলিশের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হচ্ছে, যা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে আরও নাজুক করে তুলছে। এই সংকট থেকে বের হতে হলে অস্ত্র উদ্ধার অভিযানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। যাদের হাতে এই অস্ত্র রয়েছে, তাদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে হবে। পাশাপাশি গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়িয়ে অপরাধীদের কার্যক্রম সম্পর্কে আরও গভীর তদন্ত চালাতে হবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে। অন্যথায়, লুট হওয়া অস্ত্রের ব্যবহার বেড়ে গেলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে, যা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ভয়াবহ হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।

বেওয়ারিস লাশ: রাষ্ট্র ও সমাজের দায়বদ্ধতা

একটি সভ্য ও মানবিক রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হলো তার নাগরিকদের নিরাপত্তা ও পরিচয়ের নিশ্চয়তা দেওয়া। অথচ বাংলাদেশে প্রতিবছর শত শত মানুষ মৃত্যুর পরও পরিচয়হীন থেকে যায়। ২০২৪ সালে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম ৫৭০টি বেওয়ারিস লাশ দাফন করেছে, যা বিগত বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। প্রশ্ন হলো, কেন এত মানুষ মৃত্যুর পরও স্বজনদের কাছে পৌঁছাতে পারছে না? কেন রাষ্ট্র তাদের পরিচয় শনাক্ত করতে ব্যর্থ হচ্ছে? বেওয়ারিস লাশের সংখ্যা বৃদ্ধি রাষ্ট্রের প্রশাসনিক দুর্বলতা, প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা এবং সামাজিক অবহেলার ইঙ্গিত দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব লাশ দুর্ঘটনা, হত্যাকাণ্ড, আত্মহত্যা বা অসুস্থতার কারণে মৃত্যুবরণ করা ব্যক্তিদের, যাদের পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) তথ্যভান্ডারে তাদের কোনো রেকর্ড না থাকা, পুলিশের তদন্তে গাফিলতি, এবং নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধানে পরিবারের বিলম্বিত পদক্ষেপ এই সংকটকে আরও গভীর করে তুলছে। বিষয়টি শুধু মানবিক সংকট নয়, এটি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দিক থেকেও উদ্বেগজনক। উন্নত বিশ্বে লাশ শনাক্তকরণের জন্য বায়োমেট্রিক ডেটাবেইস, ডিএনএ পরীক্ষা, এবং জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা হয়েছে। অথচ বাংলাদেশে এখনো এ ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার সীমিত। জন্ম নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় আঙুলের ছাপ সংযোজন করা হলে অনেকাংশে এই সংকট কমতে পারে। এ সমস্যা নিরসনে রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়কেই দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে হবে। জাতীয় পরিচয় ব্যবস্থার আধুনিকায়ন জরুরি। এনআইডির পাশাপাশি জন্ম নিবন্ধনে বায়োমেট্রিক তথ্য সংযোজন করতে হবে, যাতে প্রত্যেক নাগরিকের পরিচয় ডিজিটালভাবে সংরক্ষিত থাকে। এছাড়াও নিখোঁজ ব্যক্তিদের তথ্য এবং অজ্ঞাত লাশের তথ্য সংরক্ষণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেইস তৈরি করা প্রয়োজন, যা পুলিশের তদন্তকে সহজ করবে। পাশাপাশি সামাজিকভাবে সচেতনতা বাড়ানো জরুরি। প্রত্যেক নাগরিকের উচিত জরুরি পরিচয়পত্র বহন করা, যাতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে সহজে শনাক্ত করা সম্ভব হয়। পরিবারের পক্ষ থেকেও নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের কাছে জিডি (সাধারণ ডায়েরি) করা প্রয়োজন। একটি রাষ্ট্র তার দুর্বলতম নাগরিকের সুরক্ষা নিশ্চিত করলেই সত্যিকার অর্থে মানবিক হয়ে ওঠে। অচেনা লাশের সারি দীর্ঘ হতে দেওয়া যাবে না। সে জন্য এখনই কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকার, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, হাসপাতাল, নির্বাচন কমিশন এবং নাগরিক সমাজ–সবাইকে একযোগে এগিয়ে আসতে হবে, যেন আর একটি লাশও 'বেওয়ারিস' না থাকে।

ভোটাধিকার পুনরুদ্ধারের সংস্কার

জিয়াউদ্দীন আহমেদ

প্রথম পর্ব অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রথমে যে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠনের ঘোষণা দিয়েছিলেন তার মধ্যে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনও ছিল। সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করে জনপ্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের নিমিত্তে ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে বদিউল আলম মজুমদারকে প্রধান করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। ইতোমধ্যে কমিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।প্রধান উপদেষ্টা সংস্কারের ওপর সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, তার মতে সংস্কার ভাবনার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। দেশের জনগোষ্ঠীর প্রত্যেক নাগরিককে দৃঢ়তার সঙ্গে সংস্কারের এই মহাযজ্ঞে আনন্দের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে জনগণকে এগিয়ে আসতেও আহ্বান জানিয়েছেন। সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন কতগুলো ক্ষেত্রে প্রায় একই সুপারিশ করেছে– দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ, কেউ দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না, রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিনের মতো দুইবার প্রধানমন্ত্রী হয়ে তৃতীয়বার প্রেসিডেন্টও হওয়া যাবে না, জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার হবেন বিরোধী দল থেকে, কেউ একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী, সংসদ নেতা এবং দলীয় প্রধান হতে পারবেন না, ৪০০ আসন বিশিষ্ট নিম্নকক্ষের ১০০টি আসন মহিলাদের জন্য নির্ধারিত থাকবে এবং প্রার্থী হতে পারবে শুধু মহিলারা, তারা নির্বাচিত হবেন জনগণের সরাসরি ভোটে। নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাব মতে উচ্চ কক্ষের সদস্য সংখ্যা হবে ১০০, অন্যদিকে সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশে উল্লেখ করা হয়েছে ১০৫। নির্বাচন কমিশনসহ বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দানের জন্য সংবিধান সংস্কার কমিশনের মতো নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনও একটি স্থায়ী জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল গঠনের সুপারিশ করেছে। লোকবল নিয়োগে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সাংবিধানিক কাউন্সিলের পক্ষেও সম্ভব হবে বলে হয় না। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো অনেকটা রাজতন্ত্রের মতো একটি পরিবারের আধিপত্যে পরিচালিত; পরিবারতন্ত্রে জনগণের অন্ধ ভক্তি এই আধিপত্য বজায় রাখার প্রধান শক্তি। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের অনেকেই প্রধান উপদেষ্টার ঘনিষ্টজন, যোগ্যতা বিচারের কোন মাপকাঠি বিচার্য ছিল না। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন একটি নতুন আইডিয়ার সুপারিশ করেছে। তাদের সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি হবেন নির্দলীয়, সৎ, যোগ্য এবং সুনামসম্পন্ন ব্যক্তি। নির্দলীয় মানে কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়া যাবে না। তবে এমন শর্ত দিয়ে দলনিরপেক্ষ লোক বেছে নেয়া কঠিন। বিসিএস ক্যাডার, শিক্ষক, আইনজীবী, সাংবাদিক, চিকিৎসক, ব্যাংকার, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, প্রকৌশলীসহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের মধ্যে ইতোমধ্যে যতটুকু দলীয় আনুগত্যের সৃষ্টি হয়েছে ততটুকু দলীয় আনুগত্য অনেক রাজনৈতিক নেতাকর্মীর মধ্যেও নেই। বর্তমান সুশীল সমাজও তাদের আনুগত্য বিভি-ন্ন রাজনৈতিক দলের কাছে সমর্পন করে দিয়েছে। শিশু আর পাগল ছাড়া নিরপেক্ষ ব্যক্তি নেই– খালেদা জিয়ার এই কথাটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। তাই নির্দলীয় প্রেসিডেন্ট পাওয়া গেলেও নিরপেক্ষ প্রেসিডেন্ট পাওয়া যাবে না, পাওয়া গেলেও তাকে প্রেসিডেন্ট করা হবে না।

কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট আগের মতো শুধু সাংসদ দ্বারা নির্বাচিত হবেন না, ভোট দেবেন সংসদ সদস্য এবং স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও। আইয়ুব খানও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের বিডি (বেসিক ডেমোক্র্যাসি) মেম্বারদের ভোটে, বিডি মেম্বারদের ভোট কিনে আইয়ুব খান পাকিস্তানের জাতির পিতা মহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহকে বিপুল ভোটে পরাজিত করেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ছিল ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে, কিন্তু জনগণের ভোটে নির্বাচিত মেম্বাররা ভোট দিলেন আইয়ুব খানকে। পাকিস্তানের আইয়ুব খানের সৃষ্ট অবস্থার উদ্ভব হলে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট প্রার্থীরাও কমিশনের কথিত 'টাকার খেলায়' মেতে উঠতে পারেন। কমিশন 'না-ভোট' পুনরায় ফিরিয়ে আনার সুপারিশ করেছ; অর্থাৎ ভোটার ইচ্ছে করলে 'না ভোট' ভোটের বাক্সে ফেলতে পারবে। 'না-ভোট' দেশে প্রথম চালু করে এ টি এম শামছুল হুদার নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন। কিন্তু ২০০৯ সনে আওয়ামী লীগ সরকার 'না-ভোট'-এর বিধান বাতিল করে দেয়। সম্ভবত বিএনপিও 'না-ভোট'-এর আবশ্যকতা স্বীকার করে না। জিয়াউর রহমানের

> উপজেলা, পৌরসভা, সিটি করপোরেশন– এসব এসেছে অনেক পরে। এসব স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়ন ও সেবামূলক কর্মকা-সম্পাদন করা হয়। কিন্তু দল থেকে মনোনয়ন নিয়ে দলীয় প্রতীকে নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে দলনিরপেক্ষ সেবা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। অবশ্য এই বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, তিনিও দলনিরপেক্ষ নন। অবশ্য দলীয় ব্যক্তি মাত্রই অপাঙ্‌ক্তেয় নয়, অপাঙ্‌ক্তেয় হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সকল কর্মকা- ক্ষমতাসীন ব্যক্তির পক্ষপাতমূলক আচরণ। আমাদের দেশের লোকজন এত বেশি দলকানা যে, দলীয় প্রতীক না রাখলেও নির্বাচনে সমর্থন ও প্রচার দলীয় ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। তাই সংস্কার যতই করা হোক না কেন– সমাজসেবক, জনদরদি, মান্যগণ্য লোক যাদের দলমত নির্বিশেষে মানুষ ভালোবাসে তারা এখন আর স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন না। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ইভিএম (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন) পদ্ধতি বাতিল ও একটি নিরাপদ অনলাইন ভোটিং সিস্টেম প্রবর্তনের প্রস্তাব করেছে। তবে ইভিএম নিয়ে যেভাবে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, অনলাইন ভোটিং সিস্টেম প্রবর্তন নিয়েও একই অবস্থার উদ্ভব হতে পারে। বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে চালু করার উদ্যোগ নেয়া হলেও বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় কোন সরকারের এক টার্মে তা সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। পরবর্তী টার্মে ভিন্ন দল ক্ষমতায় এলে অব্যবহিত পূর্ববর্ত সরকারের সব প্রকল্প বাদ দিয়ে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করবে। সংস্কার কমিশনের ইভিএম পদ্ধতি বাতিলের সুপারিশ প্রত্যাশিত, কারণ কমিশনের প্রধান বিগত দিনগুলোতে এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। ছাপানো কাগজের ব্যালট পেপারে ভোট দেয়ার আদিম রীতি অক্ষুণ্ন রাখার একটা জেদ দীর্ঘদিন যাবত রাজনৈতিক অঙ্গনে ঘুরপাক খেয়েছে। কিন্তু প্রযুক্তিকে অবহেলা করা প্রজ্ঞার পরিচায়ক নয়। কোটি কোটি ব্যালট পেপার মুদ্রণ ও সরবরাহ করার প্রাচীন পদ্ধতি আজ না হলেও একসময় বন্ধ হবেই। তাই নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটার মেশিন বা অনলাইন ভোটিং পদ্ধতি দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক। বর্তমান ব্যবস্থায় নির্বাচনের যাবতীয় কর্মকা- পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব তহবিল ও লোকবল নেই, প্রতিটি জেলায় রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে জেলা প্রশাসকগণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন

'হা-না' ভোটের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়, নির্বাচনে 'না' ভোটের গুরুত্ব একেবারেই নেই। কারণ 'না-ভোট' দেয়ার জন্য কেউ ভোটকেন্দ্রে যাবে না। ১৯৭৭ সনে অনুষ্ঠিত গণভোটে জিয়াউর রহমানের পক্ষে 'হা-ভোট' পড়েছিল ৯৮.৯ শতাংশ এবং 'না-ভোট' ছিল মাত্র ১.১ শতাংশ। কাউন্সিলর বা মেম্বার, মেয়র, চেয়ারম্যান ইত্যাদি পদে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতীক না রাখার সুপারিশ করেছে কমিশন। ২০১৫ সনে দলীয় প্রতীক নিয়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের নিয়ম চালু করে আওয়ামী লীগ সরকার, তারাই আবার এই নিয়ম বাতিলের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়ার ঘোষণা দিয়েছিল। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে স্থানীয় সরকারগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। ১৮৭০ সনে ব্রিটিশরা চৌকিদারি আইন প্রবর্তন করে। ষাটের দশকে বা তার পূর্বে যাদের জন্ম তারাও গভীর রাতে চৌকিদারের 'হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার' হাঁকডাক শুনেছেন। তখন ছিল শুধু ইউনিয়ন পরিষদ, এই পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সবাই ছিলেন সমাজের মান্যগণ্য ব্যক্তি। জিয়াউর রহমান চালু করেছিলেন 'গ্রাম সরকার' যা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। উপজেলা, পৌরসভা, সিটি করপোরেশন– এসব এসেছে অনেক পরে। এসব স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়ন ও সেবামূলক কর্মকা-সম্পাদন করা হয়। কিন্তু দল থেকে মনোনয়ন নিয়ে দলীয় প্রতীকে নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে দলনিরপেক্ষ সেবা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। অবশ্য এই বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, তিনিও দলনিরপেক্ষ নন। অবশ্য দলীয় ব্যক্তি মাত্রই অপাঙ্‌ক্তেয় নয়, অপাঙ্‌ক্তেয় হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সকল কর্মকা-ক্ষমতাসীন ব্যক্তির পক্ষপাতমূলক আচরণ। আমাদের দেশের লোকজন এত বেশি দলকানা যে, দলীয় প্রতীক না রাখলেও নির্বাচনে সমর্থন ও প্রচার দলীয় ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। তাই সংস্কার যতই করা হোক না কেন– সমাজসেবক, জনদরদি, মান্যগণ্য লোক যাদের দলমত নির্বিশেষে মানুষ ভালোবাসে তারা এখন আর স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন না। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ইভিএম (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন) পদ্ধতি বাতিল ও একটি নিরাপদ অনলাইন ভোটিং সিস্টেম প্রবর্তনের প্রস্তাব করেছে। তবে ইভিএম নিয়ে যেভাবে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, অনলাইন ভোটিং সিস্টেম প্রবর্তন নিয়েও একই অবস্থার উদ্ভব হতে পারে। বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে চালু করার উদ্যোগ নেয়া হলেও বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় কোন সরকারের এক টার্মে তা সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। পরবর্তী টার্মে ভিন্ন দল ক্ষমতায় এলে অব্যবহিত পূর্ববর্ত সরকারের সব প্রকল্প বাদ দিয়ে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করবে। সংস্কার কমিশনের ইভিএম পদ্ধতি বাতিলের সুপারিশ প্রত্যাশিত, কারণ কমিশনের প্রধান বিগত দিনগুলোতে এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। ছাপানো কাগজের ব্যালট পেপারে ভোট দেয়ার আদিম রীতি অক্ষুণ্ন রাখার একটা জেদ দীর্ঘদিন যাবত রাজনৈতিক অঙ্গনে ঘুরপাক খেয়েছে। কিন্তু প্রযুক্তিকে অবহেলা করা প্রজ্ঞার পরিচায়ক নয়। কোটি কোটি ব্যালট পেপার মুদ্রণ ও সরবরাহ করার প্রাচীন পদ্ধতি আজ না হলেও একসময় বন্ধ হবেই। তাই নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটার মেশিন বা অনলাইন ভোটিং পদ্ধতি দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক। বর্তমান ব্যবস্থায় নির্বাচনের যাবতীয় কর্মকা- পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব তহবিল ও লোকবল নেই, প্রতিটি জেলায় রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে জেলা প্রশাসকগণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন জেলা প্রশাসকের স্থলে নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তাদের যুক্ত করার সুপারিশ করেছে। এজন্য লোক নিয়োগ দিতে হবে। তবে লোকের পরিবর্তন হলেই যে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশনার টি এন সেশনের মতো লোক দরকার। টি এন সেশন খুব ধার্মিক ছিলেন, তারপরও কর্মের নিরপেক্ষ পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে তিনি প্রথম দিনই অফিস কক্ষ থেকে সব দেব-দেবীর ছবি ও মূর্তি সরিয়ে দেন; তার পূর্বসূরি পেরি শাস্ত্রী মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের দপ্তরে অনেক দেব-দেবীর ছবি রেখেছিলেন। টি এন সেশন স্পষ্ট করে ভারত সরকারকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি ভারত সরকারের অংশ নন। যতদিন না নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতাকে সরকার মান্যতা দিচ্ছে, ততদিন দেশে কোনও নির্বাচন হবে না– এমন একটি নির্দেশনাও ১৯৯৩ সনে টি এন সেশন জারি করেছিলেন। তাই কাগজে-কলমে নির্বাচনসংশ্লিষ্ট আইনকানুন, নিয়মনীতির সংস্কার করলেই সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা নেই, সুষ্ঠু নির্বাচন করতে হলে সংস্কার কমিশনের সদস্যদেরও নিরপেক্ষ হতে হবে; দ্বিতীয় পর্বে তা লেখার আশা রাখছি।

[লেখক : সাবেক নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক]

ফিরে দেখা বসন্ত উৎসব

মানজার চৌধুরী সুইট

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। আজ পহেলা ফাল্‌গুন, ফুল ফুটুক আর না ফুটুক আজ বসন্ত। ঋতুর আবর্তনে বারে-বারেই আমাদের মাঝে ঋতুরাজ বসন্ত ফিরে আসে এই নাগরিক জীবনে। এ দিন সকাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় বসন্ত আবাহনের মহোৎসব। নৃত্য-সঙ্গীত আবৃত্তিতে, প্রীতিবন্ধনী আর আবিরের রঙে সবার সঙ্গে মিলনের এ উৎসব চলবে সারাদিন। নাগরিক জীবনে উৎসবে শুরুর আনুষ্ঠানিক বিষয় বিস্তারিত জানাবার আগে প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর মতো উৎসবের প্রারম্ভ বিষয়ে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় বিনীতভাবে জানাতে চাই। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে, মূলত বাংলাভাষাভাষী মানুষদের শিকড়ে ফেরার কাল। এর সূত্রপাত হয় বাংলা ভাষার বদলে উর্দু ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার বিরুদ্ধে আন্দোলনের মাধ্যমে। এ দেশের মানুষ বুঝতে পারল- মধ্যপ্রাচ্য আরব তুরান, নয় এই উপমহাদেশই- বাংলাই তার আপন মাতৃভূমি, যার আছে হাজার বছরের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা। এরপর পাকিস্তান সরকার যখন রবীন্দ্রনাথকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো, তখন আমাদের যেন অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন হলো শুরু, এ দেশের সংবদেনশীল মানুষ তীব্র প্রতিবাদ করে এবং রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করেই সংস্কৃতির সংগ্রামের ভেতর দিয়ে আমাদের স্বাধিকার আন্দোলনেরও শুরু হলো এবং ক্রমশ আরও এগিয়ে গেল। নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দেশীয় নানা উৎসব পালনের মাধ্যমে শুরু হলো আপনভূবনে ফেরার পালা। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন জন্মও হলো সেই সন্ধিক্ষণে যাদের মধ্যে প্রধান ছায়ানট, বাংলার ঐতিহ্য, সংস্কৃতির রক্ষা ও প্রচলনে তারা নিল অগ্রপথিকের ভূমিকা। বাংলা নববর্ষ পালনের সাথে তারা বাংলার অন্যান্য সাংস্কৃতিক ধারাকেও সামনে নিয়ে এলো- শারদোৎসব, বসন্ত উৎসব পালনেরও শুরু তখন। নববর্ষ পালনের সার্বজনীন একটি ধারা থাকলেও বসন্ত উৎসব পালনের সার্বজনীন কোন ধারা ছিল না- এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতনে বসন্ত উৎসব কেই দৃষ্টান্ত হিসেবে নেয়া হলো। কেবল একটি বিষয় ছাড়া উৎসবের তারিখ। এ ব্যপারে ছায়ানটের সন্‌জীদা খাতুন বলেন 'ঢাকা প্রথম বসন্ত উৎসব করা হয় কোন বিশেষ দিন মনে করে নয়, ফালগুনের কোন এক ছুটির দিনে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একটি বাসার গ্যারেজের সামনে সাদা চাদর টাঙিয়ে, তার উপর লতা পাতা ফুল দিয়ে মঞ্চ, নির্বাচিত কিছু গান কবিতা ও নৃত্য পরিবেশনার মাধ্যমে। অনুষ্ঠান শেষে সবাই ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি দান- যে এই গানটি গাইতে গাইতে সবাই পাশের একটি পুকুরের চারপাশ প্রদক্ষিণ করে। সেই সময়ে এটি ছিল একটি অভিনব প্রয়াস। পরে এইটে বসন্তের শোভাযাত্রা হিসেবে পালন করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে ডিমের সংকট মোকাবিলায় তুরস্কের ১৫ হাজার টন ডিম রপ্তানি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বার্ড ফ্লুর ভয়াবহ প্রাদুর্ভাবের ফলে ডিমের উৎপাদন সংকটে পড়েছে এবং বাজারে ডিমের দাম রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। এই পরিস্থিতিতে দেশটিতে ডিমের চাহিদা পূরণে সহযোগিতা করতে তুরস্ক ১৫ হাজার টন ডিম রপ্তানি করছে। বার্ড ফ্লুর সংক্রমণের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন খামারে লক্ষ লক্ষ মুরগি মারা গেছে। কোনো খামারে ভাইরাস শনাক্ত হলে, সংক্রমণ প্রতিরোধে পুরো ঝাঁক ধ্বংস করে ফেলা হয়, যার ফলে ডিমের সরবরাহ ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সাল থেকে এই মহামারির ফলে ১৬ কোটি ২০ লাখ মুরগি, টার্কি এবং অন্যান্য পাখি নিধন করা হয়েছে। বার্ড ফ্লুর পাশাপাশি ডিম উৎপাদনের ব্যয়ও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। খাদ্য, জ্বালানি ও শ্রম ব্যয় বৃদ্ধির কারণে খামারিরা কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু রাজ্যে খাঁচামুক্ত ডিম বিক্রির বাধ্যবাধকতা, যা ডিমের সরবরাহ সংকটকে আরও তীব্র করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে, ডিমের মূল্যবৃদ্ধি দেশটির সামগ্রিক খাদ্য মূল্যস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত জানুয়ারিতে মার্কিন বাজারে এক ডজন গ্রেড-এ ডিমের গড় মূল্য ৪.৯৫ ডলারে পৌঁছায়, যা দুই বছর আগের ৪.৮২ ডলারের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। অনেক জায়গায় এক ডজন ডিমের দাম ১০ ডলারের বেশি হয়েছে, বিশেষ করে অর্গানিক ও খাঁচামুক্ত ডিমের ক্ষেত্রে এই দাম আরও বেশি। বিশ্বের শীর্ষ ১০ ডিম রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে তুরস্ক অন্যতম। চলতি মাস থেকে দেশটি যুক্তরাষ্ট্রে ডিম রপ্তানি শুরু করেছে, যা আগামী জুলাই পর্যন্ত চলবে। তুরস্কের ডিম উৎপাদনকারী কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইব্রাহিম আফিয়ন জানিয়েছেন, ৭০০ কন্টেইনারে প্রায় ১৫ হাজার টন ডিম রপ্তানি করা হবে। এই রপ্তানির মাধ্যমে তুরস্ক প্রায় ২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয়ের প্রত্যাশা করছে।

মার্কিন বাজারে ডিমের সংকট সাময়িকভাবে কমানোর লক্ষ্যে দেশটির ইউনাইটেড এগ প্রডিউসারস-এর প্রধান নির্বাহী চাড গ্রেগরি জানিয়েছেন, "যুক্তরাষ্ট্রের ডিম সরবরাহে যে চাপ পড়েছে তা কমাতে আমরা সাময়িক আমদানিকে স্বাগত জানাই। যুক্তরাষ্ট্রে বার্ড ফ্লুর প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। গত মার্চে টেক্সাসে প্রথমবারের মতো দুগ্ধজাত গবাদি পশুর মধ্যে বার্ড ফ্লুর সংক্রমণ ধরা পড়ে। এরপর থেকে অন্তত ৭০ জন এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন, যার মধ্যে একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন রেখা গুপ্ত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: নয়াদিল্লির ঐতিহাসিক রামলীলা ময়দানে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নেত্রী রেখা গুপ্ত। পর আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি শপথ গ্রহণ করেন। এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুসহ এনডিএ জোটের শীর্ষ নেতারা। রেখা গুপ্ত দিল্লির ইতিহাসে চতুর্থ নারী মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপির হয়ে দ্বিতীয় নারী নেতা হিসেবে এই পদে আসীন হলেন। এর আগে বিজেপির সুষমা স্বরাজ, কংগ্রেসের শীলা দীক্ষিত এবং আম আদমি পার্টির (এএপি) আতিশি মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। ২৭ বছর পর দিল্লিতে বিজেপি পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসার মাধ্যমে রেখা গুপ্ত নতুন দিগন্তের সূচনা করলেন। শালিমারবাগ আসন থেকে নির্বাচিত হয়ে প্রথমবার বিধায়ক হয়েছেন রেখা গুপ্ত। তবে তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার দীর্ঘদিনের। ২০১৫ ও ২০২০ সালে একই আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও তিনি পরাজিত হন আম আদমি পার্টির (আপ) প্রার্থী বন্দনা কুমারীর কাছে। কিন্তু এবারের নির্বাচনে তিনি বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। রেখা গুপ্তের রাজনৈতিক যাত্রা শুরু হয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) ছাত্র সংগঠন এবিভিপি থেকে। তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং পরবর্তীতে বিজেপির যুব মোর্চার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি বিজেপির নারী মোর্চার অন্যতম সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রেখা গুপ্তের মনোনয়ন বিজেপির একটি কৌশলগত সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, লিঙ্গ ভারসাম্য, সম্প্রদায়গত সমীকরণ এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত বিজেপির জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। রেখা গুপ্ত শপথ গ্রহণের পর এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, "আমি বিজেপিকে ধন্যবাদ জানাই। দিল্লির উন্নয়নের জন্য আমি সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাবো এবং জনগণের আস্থা অটুট রাখবো।" রেখা গুপ্তের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া ভারতের নারী নেতৃত্বের এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছে।

গাজা থেকে চার জিম্মির মরদেহ ইসরায়েলে ফেরত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা থেকে হামাসের হাতে জিম্মি থাকা চার ব্যক্তির মরদেহ ইসরায়েলে ফেরত পাঠানো হয়েছে। ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ এই মরদেহগুলো গ্রহণ করে। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন শিরি বিবাস ও তাঁর দুই শিশু সন্তান কেফির বিবাস এবং অ্যারিয়েল বিবাস। চতুর্থ ব্যক্তি ওদেদ লিফশিৎজ। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের কিবুতজ নির ওজ এলাকা থেকে হামাসের হামলার সময় বিবাস পরিবারকে অপহরণ করা হয়েছিল। সেই সময় কেফিরের বয়স ছিল মাত্র ৯ মাস। দীর্ঘদিন ধরে তাদের ভাগ্য অনিশ্চিত থাকলেও এবার হামাসের পক্ষ থেকে মরদেহ ফেরত দেওয়ার মাধ্যমে নিশ্চিত হলো তাদের করুণ পরিণতি। হামাসের দাবি, ইসরায়েলের বিমান হামলায় এই চারজন নিহত হয়েছেন। তবে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ এতদিন আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেনি। নিহতদের মরদেহ ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্ত করা হবে বলে জানা গেছে।

গাজা যুদ্ধবিরতির আওতায় কাতার ও মিসরের মধ্যস্থতায় ইসরায়েল এবং হামাসের মধ্যে যে চুক্তি হয়, তার অংশ হিসেবে এই মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে। এর আগে যুদ্ধবিরতির প্রথম পর্যায়ে হামাস বেশ কয়েকজন ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছিল এবং বিপরীতে ইসরায়েল কারাবন্দি ফিলিস্তিনিদের মুক্তি দেয়।

ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক আসন্ন, ক্রেমলিনের ঘোষণা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে একটি শীর্ষ বৈঠকের পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে ক্রেমলিন। ধারণা করা হচ্ছে, চলতি ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকেই এই বহুল প্রতীক্ষিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে তারিখ পরিবর্তনের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হয়নি। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ মস্কোয় এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্ক পুনরুদ্ধার এবং চলমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য এই বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনের সময় রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে, বিশেষ করে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়ার ইউক্রেন আগ্রাসনের পর। তবে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদকালে (২০১৭-২০২১) দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল।

জেলেনস্কিকে 'স্বৈরশাসক' বললেন ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউক্রেনের নেতা ভলোদিমির জেলেনস্কিকে 'স্বৈরশাসক' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর এই মন্তব্য জেলেনস্কির সঙ্গে ট্রাম্পের সম্পর্ককে আরও তিক্ত করে তুলতে পারে এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতির ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। ট্রাম্প সম্প্রতি নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, ''নির্বাচন ছাড়া একজন স্বৈরশাসক জেলেনস্কির দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, না হলে তাঁর আর কোনো দেশ থাকবে না।'' উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জেলেনস্কি। ২০২২ সালে রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করার পর দেশটিতে সামরিক আইন জারি করা হয়, যার ফলে নির্বাচন আয়োজন সম্ভব হয়নি। ইউক্রেনীয় আইনে যুদ্ধকালীন সময়ে নির্বাচন না হওয়ার বিধান রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে ইউক্রেনকে অর্থ ও অস্ত্র সহায়তা দিয়ে আসছে। তবে ট্রাম্প পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর থেকে ওয়াশিংটনের নীতিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তিনি মস্কোর সঙ্গে আলোচনা শুরুর ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং বলেছেন যে তিনি চাইলে এই যুদ্ধ দ্রুত শেষ করতে পারবেন। ট্রাম্পের এই অবস্থান ইউক্রেনের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের বিষয়ে নতুন অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করছে। ট্রাম্প বলেছেন, ''আমি মনে করি, আমার এই যুদ্ধ শেষ করার ক্ষমতা আছে। আমার মতে, যুদ্ধ শেষ করা-সংক্রান্ত আলোচনা ভালোভাবেই এগোচ্ছে। তবে ইউক্রেনের নেতারা বলছেন, তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। আমি বলতে চাই, আপনারা সেখানে তিন বছর ছিলেন, আপনাদের এটা শেষ করা দরকার ছিল।'' ট্রাম্প শুধু জেলেনস্কিকে স্বৈরাচার বলেই থেমে থাকেননি, বরং তাঁকে 'সফল কৌতুক অভিনেতা' বলেও বিদ্রূপ করেছেন।

তিনি আরও বলেন, ''জেলেনস্কি যুক্তরাষ্ট্রকে দিয়ে ৩৫০ বিলিয়ন ডলার খরচ করিয়েছেন এমন এক যুদ্ধে, যা কখনোই জেতা সম্ভব নয়। এটি এমন এক যুদ্ধ, যা জেলেনস্কি যুক্তরাষ্ট্র ও 'ট্রাম্প' ছাড়া কখনোই সমাধান করতে পারবেন না।'' এছাড়াও তিনি অভিযোগ করেন, ''আমি ইউক্রেনকে ভালোবাসি, কিন্তু জেলেনস্কি ভয়াবহ কাজ করেছেন। তাঁর দেশ বিধ্বস্ত হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ অপ্রয়োজনীয়ভাবে মারা গেছে, এবং এই ধ্বংসযজ্ঞ এখনো অব্যাহত আছে।'' ট্রাম্প সম্প্রতি জানিয়েছেন, চলতি মাসেই রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বলেছেন, এই যুদ্ধ কেবলমাত্র তাঁর উদ্যোগেই শেষ হতে পারে। ট্রাম্পের এই মন্তব্য এবং ইউক্রেন নিয়ে তাঁর সাম্প্রতিক অবস্থান পশ্চিমা বিশ্বে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। ইউক্রেনের প্রতি মার্কিন সমর্থনের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে এখন নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

ইউরোপকে 'জেগে উঠতে' হবে: গ্রিক প্রধানমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গ্রিক প্রধানমন্ত্রী কিরিয়াকোস মিতসোটাকিস ইউরোপকে ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থবিরতা থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ইউরোপের উচিত নিজস্ব প্রতিরক্ষা নীতি গড়ে তোলা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনা। থেসালোনিকি শহরে এক ব্যবসায়িক সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন। মিতসোটাকিসের এই বক্তব্য এসেছে এমন এক সময়ে, যখন ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে নাটকীয় পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে 'একনায়ক' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন এবং কিয়েভকে তিন বছরের যুদ্ধ শুরু করার জন্য দায়ী করেছেন। এছাড়া, ট্রাম্প সতর্ক করে বলেছেন, জেলেনস্কিকে শান্তি নিশ্চিত করতে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে, অন্যথায় ইউক্রেনের ভূ-খণ্ড হারানোর ঝুঁকি রয়েছে। ট্রাম্পের এই মন্তব্য দুই নেতার মধ্যে উত্তেজনা বাড়িয়েছে এবং ইউরোপীয় নেতাদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

পাকিস্তানে বাস থামিয়ে ৭ যাত্রীকে হত্যা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের বারখান জেলায় এক ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় সাত বাসযাত্রী নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে লাহোরগামী একটি বাস থামিয়ে অজ্ঞাত অস্ত্রধারীরা যাত্রীদের জাতীয় পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে এবং সাতজনকে নামিয়ে গুলি করে হত্যা করে। এখনও কোনো গোষ্ঠী এই হামলার দায় স্বীকার করেনি। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী, বারখানের রারকান এলাকায় জাতীয় মহাসড়কে প্রায় ৪০ জন সশস্ত্র ব্যক্তি বেশ কয়েকটি যানবাহন থামিয়ে তল্লাশি চালায়। এরপর তারা বাসে উঠে যাত্রীদের জাতীয় পরিচয়পত্র পরীক্ষা করতে থাকে। সাতজনকে আলাদা করে কাছের একটি পাহাড়ের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই গুলির শব্দ শোনা যায়। পরে নিরাপত্তা বাহিনী সেখানে গিয়ে নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে। নিহতরা সকলেই পাঞ্জাবের বাসিন্দা ছিলেন। বেলুচিস্তান পাকিস্তানের একটি উত্তেজনাপূর্ণ অঞ্চল, যেখানে সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী সহিংসতা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। আফগানিস্তান ও ইরানের সীমান্তবর্তী এই প্রদেশে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো ব্যাপক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানিয়ে আসছে এবং সরকারি বাহিনীর ওপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেলুচিস্তানে সহিংসতার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। মাত্র কয়েকদিন আগে কয়লা খনিতে কর্মরত শ্রমিকদের বহনকারী একটি যানবাহনে বোমা হামলা চালিয়ে ১১ জনকে হত্যা করা হয়। এ ছাড়া, গত আগস্টে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর হামলায় বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছিলেন। বেলুচ লিবারেশন আর্মি (বিএলএ) নামে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী এর আগেও এমন হামলার দায় স্বীকার করেছে, তবে এবারের হামলার বিষয়ে তারা কোনো মন্তব্য করেনি। ঘটনার পরপরই আইনশৃঙ্খলা

বাহিনী পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে এবং হামলাকারীদের খোঁজে অভিযান শুরু করে। তবে হামলাকারীরা দ্রুত পালিয়ে যায়, ফলে তাদের শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। এই ঘটনায় দেশজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এবং আন্তর্জাতিক মহলেও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। পাকিস্তানে সাম্প্রতিক সময়ে সন্ত্রাসী হামলার সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, পাকিস্তান সরকারকে আরও কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। নতুবা, এই ধরনের সহিংসতা দেশটির স্থিতিশীলতাকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

বিনোদন

আবারও ক্যাপ্টেন জ্যাক স্প্যারো চরিত্রে দেখা যাবে জনি ডেপকে

বিনোদন ডেস্ক : হলিউডের জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি ?'পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ান'। এ সিরিজের সবগুলো সিনেমাই বিশ্বজুড়ে দর্শককে মুগ্ধ করেছ। ছবির প্রধান চরিত্র ক্যাপ্টেন জ্যাক স্প্যারো হিসেবে অভিনয় করে তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছেন জনি ডেপ। গেল কয়েক বছরে সাবেক স্ত্রী অ্যাম্বার হার্ডের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে বেশ বিতর্কে পড়ে যান তিনি। অ্যাম্বার তার বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের অভিযোগ এনেছিলেন। সেই সূত্রে তার অনেক কাজই বাতিল হয়ে গিয়েছিল। জ্যাক স্প্যারো চরিত্র থেকেও তিনি বাদ পড়েছিলেন। তবে সব মামলা মিথ্যে প্রমাণ হওয়ায় আপাতত জনি ডেপের কোথাও কাজ করতে কোনো সমস্যা নেই। তখন থেকেই ভক্তরা অপেক্ষায় আছেন জনি ডেপ আবারও ক্যাপ্টেন জ্যাক স্প্যারো হয়ে ফিরবেন বলে। অবশেষে তাদের ইচ্ছা পূর্ণ হতে যাচ্ছে বলেই দাবি করছে হলিউডভিত্তিক গণমাধ্যমগুলো। নতুন গুঞ্জন উঠেছে, ডিজনি তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে। ডেপকে আবার তারা ক্যাপ্টেনের চরিত্রে ফিরিয়ে আনবে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগের পর্বগুলোর চেয়েও উপভোগ্য করে তৈরি হবে 'পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ান ৬'। পাইরেটস ফ্র্যাঞ্চাইজটি বিশ্বব্যাপী ৪.৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি আয় করেছে। দর্শককে চমক দিয়ে সেই সাফল্য ধরে রাখতে চায় ডিজনি। দ্য ডিসইনসাইডারের খবর অনুযায়ী, সিরিজটির নতুন সিনেমার শুটিং শিগগিরই শুরু হবে। তবে ডিজনি এখনও প্লট বা কাস্টের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কিছু ঘোষণা দেয়নি। পাইরেটস সিরিজটির প্রথম পর্ব 'দ্য কার্স অব দ্য ব্ল্যাক পিয়ার-ল' নাম নিয়ে ২০০৩ সালে মুক্তি পায়। সেখানে জনি ডেপ ছিলেন অনন্য চরিত্র জ্যাক স্প্যারো। তার সঙ্গে ছিলেন জিওফ্রে রাশ, কিরা নাইটলি এবং অরল্যান্ডো ব্লুম। এই ছবিটি ফ্র্যাঞ্চাইজির সবচেয়ে সফল। পরবর্তী ছবিগুলোও খুব ভালো ব্যবসা করেছে, তবে জনপ্রিয়তা প্রথমটির চেয়ে তুলনামূলক কম ছিল। 'পাইরেটস ৬' দিয়ে নতুন ইতিহাস তৈরি করতে চাইছে ডিজনি। সেজন্য তারা একটি আকর্ষণীয় গল্প বাছাই করেছে। থাকবে অনেক ভিএফএক্স ও সাউন্ডের জৌলুস। আশা করা হচ্ছে, নতুন অ্যাডভেঞ্চারে জ্যাক স্প্যারো ফিরবেন দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনে।

আবারও পর্দায় ফিরছে 'তারা তিনজন'

বিনোদন ডেস্ক : প্রয়াত কথাসাহিত্যিক এবং নির্মাতা হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন বাংলা নাটকের জগতে বহু কালজয়ী চরিত্রের সৃষ্টিকর্তা। তার মধ্যে অন্যতম তিন চরিত্রে কাজ করেছিলেন ডা. এজাজ, ফারুক আহমেদ ও স্বাধীন খসরু। ১১ বছর আগে সেই চরিত্রগুলো এতটাই মনে দাগ কাটে যে, এখনও তাদের সামনে পেলে এড়িয়ে যান না দর্শকরা। বরং আরও আক্ষেপ করে যে- আবার কবে দেখা যাবে সেই তিনজনকে! এবার দর্শকদের জন্য সুখবর আনলেন হুমায়ূন পুত্র নুহাশ হুমায়ূন। 'তারা তিনজন'-এর সেই আইকনিক চরিত্র আবার ফিরে আসছে পর্দায়। সেই প্রোজেক্টের নাম 'ওরা তিনজন', যা পরিচালনা করছেন হুমায়ূন পুত্র। বাবার পছন্দের তিন অভিনয়শিল্পী ডা. এজাজ, ফারুক আহমেদ ও স্বাধীন খসরুকে নিয়ে প্রোজেক্টটি হাতে নিয়েছেন নুহাশ। ইতোমধ্যে তাদের নিয়ে গাজীপুরের বিভিন্ন লোকেশনে শুটিং সম্পন্ন হয়েছে বলে নির্মাতা সূত্র জানিয়েছে। জানা গেছে, কনটেন্টটি কোনো ইউটিউব চ্যানেলে নয়; স্ট্রিমিং হবে দেশের জনপ্রিয় একটি ওটিটিতে। ডা. এজাজ, ফারুক আহমেদ ও স্বাধীন খসরু- এই তিনজন একসঙ্গে করেছেন অসংখ্য টিভি নাটক। 'তারা তিনজন' ছাড়াও তাদের জনপ্রিয় নাটকগুলোর মধ্যে রয়েছে 'তারা তিনজন টি-মাস্টার', 'তারা তিনজন ঝামেলায় আছে', 'তারা তিনজন হে পৃথিবী বিদায়', 'তারা তিনজন ফুচকা বিলাস', 'ভাইরাস', 'আমরা জেগে আছি', 'আবারো তিনজন', 'আমরা তিনজন', 'উড়ে যায় বকপক্ষী'। এসব নাটকগুলো রচনা করেছিলেন জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ।

পুত্রবধূর সাথে শ্রাবন্তীর বয়সের পার্থক্য ১০!

বিনোদন ডেস্ক : টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় নানা কারণেই শিরোনামে থাকেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিতর্কিত হন প্রেম ও বিয়ে নিয়ে। আর সামাজিক মাধ্যমে প্রেম-বিয়ের চর্চায় থাকেন অভিনেত্রী। একে পর এক প্রেম, একের পর এক বিয়ে– এ নিয়ে তিন স্বামীর সঙ্গে বিয়ের পর বিচ্ছেদ। এরপর ছেলে অভিমন্যুকে (ঝিনুক) একা হাতে মানুষ করছেন অভিনেত্রী। বর্তমানে ছেলে বড় হয়েছেন। সেই ছেলে এখন প্রেমসম্পর্কেও জড়িয়েছেন। প্রেমিকা মডেল দামিনী ঘোষ। সামাজিক মাধ্যমে চোখ রাখলে দেখা যায়, হবু বউমার সঙ্গে নানা মুহূর্ত উদযাপন করছেন শ্রাবন্তী। ভ্যাকেশন, পার্টি হোক কিংবা পূজা– দামিনীর সঙ্গে লেন্সবন্দি হচ্ছেন অভিনেত্রী। এর আগে ২০১৮ সাল থেকে অভিমন্যু ও দামিনীর প্রেমের যাত্রা। জানা গেছে, ভবিষ্যতে টালিউড ইন্ডাস্ট্রিতেই কাজ করার ইচ্ছা আছে অভিমন্যুর। তবে অভিনয় নয়, বাবার মতো ক্যামেরার পেছনে কাজ করতে আগ্রহী তিনি। এ ছাড়া দামিনীর সঙ্গেই সংসার পাততে চান শ্রাবন্তীপুত্র। বউমার সঙ্গে শ্রাবন্তীর সম্পর্ক খুবই ভালো। একেবারে বন্ধুর মতো। সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শ্রাবন্তী বলেন, হবু বউয়ের সঙ্গে আমার বয়সের পার্থক্য মাত্র ১০ বছর। তিনি বলেন, 'ঝিনুকের (অভিমন্যু) প্রথম প্রেম। এত বছরের প্রেম। আর ওর প্রেমিকা ওর থেকে বয়সে বড়। ফলে অনেক পরিণত। আমি তো ভীষণ খুশি ওদেরকে নিয়ে। শ্রাবন্তী বলেন, কারণ আমার আর ঝিনুকের অভিভাবক দামিনী। মেয়েটা আমার থেকে ১০ বছরের ছোট। সে হিসাবে আমার বোনেরই মতো। আমাদের সম্পর্কের সমীকরণ খুব সুন্দর। আমরা তিনজন মিলে ঘুরতে যাই, খুব উপভোগ করি। মাত্র ১৬ বছর বয়সে মা হয়েছিলেন শ্রাবন্তী। ছেলের সঙ্গেও এ জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। অভিনেত্রী বলেন, আমি ভাগ্যবান যে অল্প বয়সে মা হয়েছি। আমার ছেলের সঙ্গেই বড় হয়েছি। ১৬ বছর বয়সে মা হয়েছি। তখন দশম থেকে একাদশ শ্রেণি। আজ আমার ছেলে আর আমি বন্ধু। এখন ঝিনুক আমার অভিভাবক। আমি ওকে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নাম দিয়েছি। এত শাসন করে আমাকে! বলে– তোমার মধ্যে কোনো দিন পরিণতিবোধ আসবে না! শিশুই থেকে যাবে আমি বলি– আমার এ রকমই ভালো লাগে (হাসি)। উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে পরিচালক রাজীব বিশ্বাসের সঙ্গে বিয়ে করেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। রাজীব ও শ্রাবন্তীর একমাত্র ছেলে অভিমন্যু।

নির্বাচন ইস্যুতে যা বললেন আসিফ

বিনোদন ডেস্ক : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সক্রিয় জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর। শুধু সঙ্গীতই নয়; সমসাময়িক ও দেশের রাজনৈতিক ইস্যু নিয়েও নানান সময় নিজের মত প্রকাশ করেন তিনি। সেই ধারাবাহিকতায় এবার দেশের নির্বাচন ইস্যুতে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন আসিফ। ভক্ত-অনুরাগীদের জানালেন, জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন চান তিনি। গত মঙ্গলবার ফেসবুকে আসিফ আকবর লেখেন, 'জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন জরুরি। এতে রাজনৈতিক সংস্কৃতির উন্নতি বোঝা যাবে, মানুষও উপকৃত হবে। ' আসিফের সেই পোস্টের কমেন্টবক্সে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। নেটিজেনদের অনেকেই তার মতের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করেছেন, অনেকে আবার মতের বিরোধিতা করেছেন। অনেকের মত, এভাবেই গণতান্ত্রিক চর্চাটা হোক, নয়তো জাতীয় নির্বাচনের পর চেয়ারম্যান-মেম্বার পদে অনেকক্ষেত্রে যোগ্য ও উপযুক্ত লোক নির্বাচনে ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। আবার কেউ কেউ লিখেছেন, জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় নির্বাচন দিলে এতে সহিংসতা বেশি হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। আল মামুন নামের একজন লিখেছেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচন আগে দিলে অরাজকতা বেশি সৃষ্টি হবে এবং ফ্যাসিস্টরা সুযোগ পেয়ে যাবে। মোহাম্মদ সোহেল রানা একাত্মতা প্রকাশ করে লিখেছেন, কৃতজ্ঞতা আসিফ ভাই। আপনাকে এজন্যই পছন্দ হয়। দলের চেয়ে দেশ বড়। ইউসুফ বাদারি নামের একজন লিখেছেন, জুলাই বিপ্লবে রাজপথ রক্তে রঞ্জিত হয়েছে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য, স্থানীয় সরকার নির্বাচনের জন্য নয়। ভিন্নমত দিয়েছেন আলআমিন মোহাম্মদ নামের একজন, সবাই আওয়াজ তুলুন, দলীয় সরকারের অধীনে স্থানীয় বা জাতীয় কোনো ইলেকশনই হওয়া উচিত না। ইমন খান নামে এক

খেতে কাজ করছেন এক ম্রো কৃষাণী। আলীকদম, বান্দরবান।

ঝালকাঠিতে আদি কৃষি পরিণত হচ্ছে আধুনিক কৃষিতে

ঝালকাঠি প্রতিনিধি : ঝালকাঠি জেলায় ৪৬ হাজার ৭৫০ হেক্টর জমিতে আমন আবাদ হয়েছে। এরই মধ্যে ৯৫ ভাগ ধান কৃষকের গোলায় উঠেছে। ধান চাষাবাদে ট্রাক্টর, কাটিং মেশিনেরও প্রয়োগ আছে বেশ কিছু জায়গায় এবং মাড়াই পুরোটাই হচ্ছে মেশিনে। এছাড়াও কীটনাশক স্প্রে করা ও ফসল ঝাড়াইসহ এখন সবই হচ্ছে যন্ত্রের সাহায্যে। বেড়েছে আধুনিক কৃষিযন্ত্রের ব্যবহার। কৃষিকাজে এসব যান্ত্রিকীকরণের ফলে সাশ্রয় হচ্ছে অর্থ, শ্রম ও সময়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঝালকাঠি জেলায় এখন কৃষিতে জমি তৈরি, বীজতলা প্রস্তুতি, কীটনাশক স্প্রে ও ফসল কাটা-মাড়াই-ঝাড়াইসহ এখন সবই হচ্ছে যন্ত্রে। বেড়েছে আধুনিক কৃষিযন্ত্রের ব্যবহার। ফলে বদলে যাচ্ছে আবহমান গ্রাম বাংলার কৃষির দৃশ্যপট। আদি কৃষি পরিণত হচ্ছে আধুনিক কৃষিতে। কৃষি বিভাগ জানিয়েছে, ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষাবাদ, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার যন্ত্রের মাধ্যমে জমিতে ধান রোপণ ও কর্তন করা যায়। এতে কৃষকের শ্রমিক, সময় ও অর্থের সাশ্রয় হয়। চারা রোপণে যন্ত্রটি ব্যবহার করলে রোপণ খরচ ৫০ থেকে ৭৫ ভাগ পর্যন্ত কমানো সম্ভব বলে জানা যায়। আবার স্বল্প শ্রমিক দিয়েই হয়ে যাচ্ছে ধান কাটা ও মাড়াই। কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার দিয়ে ঘণ্টায় চার বিঘা জমির ধান কাটা যাচ্ছে। বীজতলা তৈরি থেকে শুরু করে ফসল মাড়াই ও ঝাড়াই পর্যন্ত যান্ত্রিকভাবে অনেকটাই হচ্ছে। কৃষক এছাক আলী (৪৮) জানান, জমি প্রস্তুত থেকে রোপণ পর্যন্ত আগে দীর্ঘ সময় লাগতো। আবার শ্রমিক সংকটে ধান কাটা নিয়েও বিপাকে পড়তে হত আমাদের। সময়ের ব্যবধানে গত কয়েক বছরে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ায় কৃষকদের সেই কষ্ট এখন লাঘব হতে চলেছে।

চাটমোহরের বিলচলন ইউনিয়ন তাঁতীদলের কমিটি বিলুপ্ত

চাটমোহর, পাবনা প্রতিনিধি : দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও তথ্য গোপনের অভিযোগে পাবনার চাটমোহর উপজেলার বিলচলন ইউনিয়ন তাঁতীদলের কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। উপজেলা তাঁতীদলের সভাপতি মোঃ নুরুর ইসলাম সামাদ ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ গোলাম আজম এই কমিটি বিলুপ্ত ঘোষনা করে বিজ্ঞপ্তি দেন। উপজেলা তাঁতীদলের সভাপতি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এদিকে বিলুপ্ত কমিটির সভাপতি ও বিলচলন ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আঃ সালাম বুধবার বিকেলে চাটমোহর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেছেন,তিনি ও তার পরিবার বিএনপি'র রাজনীতির সাথে জড়িত। তিনি কখনও, কোনদিন কৃষকলীগের সাথে জড়িত ছিলেন না, কোনদিন আওয়ামী লীগও করেননি। তাকে ফাঁসানোর জন্যই তার প্রতিপক্ষ মিথ্যে ও মনগড়া অভিযোগ করেছেন এবং নানা অপপ্রচার চালাচ্ছেন। উপজেলা কৃষকলীগের কমিটিতে সদস্য হিসেবে তার নাম কিভাবে গেল,তা তিনি জানেন না। সংবাদ সম্মেলনে আঃ সালাম চাটমোহর উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ হাফিজুর রহমানের দেওয়া একটি প্রত্যায়নপত্র উপস্থাপন করেন। সেখানে হাফিজুর রহমান উল্লেখ করেছেন,আঃ সালাম কোনদিন কৃষকলীগের সাথে জড়িত ছিলেন না, সে কখনও কৃষকলীগ করেনি।

গাংনীতে অস্ত্রসহ আটক ৩

মেহেরপুর প্রতিনিধি : মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় ওয়ান শুটারগানসহ তিনজনকে আটক করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব-১২) গাংনী ক্যাম্প। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে উপজেলার ছাতিয়ান গ্রাম থেকে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা হলেন–ছাতিয়ান গ্রামের মৃত ওয়াজেদ আলীর ছেলে তরিকুল ইসলাম (৩০), আলী হোসেনের ছেলে জেনারুল ইসলাম (২৫) এবং মৃত হেলাল উদ্দিনের ছেলে সামিউল আজাদ বাবু (৩৮)। র‍্যাব-১২ মেহেরপুর সিপিসি-৩ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার একরামুল হক জানান, পারিবারিক বিরোধের জেরে ছাতিয়ান গ্রামের রতন আলীকে ফাঁসানোর উদ্দেশ্যে তার বাড়ির ছাগলের ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আগ্নেয়াস্ত্র মাটির নিচে পুঁতে রাখে আসামিরা।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে ১০ ভারতীয় মহিষ জব্দ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি : চাঁপাইনবাবগঞ্জের চরবাগডাঙ্গা সীমান্তে অবৈধভাবে ভারত থেকে আনা ১০ টি মহিষ জব্দ করেছে বিজিবি। বুধবার দিবাগত রাত পৌনে ৩ টার দিকে মহিষগুলো জব্দ করা হয়। বিজিবির ৫৩ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ মনির-উজ-জামান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বিজিবি অধিনায়ক মোঃ মনির-উজ-জামান বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবির একটি দল চরবাগডাঙ্গার সাদ্দামের চর এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় সীমান্তের নিকটবর্তী একটি মাঠে মালিকবিহীন অবস্থায় ১০ টি।

সুরমার তীরে ফেলে রাখা হয়েছে ময়লা-আবর্জনা। ময়লা-আবর্জনাময় ঘাট দিয়ে চলাচল করা মানুষকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। কালীঘাট, সিলেট।

ভাঙ্গুড়ায় ছাত্র শিবিরের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট উদ্বোধন

ভাঙ্গুড়া, পাবনা প্রতিনিধি: সুস্থ দেহ সুন্দর মন, দ্বীন কায়েমের আন্দোলন-এই স্লোগানকে সামনে রেখে পাবনার ভাঙ্গুড়ায় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট-২০২৫এর উদ্বোধন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে শরৎনগর ফাজিল মাদরাসা মাঠে এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়। বাংলাদেশ ইসলামি ছাত্র শিবির শরৎনগর ফাজিল মাদরাসা শাখা এর আয়োজন করে। জেলা জামায়াতে ইসলামির তরবিয়ত সেক্রেটারি ও পাবনা-৩ (ভাঙ্গুড়া,ফরিদপুরও চাটমোহর) আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক মাওলানা আলী আজগর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদরাসার অধ্যক্ষ সোহেল আজিজ মহসিন ও ইসলামি ছাত্রশিবির পাবনা জেলা (পশ্চিম) শাখার সাবেক সভাপতি আসাদুজ্জামান মিয়া। এসময় অন্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ছাত্র শিবিরের সভাপতি আবু হুরায়রা হৃদয়, সেক্রেটারি মাসুদ রানা প্রমুখ। ১০ ওভারের খেলায় মোট ৬ টি দলে এতে অংশ নিচ্ছে। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি টুর্নামেন্টর ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হব বলে আয়োজকরা জানান।

কাউখালীতে মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতা

কাউখালী, পিরোজপুর প্রতিনিধি : পিরোজপুরের কাউখালী উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উদযাপন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার উপজেলা পরিষদ হলরুমে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, সুন্দর হাতের লেখা ও রচনা প্রতিযোগিতায় উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ৫০ জন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন কাউখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সজল মোল্লা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত দেবনাথ, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মনিবুর রহমান, সরকারি কাউখালী কলেজের প্রভাষক রবিন মুখোপাধ্যায়, পূর্ব আমরাজুরি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গৌতম দাস, সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ মনিরুজ্জামান, মোঃ রফিকুল ইসলাম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার রিয়াজুল হক, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি সুব্রত রায়,কাউখালী প্রেস ক্লাবের সভাপতি রিয়াদ মাহমুদ সিকদার, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম রফিক প্রমুখ।

শেরপুরে তরুণ ভোটারদের মাঝে পানি, বিস্কুট ও চকলেট বিতরণ

শেরপুর প্রতিনিধি : শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলার কুড়িকাহনিয়া ইউনিয়নে নতুন ভোটার হতে আসা তরুণদের মাঝে পানি, বিস্কুট ও চকলেট বিতরণ করেছেন কুড়িকাহনিয়া ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম বাস্তবায়ন কর্মসূচির আওতায় দিনব্যাপী ইউনিয়ন পরিষদ মাঠ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় এই নতুন ভোটারদের ছবি তোলার কার্যক্রম। সকাল থেকেই ভিড় জমে উঠে তরুণ ভোটারদের। তরুণদের পাশাপাশি নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্তি করতে ছুটে আসেন নারীরাও। ফলে অন্যরকম এক উৎসবের আমেজ বিরাজ করে পরিষদ মাঠ জুড়ে। বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য সাবেক এমপি মাহমুদুল হক রুবেলের নির্দেশে কুড়িকাহনিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি গোলাম মোস্তফা নান্ডা ও সাধারণ সম্পাদক হেদায়েতুল ইসলাম বাবলুর নেতৃত্বে দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে তরুণ ভোটারদের মধ্যে পানি, বিস্কুট ও চকলেট বিতরণ করেন বিএনপির নেতারা। এসময় কুড়িকাহনিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ফিরোজ খান নুন, ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ, ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি আনিসুর রহমান রিপন, সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন শ্যামল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন মেম্বার, উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক বিল্লাল হোসেন সোহাগ, ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক হাবিবুর রহমান, ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম শাহীন, সাংগঠনিক সম্পাদক ফুয়াদ আহমেদ।

কাপাসিয়ায় 'গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ' বিষয়ক সভা

কাপাসিয়া, গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের কাপাসিয়ায় 'গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ' বিষয়ক কমিউনিটি মতবিনিময় সভা এবং ভিডিও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে কাপাসিয়া সদর ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে গ্রাম আদালত বিষয়ক এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থানীয় সরকার বিভাগের ''বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ প্রকল্প''র আওতায় ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত গ্রাম আদালত। গ্রাম আদালত কিভাবে গ্রামের জনগণকে সহায়তা করতে পারে এবিষয়ে মতবিনিময় সভায় অবহিত করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণিপেশার লোকজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভায় কাপাসিয়া সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও বিআরডিবি চেয়ারম্যান মোঃ সেলিম হোসেন আরজু সভাপতিত্ব করেন। গ্রাম আদালত সমন্বয়কারী আলতাফুর রহমানের সার্বিক পরিচালনায় অন্যান্যের মাঝে উপস্থিত ছিলেন সদর ইউপি সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ আজগর হোসেন খান, কাপাসিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি এফ এম কামাল হোসেন, বিএনপি নেতা মীর মাসুদ করিম, মেজবাহ উদ্দিন, আমিনুর রহমান, ইউপি সদস্য আফজাল হোসেন সৈয়দ, আব্দুস সামাদ, মহিলা সদস্য কুলসুম বেগম, কানিজ ফাতেমা রুহিতা, সাবেক সদস্য ফখরুল আলম বাদল, আনোয়ার হোসেন, স্থানীয় ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর মাহমুদ, মফিজ উদ্দিন, হুমায়ূন কবির, মোতাহার হোসেন, হাবিবুর রহমান হবু প্রমুখ। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে এবং ইউএনডিপির সহায়তায় পরিচালিত গ্রাম আদালতে ''অল্প সময়ে-স্বল্প খরচে, সঠিক বিচার পেতে-চলো যাই গ্রাম আদালতে'' এবিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে কতিপয় ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিরোধের সহজ ও দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালত গঠিত হয়। গ্রাম আদালত অনধিক ৩ লাখ টাকা মূল্যমানের ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে।

ভালুকায় তারুণ্যের পিঠা উৎসব

ভালুকা, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : শীতের আমেজ প্রায় শেষের দিকে শীতের পিঠা খাওয়ার আমেজ এখনো রয়েছে। ভালুকা উপজেলার সরকারী ডিগ্রী কলেজ মাঠে তারুণ্যের পিঠা উৎসব, অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিঠা উৎসবে শিক্ষার্থীরা ভোর থেকে নানা ধরনে পিঠা তৈরী করে স্টলগুলোতে সাজিয়ে রেখেছে। ক্রেতারা আগ্রহ নিয়ে পিঠার স্টলগুলো গিয়ে পিঠা কিনে খাচ্ছেন এবং বাড়ী নেয়ার জন্য ক্রয় করছেন। সাধারনত মফস্বল এলাকায় এমনভাবে পিঠা উৎসব আগে কখনো হয়নি। পিঠা উৎসবের খবর শুনে অনন্দের সাথে স্ব-পরিবারের চলে যায় ভালুকা সরকারী ডিগ্রী কলেজ মাঠ্ে। স্টলগুলোতে ঘুরে ঘুরে পিঠা কিনছেন। উৎসবের স্টলগুলোতে শীতকালীন সুজি, চিতই, নকশী, দুধচিতই, পুলি, পাটিসাপটা ও ভাপা পিটাসহ হরেক রকম পিঠা রয়েছে। শিক্ষার্থীরাও ক্রেতাদের পিঠা কিনে নেয়ার জন্য উৎসাহিত করছেন। পিঠা উৎসব পরিদর্শন করেন প্রসাশনের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নের্তৃবৃন্দ।

অভয়নগরে বাউবির শিক্ষার্থী বৃদ্ধির লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা

অভয়নগর, যশোর প্রতিনিধি : বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে এসএসসি প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধির কর্মকৌশল নির্ধারণে যশোরের অভয়নগর উপজেলার নওয়াপাড়া শংকরপাশা সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে বিদ্যালয়ের সভাকক্ষে প্রধান শিক্ষক ও এসএসসি প্রোগ্রামের সমন্বয়কারী মো: শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন, বাউবির আঞ্চলিক পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) সেখ সোহেল আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন, বাউবির সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. সোলায়মান হোসেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক এসএম ফারুক আহমেদ, নওয়াপাড়া প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ মল্লিক খলিলুর রহমান, শিক্ষক শেখ মো: গোলাম রাব্বানী প্রমুখ। সভায় এসএসসি প্রোগ্রামে ভর্তির ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষার্থীসহ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ও ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের ভর্তির বিষয়ে আন্তরিক হওয়ার আহবান জানানো হয়।

আগৈলঝাড়ায় নাঘিরপাড় বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া ও পুরস্কার বিতরন

আগৈলঝাড়া, বরিশাল প্রতিনিধি : বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলা বাগধা ইউনিয়নের নাঘিরপাড় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দুই দিনব্যাপি বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিভূতি ভূষণ সরকার এর সভাপতিত্বে দুই দিনব্যাপী ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শেষে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে আলোচনা সভা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরন করা হয়। উপজেলা নিবার্হী অফিসার ফারিহা তানজিন বলেন, বছরে একবার ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা করে বিজয়ী প্রতিযোগিতা পুরস্কার দিলে সারা বছর তাদের মন ভালো থাকে। লেখাপড়ার পাসাপাসি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করলে সকলার মন মানুষিকতা ভালো থাকে। ছাত্র-ছাত্রীদের মন মানুষিকতা ভালো রাখার জন্য সরকার ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার জন্য সিধান্ত নিয়ে থাকেন। এসময় বক্তব্য রাখেন, আগৈলঝাড়া উপজেলা নিবার্হী অফিসার ফারিহা তানজিন, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন লালটু, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম অহবায়ক ও আগৈলঝাড়া প্রেসক্লাব সভাপতি মো.মাহাবুবুল ইসলাম, সাংবাদিক এসএম ওমর আলী সানি প্রমূখ।

মালচিং পদ্ধতিতে নতুন জাতের তরমুজের চাষ, লাভের আশায় কৃষক

কৃষি ও প্রকৃতি : চলতি বছর ঠাকুরগাঁওয়ে পরীক্ষামূলকভাবে মালচিং পদ্ধতিতে গ্রীষ্মকালীন 'ব্লাক বেবি' জাতের তরমুজ চাষ শুরু হয়েছে। মাচা পদ্ধতিতে ঝুলন্ত এ তরমুজে ফলন ভালো হওয়ায় পাঁচ লাখ টাকা লাভের আশা করছেন চার কৃষক। এ পদ্ধতিতে তরমুজ চাষে সহায়তা করেছে সরকারের সহযোগী উন্নয়ন সংস্থা ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন। সরেজমিনে দেখা যায়, জেলার মাঠজুড়ে থোকায় থোকায় ঝুলছে গ্রীষ্মকালীন তরমুজ। বর্তমানে আধুনিক চাষ ব্যবস্থা মালচিং পদ্ধতিতে চাষ করা হয়েছে গ্রীষ্মকালীন ব্লাক বেবি জাতের তরমুজ। অসময়ে উৎপাদন ও সুস্বাদু হওয়ায় বাজারে এর চাহিদাও বেশি। মাটি-বাহিত, বালাই প্রতিরোধী ও সেচ-সাশ্রয়ী এ পদ্ধতিতে তরমুজ চাষ করায় খরচ যেমন কম, অন্যদিকে ফসলের গুণগত মানও বৃদ্ধি পেয়েছে। চারা রোপণের ৭০ থেকে ৮০ দিনের মধ্যে গাছ থেকে তোলা যাচ্ছে তরমুজ। ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ উপজেলার শিমুলবাড়ী গ্রামের চার কৃষক সালাউদ্দিন, আজিমউদ্দিন, লুৎফর ও আসমা সাত একর জমিতে তরমুজ লাগিয়েছেন। এ বছর তারা পাঁচ লাখ টাকা লাভের আশা করছেন। কৃষক লুৎফর জানান, আমরা ইএসডিও'র সহযোগিতায় এবারই প্রথম ব্লাক বেবি তরমুজ চাষ করেছি। এ তরমুজ সম্পর্কে আগে আমাদের কোনো ধারণা ছিল না। চাষাবাদে আমরা মালচিং পদ্ধতি ব্যবহার করেছি। পাশাপাশি এখানে কোনো রাসায়নিক সার বা কীটনাশক ব্যবহার করা হয়নি। ব্যবহার করেছি ভার্মি কম্পোস্ট ও ফেরোমন ফাঁদ। সাত একর তরমুজ লাগাতে আমাদের খরচ হয়েছে আট থেকে নয় লাখ টাকা। আশা করছি, ১৪ থেকে ১৫ লাখ টাকার ফলন পাব। যেহেতু এ সময় তরমুজ পাওয়া যায় না, ফলে বাজারে ব্লাক বেবি তরমুজের চাহিদা থাকবে প্রচুর। অপর কৃষক আজিম উদ্দিন বলেন, আমাদের খেত দেখতে প্রচুর মানুষ আসছেন। তারা নতুন জাতের তরমুজ দেখে চাষে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। তরমুজটি ঝাঙ্গীতে (বিশেষ ব্যবস্থায় মাচা ও জালের মাধ্যমে তরমুজ চাষ) হওয়ায় অত্যন্ত সুস্বাদু হয়। সবচেয়ে বড় বিষয়ে এটি অসময়ের তরমুজ, তার এর চাহিদাও প্রচুর। 'আমরা পরিকল্পনা করছি, আগামীবার আরও বড় পরিসরে নতুন জাতের এ তরমুজের আবাদ করব। ধন্যবাদ জানাই পিকেএসএফ ও ইএসডিও-কে।'

কৃষক মনিরুল ইসলাম এসেছেন তরমুজের নতুন এ জাতের খেত দেখতে। তিনি বলেন, আমিও পরিকল্পনা করেছি আগামী বছর থেকে এ তরমুজের চাষ করব। শুধু মনিরুল ইসলাম নয়, তার মতো অনেক কৃষকই এ খেত দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন।

মাঠে কাজ শেষে বাড়িতে ফিরছেন একদল কৃষক। উনচুরকী, গাবতলী, বগুড়া।

চিকিৎসার মানোন্নয়নে মতবিনিময় সভা

বরিশাল প্রতিবেদক : স্বাস্থ্য সচেতনতা ও চিকিৎসার মানোন্নয়নে সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসন, চিকিৎসক, সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার আগরপুর হালিমা মান্নান মেমোরিয়াল হাসপাতালের আয়োজনে বুধবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সৌদি আরব পূর্বাঞ্চল শ্রমিকদলের সভাপতি বিপ্লব হোসেন আজাদ। হাসপাতালের হলরুমে পরিচালক শহিদুল আলম ফারুকের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, হাসপাতালের চেয়ারম্যান নুপুর আক্তার উর্মি, সাবেক অধ্যাপক আব্দুল হাকিম, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক কামাল হোসেন বিপ্লব, হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার নয়ন বাবু, এনআরবিসি ব্যাংকের আগরপুর শাখার ম্যানেজার মো. আসাদুজ্জামান, উপজেলা বিএনপি নেতা মাকসুদ মৃধা, সরিকল ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য সচিব মোস্তাফিজুর রহমান বাসার, সমাজ সেবক ওয়াহিদুল আলম বিপলু মিয়া প্রমুখ।

গোমস্তাপুরে গ্রাম আদালত বিষয়ক সভা

গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি : চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে গ্রাম আদালত বিষয়ক কমিউনিটি মতবিনিময় সভা ও ভিডিও প্রদর্শন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গোমস্তাপুর ইউনিয়ন পরিষদ সভা কক্ষে এই মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে।বাংলাদেশ সরকার, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ও ইউএনডিপির যৌথ অর্থায়নে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নে এই কমিউনিটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। গোমস্তাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জামাল উদ্দিন এতে সভাপতিত্ব করেন। সভায় গ্রাম আদালত প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয় তুলে ধরে বক্তব্য দেন উপজেলা সমন্বয়কারী সেলিম উদ্দীন। অন্য অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য দেন ওই ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সচিব) আলাউদ্দিন ও উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আতিকুল ইসলাম আজম। এ সময় গ্রাম আদালত প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী হাফিজ আল আসাদ ও ওই ইউনিয়নের হিসাব সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর আতিকুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। সভায় ইউপি সদস্যসহ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশাজীবি এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গরা অংশ নেন। সভায় বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকার জনগণ বিশেষত নারী, জাতিগত সংখ্যালঘু এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ন্যায়বিচারের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে-প্রজেক্টর ও সাউন্ড সিস্টেমের মাধ্যমে সভায় প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য, গ্রাম আদালতে আবেদনপত্র দাখিলের পদ্ধতি, মামলার ফিস, সমন প্রদান পদ্ধতি, গ্রাম আদালত গঠন, এখতিয়ার, বিচারিক প্রক্রিয়ায়, নিষ্পত্তির সময়সীমা, ক্ষতিপূরণ আদায়সহ আইনের বিভিন্ন ধারা ও বিধি নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা শেষে গ্রাম আদালতের উপর একটি নাটক প্রদর্শনী করা হয়। আলোচনা শেষে গ্রাম আদালত বিষয়ে অংশ গ্রহণকারীর মতামত ও সুপারিশ নেওয়া হয়।

ঝিনাইগাতীতে তারুণ্যের উৎসব সমাপনী

শেরপুর প্রতিনিধি : শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ এর আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা পরিষদ চত্বরে ৫১ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত তারুণ্যের উৎসবে ৭টি ক্যাটাগরিতে মোট ৩৭টি ইভেন্টের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আশরাফুল আলম রাসেলে। এ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় শিক্ষক মো. রোস্তম আলীর সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) অন্দিতা রাণী ভৌমিক, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. ফরহাদ হোসেন, উপজেলা মাধ্যমিক কর্মকর্তা মোস্তফা কামাল।

টাঙ্গাইলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত

দিঘলিয়ার সরকারি বিদ্যালয়ে মা সমাবেশ ও নবীন বরণ অনুষ্ঠিত

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : দিঘলিয়া উপজেলার সেনহাটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মা সমাবেশ ও ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের বরণ উপলক্ষে নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠিত সেনহাটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেখ মোঃ ফরহাদ হোসেন এর সভাপতিত্বে বিদ্যালয়ের নিজস্ব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিঘলিয়া উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি দেবাংশু বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিঘলিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মোঃ মাহবুবুল আলম, একাডেমিক সুপারভাইজার মাকসুদা খানম, খুলনা সরকারি মহসিন কলেজের সাবেক অধ্যাপক মোঃ সিরাজুল ইসলাম, বিশিষ্ট সাংবাদিক সৈয়দ জাহিদুজ্জামান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সেনহাটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মোঃ শফিকুল ইসলাম ও লিলি আক্তারসহ বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবক ও ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

শেরপুরে 'ধর্ষণের শিকার' মেয়ে, লজ্জায় আত্মহত্যার চেষ্টা মায়ের

শেরপুর প্রতিনিধি : পাহাড়ে ঘুরতে গিয়ে নবম শ্রেণির এক মাদ্রাসা ছা

এমবাপের হ্যাটট্রিকে শেষ ষোলোয় রিয়াল

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ম্যানসিটির মাঠ থেকেই ৩-২ গোলের ব্যবধানে জয় নিয়ে ফিরেছিলো রিয়াল মাদ্রিদ। গত বুধবার ছিল উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ ষোলোয় ওঠার প্লে-অফের ফিরতি লেগের ম্যাচ। তার আগেই ম্যনসিটি কোচ পেপ গার্দিওলা বলেছিলেন, ১ ভাগ সম্ভাবনা নিয়ে বার্নব্যুতে যাচ্ছেন তিনি। তার ধারণাই সঠিক প্রমাণিত হলো। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে জ্বলে উঠলেন ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে। দুর্দান্ত এক হ্যাটট্রিক করলেন তিনি। এমবাপের হ্যাটট্রিকে ম্যানচেস্টার সিটিকে ৩-১ গোলে রিয়াল মাদ্রিদ। সে সঙ্গে দুই লেগে মিলে ৬-৩ ব্যবধানে সিটিকে বিদায় করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোয় জায়গা নিশ্চিত করলো লজ ব্লাঙ্কোজরা। শেষ ষোলোয় বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা মুখোমুখি হতে পারে বায়ার লেভারকুসেন কিংবা অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের। যদিও নির্ভর করছে আজকের ড্র'এর ওপর। তবে, রেকর্ড ১৬তম বারের মত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার হাতছানি এখন রিয়ালের সামনে। অন্যদিকে কোচিং ক্যারিয়ারে সর্বনিম্ন অবস্থায় রয়েছেন পেপ গার্দিওলা। কোচিং ক্যারিয়ারে তার অধীন কোনো ক্লাব শেষ ষোলোয় ওঠার আগে বিদায় নেয়নি। এই প্রথম নিলো। হ্যাটট্রিক করার পর কিলিয়ান এমবাপে বলেন, 'এটা ছিল একটি নিখুঁত রাত। এটা একমাত্র সত্যি যে রিয়াল মাদ্রিদ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলয় উঠেছে। আমরা সব সময়ই ঘরের মাঠে শক্তিশালি এবং এটা খুব ভালো লাগার বিষয় যে, আমরা সমর্থকদের আনন্দ উপহার দিতে পেরেছি।' ম্যাচের প্রথমার্ধে তো রিয়াল মাদ্রিদের সামনে কোনো চ্যালেঞ্জই তৈরি করতে পারেনি ম্যানসিটি। কারণ, প্রথমার্ধে রিয়ালের গোলমুখে একটি শটও নিতে পারেনি তারা। গত বছর যে ম্যানসিটিকে দেখা গিয়েছিলো, এবারের ম্যানসিটি যেন তারা ছায়া। তবে, এমন পরিস্থিতি হওয়ার কারণও ছিল। আরলিং হালান্ড খেলতে পারেননি ইনজুরির কারণে। ফলে তাদের আক্রমণের ধার এমনিতেই কমে গিয়েছিলো। ৪র্থ মিনিটে রিয়াল মাদ্রিদের প্রথম আক্রমণ থেকেই গোল আদায় করে নেন কিলিয়ান এমবাপে। রুবেন ডিয়াজের হেড নিতে ব্যর্থ হলে বল চলে যায় এমবাপের কাছে। এডারসনের মাথার ওপর দিয়ে দারুণ এক লবে বল জড়িয়ে দেন সিটির জালে।

৩৩ মিনিটে আবারও গোল করলেন এমবাপে। জসকো জিভার্ডিওলকে দারুণ এক কাটব্যাকে পরাস্ত করে খুব কাছ থেকে নেয়া শটে সিটির জালে বল জড়ান এমবাপে। এরপরও সিটির ওপর চাপ ধরে রাখে রিয়াল এবং একের পর এক সুযোগ মিস করতে থাকে। অবশেষে ৬১তম মিনিটে আবারও গোল। এবার হাটট্রিক পূরণ করেন এমবাপে।

বাম পায়ের দুর্দান্ত এক শট তিনি জড়িয়ে দেন সিটির জালে। ম্যাচ শেষ হওয়ার খানিক আগে, ৯০+২ মিনিটে একটি স্বান্তনাসূচক গোল করেন ম্যানসিটির নিকো গঞ্জালেজ। ম্যাচ শেষ হলো ৩-১ ব্যবধানে।

হিমাঙ্কের নিচের তাপমাত্রাতেও জ্বলে উঠলেন মেসি

স্পোর্টস ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের কনসাসাস অঙ্গরাজ্যের আবহাওয়াকে দুর্যোগর্পূণ ঘোষণা করেছিল দেশটির আবহাওয়া অধিদপ্তর। তবে মাইনাস ১৭ ডিগ্রী তাপমাত্রায় খেলতে নেমেও ইন্টার মায়ামি তারকা লিওনেল মেসির পায়ের উত্তাপে মুহূর্তেই উবে গেল হিমশীতল আবহাওয়া। মেসিরেএকমাত্র গোলে কনকাকাপ চ্যাম্পিয়নস কাপের প্রথম রাউন্ডের প্রথম লেগে স্পোটিং কেসির বিপক্ষে ১-০ ব্যবধানে জিতেছে মায়ামি। চিলড্রেন মার্সি পার্কে বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপের প্রথম লেগে স্পোর্টিং কানসাস সিটিকে ১-০ গোলের ব্যবধানে হারিয়েছে ইন্টার মায়ামি। অবশ্য পুরো ম্যাচে কয়েকটি গোলের সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি মেসি-সুয়ারেজরা। ম্যাচের ৮ম মিনিটে লুইস সুয়ারেজের শট সামান্য ব্যবধানে পোস্টের বাইরে চলে যায়। এরপর ৩৫তম মিনিটে আবারও সুয়ারেজ গোলের সুযোগ সৃষ্টি করেন, তবে এবারও তার নেওয়া শট পোস্ট ঘেঁষে বাইরে চলে যায়। তাতে ব্যবধান না বাড়িয়েই বিরিতিতে যায় দুই দল। বিরতি থেকে ফিরে কোনো ভুল করেননি আর্জেন্টাইন তারকা লিওনেল মেসি। সার্জিও বুসকেটস দূরপাল্লার পাসটি ব্যাক্তিগত নৈপুণ্যে কানসাস সিটির মিডফিল্ডার এরিক থমিকে পাশ কাটিয়ে গোলপোস্টের বিপরীত কোণে নিখুঁত শট নিয়ে বল জালে জড়ান তিনি। এ গোল দিয়ে চলতি বছরে প্রথমবার জালের দেখা পেলের ৩৭ বছর বয়সী মেসি। টানা ২১ মৌসুম মিলে তার গোলসংখ্যা বেড়ে হলো ৮৫১। অবশ্য মেসিদের এই ম্যাচ আরো একদিন আগে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আবহাওয়ার কারণে একদিন পেছাতে বাধ্য হয় কনকাকাপ কতৃপক্ষ। হিমশীতল আবহাওয়ায় অবশ্য লম্বা মোজা পড়ে মাঠে নামতে হয়েছিল মেসিদের।

৯ বছর পর হকি দলের হেড কোচ মামুন

স্পোর্টর্স ডেস্ক : হকি সিনিয়র জাতীয় দলের হেড কোচ হিসেবে মামুনুর রশীদকে চূড়ান্ত করেছে হকি ফেডারেশন। এপ্রিলের মাঝামাঝি ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অনুষ্ঠিতব্য এএইচএফ কাপ হকি টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে হকি ফেডারেশন মামুনকে হেড কোচ, মশিউর রহমান বিপ্লবকে সহকারী ও আলমগীর ইসলামকে ট্রেইনার নিয়োগ দিয়েছে। হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক লে কর্ণেল রিয়াজুল হাসান (অব) হেড কোচ চূড়ান্ত বিষয়ে বলেন, 'আমরা বেশ কয়েকজন কোচের সাক্ষাতকার নিয়েছি। সেই সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে সবচেয়ে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকেই নির্বাচিত করা হয়েছে।' সাধারণ সম্পাদক, ফেডারেশনের নির্বাহী সদস্য আবু জাফর তপন, হোসেন ইমাম চৌধুরী সান্টা, সাবেক জাতীয় খেলোয়াড় জামাল হায়দার সহ আরো কয়েকজনের সমন্বয়ে একটি প্যানেল ছিল। সেই প্যানেল কোচদের সাক্ষাতকার নেয়ার পর পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। হকি অঙ্গনে গুঞ্জন ছিল মামুনুর রশীদ হেড কোচ ও বিপ্লব সহকারী কোচ হচ্ছেন। এতটাই জোর গুঞ্জন ছিল যে, দুই জন সাক্ষাতকারের আমন্ত্রণ পেয়েও যোগ দেননি। শেষ পর্যন্ত গুঞ্জনই সত্যিতে পরিণত হয়েছে। ফেডারেশন মামুন ও বিপ্লবের ওপরই আস্থা রেখেছে। মামুনুর রশীদ সাবেক জাতীয় তারকা খেলোয়াড়। দেশের ইতিহাসে অন্যতম সেরা খেলোয়াড় কোচ হিসেবেও দারুণ সফলতা রয়েছে। মেরিনার্সকে ক্লাব ও লিগ চ্যাম্পিয়ন করিয়েছেন। জুনিয়র হকি দলকেও শিরোপা জিতিয়েছেন সাম্প্রতিক সময়ে। দেশের সেরা কোচ হলেও সিনিয়র দলের কোচ হিসেবে সাম্প্রতিক সময়ে ফেডারেশন তাকে দায়িত্ব দেয়নি। ২০১৫ সালে ওয়াল্ড হকি লিগ রাউন্ড দুইয়ে জাতীয় দলের হেড কোচ ছিলেন। মামুনুর রশীদ সিনিয়র জাতীয় হকি দলের কোচ ছিলেন। নয় বছর পর জাতীয় দলের দায়িত্ব পেয়ে মামুন বলেন, 'দেশের জন্য কাজ করতে পারা সব সময় সম্মানের। নয় বছর পর আবার হেড কোচ হলাম। আগে ওয়াল্ড হকি লিগে ছিলাম এবার এএইএফ কাপ। এই আসরে

বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আগে এবারও সেটাই লক্ষ্য।' এএইচএফ কাপ উপলক্ষে ২০ ফেব্রুয়ারি খেলোয়াড়দের ফিটনেস টেস্ট। হকি ফেডারেশন অদ্ভুত নিয়মে ৩২ বছরের বেশি বয়স যাদের তাদের এই টেস্টের জন্য ডাকেনি। সেই হিসেবে হকির তারকা খেলোয়াড় রাসেল মাহমুদ জিমি টেস্ট দেয়ার চিঠি পায়নি। এ নিয়ে সমালোচনার ঝড় চললেও ফেডারেশনের সিদ্ধান্ত এখনো পরিবর্তন হয়নি। 'বিষয়টি প্রাথমিক আলোচনা। সামনে পরিবর্তন হতেও পারে বা নাও পারে এখনই বলা যাচ্ছে না।', বলেন সাধারণ সম্পাদক।

অ্যাস্টন ভিলার সাথে পয়েন্ট খোয়ালো লিভারপুল

স্পোর্টর্স ডেস্ক : এমনিতেই দ্বিতীয় স্থানে থাকা আর্সেনালের চেয়ে লিভারপুল এগিয়ে অনেক। ৭ পয়েন্টের ব্যবধান তৈরি দুই দলের মধ্যে। গত বুধবার রাতে এই ব্যবধানটা ১০ পয়েন্টে উন্নীত করার সুযোগ ছিল লিভারপুলের সামনে; কিন্তু অ্যাস্টন ভিলা সেটা করতে দিলো না। ২-২ গোলে ড্র করে ২ পয়েন্ট কেড়ে নিলো ভিলা। এখন আর্সেনালের সামনে সুযোগ ব্যবধানটা ৫ পয়েন্টে নামিয়ে আনার। সপ্তাহের মাঝে ভিলাপার্কে গত বুধবার রাতে দেখা গেলো মিডউইক থ্রিলার। মোহাম্মদ সালাহ ২৯তম মিনিটে প্রথম এগিয়ে দিয়েছিলেন অলরেডদের। কিন্তু ৩৮তম মিনিটে অ্যাস্টন ভিলাকে সমতায় ফেরান ইউরি তিয়েলম্যান। প্রথমার্ধের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে, ৪৫+৩ মিনিটে অ্যাস্টন ভিলাকে এগিয়ে দেন ওলি ওয়াটকিন্স। ২-১ গোলে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয়ার্ধ শুরু করার পর লিভারপুল মরিয়া হয়ে ওঠে সমতায় ফেরার জন্য। ৬১তম মিনিটে সমতায় সফরকারীদের সমতায় ফেরান ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আর্নল্ড। এরপর আর

কেউ গোলই করতে পারেনি কেউ। ২-২ গোলে ড্র নিয়েই শেষ হলো ম্যাচ। এই ড্র'য়ের পর দ্বিতীয় স্থানে থাকা আর্সেনালের সঙ্গে ৮ পয়েন্টের ব্যবধান তৈরি করলো লিভারপুল। ২৬ ম্যাচে তাদর পয়েন্ট এখন ৬১। ২৫ ম্যাচে আর্সেনালের পয়েন্ট ৫৩।

যে কারণে ভারতের বিপক্ষে একাদশে ছিলেন না মাহমুদউল্লাহ

স্পোর্টর্স ডেস্ক : সবশেষ ২০১৭ সালে ইংল্যান্ডে যে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হয়েছিল, তাতে সেমিফাইনাল খেলে বাংলাদেশ। শেষ চারে খেলার পেছনে বড় অবদান ছিল মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের। ওই টুর্নামেন্টে চাপের মুখে সেঞ্চুরিও ছিল তার। বয়স বাড়লেও মাহমুদউল্লাহ এখনও দলের বড় ভরসার নাম। সবশেষ বিপিএলেও ব্যাট হাতে ছিলেন দারুণ ছন্দে। অভিজ্ঞতা আর ফর্মের বিচারে মাহমুদউল্লাহর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে জায়গা পাওয়াটা অনুমিতই ছিল। কিন্তু ভারতের মতো দলের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচেই একাদশে দেখা গেলো না

মাহমুদউল্লাহর নাম। কেন কী কারণে? গুঞ্জন-জল্পনা নানারকম। বর্তমানে দুবাইয়ে অবস্থান করা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ২ শীর্ষ কর্তা জানালেন, মাহমুদউল্লাহর ডান কাফের (পায়ে) মাসলে ব্যথা। তাই তাকে খেলানো হয়নি। যদিও এমন গুঞ্জনও শোনা যাচ্ছে, টিম কম্বিনেশনের কারণেই বাদ দেওয়া হয়েছে মাহমুদউল্লাহকে। তাকে রাখলে জাকের আলী বা তাওহিদ হৃদয়ের মধ্যে একজনকে বাদ দিতে হতো। টিম ম্যানেজম্যান্ট সম্ভবত দুই তরুণকেই খেলাতে চেয়েছে। তাই বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে মাহমুদউল্লাহকে।

লাইফস্টাইল

যেভাবে শিশুসন্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবেন

লাইফস্টাইল ডেস্ক : পারস্পরিক আলাপচারিতা শিশুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায়। এমন পদ্ধতি শিশুর সঙ্গে দৃঢ় বন্ধন গড়ে তুলতে এবং শিশুর ইতিবাচক শিক্ষা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সন্তানের সঙ্গে কিছু কাজ করার মাধ্যমে বাবা-মা শিশুর মনোভাব ও আচরণে ইতিবাচক পার্থক্য তৈরি করতে পারেন, গড়ে তুলতে পারেন বন্ধুত্ব। চলুন জেনে নিই যেভাবে শিশুসন্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবেন তার কৌশল। * বয়স ও অর্থপূর্ণ পারস্পরিক যোগাযোগ শিশুকে শিখতে ও মানসিক বিকাশে সহায়তা করে। প্রতিদিন মৌখিক ও অঙ্গভঙ্গিগতভুউভয় ধরনের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় শিশুর সঙ্গে সময় কাটান, এভাবে আপনার ছোট্টমণি অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবে এবং মূল্যবান অনেক কিছু শিখতে পারবে। * বিভিন্ন বিষয়ে শিশুর কাছে জানতে চান আর তাকে বলতে দিনড় যেভাবে সে চায়। এই প্রক্রিয়া তাকে নতুন শব্দ শিখতে সাহায্য করবে। কাল্পনিক গুণাবলী সমৃদ্ধ শব্দ দিয়ে বিভিন্ন নাম বর্ণনা করুন। আপনি এভাবে বলতে পারেনড় 'দেখো কী সুন্দর ফুল! এর বৃত্তগুলো সবুজ, পাঁপড়ি ল্যাভেন্ডার আর এর লম্বা স্টিকগুলো সোনালি হলুদ। কী, দেখতে খুব মজা না? * আপনার কাজকর্মে তাকে সঙ্গে রাখুন আর বিভিন্ন শিক্ষণীয় গল্প বলুন। এতে শিশু কাজে উৎসাহ পাবে, সময় ভালো কাটবে, আপনার বন্ধু হয়ে যাবে। সর্বোপরি এক সুদৃঢ় বন্ধন তৈরি হবে আপনাদের মধ্যে। ধরুন, সোনামণিকে নিয়ে

লাইব্রেরিতে গেছেন, জানতে চানড় এখানে কী দেখছো বাবা? বলোতো এগুলো কী? এগুলো পড়লে কী হয়। মনে রাখবেন, তার প্রতি আপনার মনোযোগ, পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্যে সে লাভবান হবে। শিশুর নিজস্ব ভাবনা, সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলুন। তাকে জানতে চান। শিশু বুঝতে পারবে, নিজের এমন সব বিষয় আশয়ও শেয়ার করতে পারেন। * যতটা সম্ভব মনোযোগ ও গুরুত্ব দিয়ে তার কথা শুনুন। প্রতিক্রিয়া বাদ দিন। শিশু যখন বলছে, শোনার সময় দৃষ্টি বিনিময় করুন, সহজবোধ্য পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করুন। আপনি যা বুঝলেন তা নিজের ভাষায় বলুন। আপনার ভাবনা তার কাছে কঠিন মনে হতে পারে। যতটুকু সম্ভব সহজ ভাষায় তাকে বুঝিয়ে বলুন। আপনার সব কথা হয়ত শিশু নাও বুঝতে পারে, তাতে সমস্যা নেই। এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে না বোঝা বিষয়-আশয়ে বোঝার আগ্রহ বাড়বে শিশুর। * কোনো কোনো বিষয়ে শিশুকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দিন। এতে ব্যক্তি হিসেবে তার মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি, ধারণা ও চিন্তা-চেতনা বাড়বে।

যেমন বাজার করতে গিয়ে বলতে পারেনড় কোনো ধরনের ফল আমাদের কেনা উচিত? বা কোন রঙের আপেল তুমি সবচেয়ে পছন্দ করো? বা কোন মাছ খেতে তোমার বেশি ভালো লাগে। আজ তোমার পছন্দের মাছ কিনবো কেমন হবে। * একত্রে হাঁটতে হাঁটতে শিশুর সাথে নানা ধরনের ননভার্বাল ইন্টারেকশন করুন। খুব গুরুত্বপূর্ণ হলো, শিশুর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে কথা বলা। শিশুর সঙ্গে আন্তরিক ভঙ্গিতে হাসুন।

চায়ের সঙ্গে ধূমপান করলে যে ক্ষতি

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ব্যস্ত জীবনে দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা আমাদের নিত্যসঙ্গী। তাই তো অনেকে মাথা হালকা রাখতে একটু পর পর চা পান করেন। সেই সঙ্গে সিগারেটে টান দেওয়ার অভ্যাসও আছে অনেকের। এতেই মস্তিষ্কের বোঝা নেমে যায় বলে মনে করেন তারা। তবে সাধারণ মানুষের একাংশের এমন কর্মকাণ্ড দেখে চমকে যান বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে, ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তার ওপর যদি আবার চা খেতে খেতে ধূমপান করেন, তা হলে শরীরের আরো ক্ষতি ডেকে আনবেন। দেহে বাসা বাধবে একাধিক জটিল অসুখ। আজকের প্রতিবেদনে জানবেন চায়ের সঙ্গে ধূমপান করলে কী কী ক্ষতি হতে পারে। চলুন তাহলে জেনে নেওয়া যাক। **হার্টের ক্ষতি,** বিশেষজ্ঞদের মতে, একটা সিগারেটে মোটামুটি ৬ থেকে ১২ গ্রাম নিকোটিন থাকে। আর এই উপাদান হার্টের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। নিকোটিনের কারসাজিতে হার্টের রক্তনালী সংকুচিত হয়ে পড়তে পারে। যার জন্য স্বাভাবিক রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। এমনকী বিপদে ফেলতে পারে হার্ট অ্যাটাক। অপরদিকে আবার দিনে ৭-৮ কাপ চা খেলে হার্ট রেট বেড়ে যেতে পারে। ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে প্রেশার। সেই কারণেও হার্টের ক্ষতি হয়। তাই সাবধান হন। **ক্যানসার** গবেষণায় দেখা গেছে, চা খাওয়ার সময় ধূমপান করলে ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রায় ৩০

দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেবে বিজ্ঞানসম্মত ১০ উপায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেবে বিজ্ঞানসম্মত ১০ উপায়সবুজ প্রকৃতি আমাদের সুখানুভূতি দেয়। আমাদের জীবন হলো ট্রেনের মতো, যা ছুটে চলেছে অবিরাম। এই চলার পথে সবাই চায়, সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে। কিন্তু সুখ-শান্তির বড় অন্তরায় জাগতিক দুশ্চিন্তা। এই দুশ্চিন্তা দূর করার উপায় জানতে মানুষ মনোবিদ পরামর্শকের দ্বারস্থ পর্যন্ত হয়। তবু কাটিয়ে ওঠা যায় না। কয়েকটি গবেষণা ঘেঁটে ভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যম বাতলে দিয়েছে দুশ্চিন্তা কাটানোর ১০ উপায়। বিজ্ঞানসম্মত এই ১০টি উপায় মেনে চেষ্টা করতে পারেন দুশ্চিন্তা দূর করার। * বিভিন্ন সময়ে চালানো গবেষণা মতে, সবুজের মধ্যে বসবাসে মানুষ সুখী হয় এবং দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে। কানাডিয়ান গবেষকদের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, যখন মানুষ প্রকৃতির মধ্যে থেকে ফুল, পাখি, গাছ, নীল আকাশ দেখে, তখন এই প্রকৃতি-পরিবেশ তার মধ্যে সুখানুভূতির সৃষ্টি করে। মানসিকভাবে সুস্থ রাখে। বাড়ায় সুখ-শান্তি। * গলা ছেড়ে গেয়ে উঠুন! এর পেছনে বিজ্ঞান রয়েছে। গানে এনড্রোফিন ও অক্সিটোসিনের মতো মনকে চনমনে রাখা এবং পরমার্থিকতা বাড়ানো সুখী হরমোন নিঃসরণ হয়, যার ফলে উদ্বেগ ও চাপ কমে। গবেষণায় দেখা গেছে গান একাকিত্ব ও হতাশা দূর করতেও সাহায্য করে। * দৌড়াদৌড়ি বা লাফ-ঝাঁপ কেবল হার্ট কিংবা মেজাজ ভালো রাখে না। এটি ডায়াবেটিস, স্থূলতা, আথ্রাইটিস বা বাত ও হতাশা দূর করে দেয়। প্রতিদিনের রুটিনে কমপক্ষে ৩০মিনিট হাঁটা, নাচ বা যোগ ব্যায়ামের জন্য রাখুন। সুখী থাকার সবচেয়ে সহজ ও কার্যকরী উপায় এটি। * শরীর ও মনকে পুনরুজ্জীবিত করে নির্বিঘ্ন ঘুম। আবার অপর্যাপ্ত ও ব্যাহত ঘুম অস্বস্তি, খিটখিটে মেজাজ ও উচ্চ রক্তচাপ বাড়ায়। ভালো ঘুমের অভ্যেস গড়ে তুলতে হবে। গবেষকরা বলে থাকেন, দিনে অন্তত সাত ঘণ্টা ঘুমোনো প্রয়োজন। ঘুমের আগে ক্যাফেইন, অ্যালকোহল ও চর্বি জাতীয় খাবার এড়িয়ে চলুন। * শরীরের ওজনের ৬০ শতাংশ হলো পানি। এই পানি মানুষের বেঁচে থাকার জন্য একেবারেই অপরিহার্য। এটি শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, পুষ্টি শোষণে সাহায্য করে, দেহের ভেতরের টক্সিনকে বের করে দেয়, চেতনা উন্নত করে, মেজাজ ও ঘুমের উন্নতি ঘটায়। প্রচুর পানি পান ওজন কমাতেও সাহায্য করে এবং ত্বক ভালো রাখে। পানির কর্তব্যই হলো দেহকে শান্তি ও সুখে। * স্মার্টফোন সারা দুনিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত থাকার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে একাকিত্ব, অমনোযোগ, ভালো ঘুম না হওয়া, ডায়াবেটিস ও বিষন্নতা দেখা দিতে পারে। রাতে ঘুমোনোর আগে নিজের স্মার্টফোনটি বন্ধ করে দিন।

পায়ের গোড়ালি ব্যথায় যা করতে পারেন

লাইফস্টাইল ডেস্ক : পায়ের গোড়ালি ব্যথায় যা করতে পারেনব্যথা না কমলে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যান।

সঠিক জুতা না পরা ও বিভিন্ন কারণে আমাদের পায়ের গোড়ালিতে ব্যথা হতে পারে। আবার অনেকেই পায়ের গোড়ালিতে চাপ দিয়ে হাঁটেন বা দৌড়ান। এজন্য পায়ের গোড়ালি নিয়ে প্রায় মানুষকে সমস্যায় পড়তে হয়। আবার কিছু ক্ষেত্রে আর্থ্রাইটিসের ব্যথা গোড়ালিতে এসেও পড়ে। এমন অবস্থায় ব্যথা বেশি হলে ঘরোয়া উপায়ে আরাম পাবেন যা করলে: * এক চামচ ল্যাভেন্ডার তেল একটি বাটিতে নিয়ে তার সঙ্গে নারিকেল ও অলিভ তেল মিশিয়ে নিন। এরপর তেল মালিশ করুন গোড়ালিতে। দ্রুত গোড়ালির ব্যথা কমে যাবে। * খালি পায়ে, হাই হিল ও জুতা না পরে হাঁটতে যাবেন না। আবার অনেক সময় দেখা যায় পায়ের মাপের সঙ্গে জুতার মাপ ঠিক নেই। আবার শক্ত জুতা পরার জন্য অনেকের গোড়ালি ব্যথা হয়ে থাকে। তবে জুতা বদলে নিলেই সমস্যার সমাধান হয়। সেই অবস্থায় একটু নরম ও পায়ের সঠিক মাপের জুতা বেছে নেবেন। * ব্যথানাশ করার ক্ষমতা আছে সরিষা তেলে। কুসুম কুসুম গরম করে তেল ব্যথার অংশে মালিশ করতে পারেন। * গোড়ালি ব্যথায় হলুদ একটি চমৎকার ঘরোয়া উপায়। হলুদে আছে প্রদাহরোধী উপাদান ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এটি ব্যথাকে দূর করতে কাজ করে। এক কাপ দুধের সঙ্গে এক চামচ হলুদ দিয়ে সিদ্ধ করুন। এর মধ্যে সামান্য মধু দিয়ে দিনে দুই থেকে তিন বার পান করুন। * পেশি টান লাগার কারণে পায়ে ব্যথা হয়। আদা হলো প্রদাহরোধী উপাদান। এটি ব্যথা ও প্রদাহের সঙ্গে লড়াই

করে। দিনে তিনবার আদা দিয়ে চা পান করতে পারেন।

পাশাপাশি খাদ্যতালিকায়ও আদা রাখবেন। * পায়ের গোড়ালিতে বা ব্যথার অংশে বরফ থেরাপি দিতে পারেন। দ্রুতই ব্যথা কমাবে। তবে ব্যথা না কমলে অবশ্যই কোনো চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।

প্রাকৃতিক উপাদানে মেকআপ রিমুভার

লাইফস্টাইল ডেস্ক : মেকআপ রিমুভার হিসেবে আমরা অনেকেই বাজারের চলতি প্রোডাক্টের ওপর ভরসা করি। যা নানা রাসায়নিক উপাদানে তৈরি। এসব রিমুভারের প্রধান সমস্যা হলো- ত্বক শুকিয়ে ফেলে, অন্যথায় তেলতেলে দেখায়। কসমোলজিস্টদের ভাষ্য, বাজারের চলতি প্রোডাক্টের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নেওয়া উচিত। বিকল্প হিসেবে বেছে নিন প্রাকৃতিক উপাদান। : দেখা যাক, সেগুলো কী কী-নারিকেল তেল : শুধু চুলচর্চায় নয়, রূপচর্চায়ও নারিকেল তেল দারুণ উপকারী। তবে নারিকেল তেল কিনুন একদম প্রাকৃতিক এবং খাঁটি। মেকআপ তোলার জন্য নারিকেল তেল হাতের তালুতে নিয়ে মুখে হালকা বুলিয়ে নিলেই হলো।

আমন্ড অয়েল : যারা নারিকেল তেলে অভ্যস্ত নন, তারা বেছে নিন আমন্ড অয়েল। হালকা, সুগন্ধযুক্ত এই তেল কিন্তু মেকআপ রিমুভারে দারুণ। শেভিং শেষে এই তেল ব্যবহার করা যায়। এমনকি ওয়্যাক্সিংয়ের পরেও কার্যকরী। কটন বলে আমন্ড অয়েল নিয়ে মেকআপ তুলুন। দুধ : শরীরের জন্য তো বটেই, ত্বকের জন্যও উপকারী।

রাতে সুনিদ্রার জন্য যা করবেন

লাইফস্টাইল ডেস্ক : রাতে সুনিদ্রার জন্য যা করবেনরাতে ঠিকমতো ঘুম না হলে, সারাদিন কাজের এনার্জি পাবেন না। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিকেলে বাড়িতে ফেরেন মুনতাহা। রাত ৮টার দিকে কম্পিউটারে বিভিন্ন কাজ করতে করতে ঘুমাতে প্রায়ই রাত ১টা বেজে যায়। সকালে আবার ক্লাস ধরার চিন্তায় ঘুমাতে ঘুমাতে তার তিনটে। সকাল ৬টা বাজতে বিকট শব্দে অ্যালার্ম বাজল, তখন তার বুক ধড়ফড়ানি বেড়ে গেল! কোনোমতে চোখ দুটি খুলে অ্যালার্ম বন্ধ করার উপায় খুঁজলেন তিনি। উদ্দেশ্য ছিল যদি আরেকটু ঘুম হতো। তাহলে সকালে শরীরটা ঝরঝরে লাগতো। বিশেষজ্ঞদের মতে, একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈনিক কমপক্ষে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন ঘুমের প্রয়োজন। যদি ঘুমানোর সার্কেল ঠিক না থাকে তাহলেই, অনিদ্রার সমস্যায় ভুগলে শরীরে হাজারো সমস্যা দেখা দেবে। দেহের জৈবিক ঘড়িকে ঠিক রাখতে রাত ৮টায় ঘুমানোর এবং ভোর

৪টায় ঘুম থেকে ওঠার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। অর্থাৎ ৮ ঘণ্টা। এতে সার্বিক স্বাস্থ্য উন্নত হয়। রাতে ৭-৮ ঘণ্টার ঘুম জরুরি কেন দেহের জৈবিক ঘড়ি যদি প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলে, তা হলে লাভ শরীরেরই। রাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লে, ঘুম খুব ভালো হয়। গভীর হয়। ঘুমের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে, এর মধ্যে একটি হলো 'রগ্যাপিড আই মুভমেন্ট' বা 'আরইএম'। এই সময় চোখের পাতা দ্রুত কাঁপতে থাকে এবং ঘুম পাতলা হয়ে আসে। সঠিক সময় ঘুমালে এবং ঘুম থেকে উঠলে এই 'আরইএম'ও ঠিকঠাক হয়। এটি মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাতে ঠিকমতো ঘুম না হলে, সারাদিন কাজের এনার্জি পাবেন না। ঘুমে চোখ ঢুলতে থাকবে। দিনে ৭-৮ ঘণ্টার ঘুম শরীরের কোষগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করতে সাহায্য করে। আপনি যতক্ষণ ঘুমাচ্ছেন, তার মধ্যে শরীরে পুনরুজ্জীবিত হয়।